পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে
আজই নিকটবর্তী এজেন্টের
সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com — কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 352 Sunday, 16 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৫২ সংখ্যা ❋ ২৯ কার্তিক ১৪৩১, রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দিল্লি বিস্ফোরণে আল-ফলাহ যোগ গ্রেপ্তার আরও এক চিকিৎসক

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও এক চিকিৎসক। সন্দেহভাজন ওই চিকিৎসককে সম্প্রতি পাঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ৪৫ বছর বয়সি রইজ আহমেদ ভাট নামে সন্দেহভাজন ওই চিকিৎসক একসময় আল-ফালহ ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত ছিলেন। জানা যাচ্ছে, গত ২ বছর ধরে পাঠানকোটের এক বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত রইজ। এর আগে ৪ বছর ফরিদাবাদের আল-ফলাহ ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতেন তিনি। সেখানকার একাধিক ফেলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তাঁর। জানা গিয়েছে, সেই তালিকায় ছিল দিল্লি বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত উমরও। তবে রইজকে কোন তদন্তকারী সংস্থা গ্রেপ্তার করেছে সে বিষয়ে বিশদে কিছুই জানা যায়নি। এমনকী স্থানীয় পুলিশও এবিষয়ে কিছু জানেন না। পাঠানকোটের মেডিক্যাল কলেজের তরফে এই তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মেডিক্যাল কলেজটি পাঠানকোটের মামুন ক্যান্ট এলাকায় অবস্থিত। সেখানকার ম্যানেজার স্বর্ণ সালারিয়া বলেন, গতকাল রাতে নিরাপত্তাবাহিনীর তরফে কিছু আধিকারিক আসেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। গত তিন বছর ধরে ওই চিকিৎসক এখানে সার্জেন হিসেবে কর্মরত। তিনি এমবিবিএস, এমএস, এফএমজি এবং সার্জারির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারি দিল্লি বিস্ফোরণের বহু তথ্যের সূত্র হতে পারে বলে মনে মকরা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে দিল্লি লালকেল্লা চত্বর। ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ দেশজুড়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি ও ধরপাক। শুরু করে। তদন্তে নেমে শ্রীনগর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের স্ক্যানারে ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। তদন্তে নেমে শুক্রবার বাংলা থেকে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। একে একে সামনে আসছে দেশে ছড়িয়ে থাকা ' কলার টেরর'-এর ভয়াবহ তথ্য।

সুষ্ঠু ভোটের জন্য এসআইআর প্রয়োজন', মন্তব্য রাজ্যপালের, পাল্টা কল্যাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ বিহার নির্বাচন ফলাফলে ফের এসআইআর-এর গুরুত্বের কথা বললেন রাজ্যপাল সিভি আনঃদ বোস। তাঁর মতে, এসআইআর নতুন পদ্ধতি, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তা প্রয়োজন ছিল। বিহারের মতো বাংলাতেও জনতা এই পদ্ধতি ভালোভাবে গ্রহণ করবেন এবং তাতে নির্বাচনও ভালোভাবে হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি। শনিবার রাজ্যপালের এই মন্তব্যের পর অবশ্য পালটা দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বঃেদ্যাপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, বিজেপির চাকরবাকরের মতো রাজ্যপাল যতদিন থাকবেন, ততদিন ভালো কিছু পশ্চিমবঙ্গে হবে না। শনিবার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিহার বিধানসভা ভোটের ফলাফল নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনঃদ বোস বলেন, স্কুঙ নতুন পদ্ধতি, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তা প্রয়োজন। বিহারে তার প্রমাণ হয়েছে। তাঁর আরও মন্তব্য, ভোট হওয়া উচিত ব্যালটে, বুলেটের মাধ্যমে নয়। রাজ্যের মানুষ এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্ত। তাঁদের বিষয়টা বোঝাতে হবে। আমি নিশ্চিত, এ রাজ্যের মানুষও এসআইআর গ্রহণ করবেন। এই প্রথম নয়, রাজ্যে এসআইআর শুরুর সময় থেকেই তার স্বপক্ষে বলেছিলেন আনঃদ বোস। বিহার নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আবারও সেকথা শোনা গেল তাঁর গলায়। তবে এদিন রাজ্যপালের এহেন মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কড়া মন্তব্য, রাজ্যপালকে আগে বলুন তাঁর রাজভবনে বিজেপির অপরাধীদের যাতে না রাখে। রাজভবনে অপরাধী রাখছেন আর তাদের একটা করে বঃদুক দিচ্ছেন, বোমা দিচ্ছেন। বলছেন, মেরে এসো তৃণমূলের লোকেদের। আগে এসব বন্ধ করুন। তিনি অপদার্থ রাজ্যপাল! বিজেপির চাকরবাকর রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, ততদিন ভালো জিনিস পশ্চিমবাংলায় হবে না। তৃণমূলের বরাবরের অভিযোগ, রাজভবন কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি দ্বারা প্রভাবিত। তাই এসআইআর নিয়ে বারবারই সাফাই শোনা যাচ্ছে তাঁর গলায়। তৃণমূলের সেই অভিযোগের সত্যতাই যেন প্রমাণিত হল রাজ্যপালের শনিবারের মন্তব্যে।

এজরায় অগ্নিদগ্ধ বহুতলে অবৈধ নির্মাণ! মেয়র বললেন, 'প্রমাণ পেলেই ভেঙে দেব'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ ফের জতুগৃহ এজরা স্ট্রিট। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে গিয়েছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে ওই বহুতলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। অভিযোগ খতিয়ে দেখে আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসা হবে বলেই জানিয়েছেন মেয়র। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ওই বহুতলে বহু বৈদ্যুতিন তার অগোছালোভাবে দেখা গিয়েছে। আমি সিইএসসি, দমকল, ব্যবসায়ী সমিতি, পুরসভা, পুলিশকে নিয়ে বৈঠক করব। যাতে বড়বাজারে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন। যাতে দমকল আসতে অসুবিধা না হয়, তা দেখার দায়িত্ব সকলের। ওই অগ্নিদগ্ধ বহুতল বহু প্রাচীন। কমপক্ষে বাইশবার আগুন লেগেছে বলেই দাবি ক্ষুব্ধ কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের। তাঁর অভিযোগ, এটা ঘিঞ্জি এলাকা। ২২ বার আগুন লেগেছে। আগুন লাগার ঝুঁকি নিয়ে বহুবার দমকল, পুলিশ কমিশনারকে লিখেছি। কাকে বলিনি? কারও টনক নড়েনি। কাগজ আমার কাছে আছে। কিছুই ঠিকঠাক হয়নি।

যদিও সে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি, অবৈধ নির্মাণ আদৌ ওই বহুতলে হয়েছে কিনা, তা কলকাতা পুরসভা বিল্ডিং বিভাগ খতিয়ে না দেখা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। মেয়রের কথায়, হতে পারে বেআইনি, আমি চ্যালেঞ্জ করছি না। এত বড় বাড়িতে কে কী করছেন, তা জানা যায় না। যখন এগুলো হয়, তখন কেউ জানাননি। একশো-দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি। তাই কতটা আইনি, কতটা বেআইনি নির্মাণ তা এখনই বলতে পারব না। আগে বিল্ডিং বিভাগের লোকজনেরা আসবেন, তবেই বলতে পারব। প্রমাণ পেলে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে বলেই সাফ জানান মেয়র।

প্রশ্ন উঠছে, অগ্নিকাণ্ডে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওই ব্যবসায়ীদের। তাঁদের পাশে দাঁড়াবে রাজ্য সরকার? দেওয়া হবে আর্থিক সাহায্য? মেয়রের দাবি, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে দেখা হবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তারপরই প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কীভাবে এজরা স্ট্রিটের মতো ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, কী থেকে আগুন, তা ফরেনসিক না হওয়া পর্যন্ত বলতে পারব না। ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁর আর্জি, ব্যবসা করুন, সবরকম সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকমতো রাখুন। বলে রাখা ভালো, সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যেন লেগেই রয়েছে। তারপর থেকে ফায়ার অডিটে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তবে তারপরেও এমন ঘিঞ্জি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন।

দিল্লি বিস্ফোরণে বাংলা-ডাক্তার যোগে রহস্য বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ সোমবার সন্ধে ৬.৫২ মিনিটে ভয়ঙ্কর গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী। ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছেই এই বিস্ফোরণে এখনও মৃতের সংখ্যা ১০ এবং আহত ২২। এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্বভার নিয়েছিল এনআইএ। তাদের তদন্তেই উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত বাংলার এক ডাক্তার। উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার এই ডাক্তারের নাম জানিসার আলম এবং তিনি আল ফালাহ য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সূত্রের খবর বলছে তিনি লুধিয়ানাতে থাকলেও তার আদি বাড়ি উত্তর দিনাজপুরে ডালখোলা থানার অন্তর্ভুক্ত কোনাল গ্রামে। লুধিয়ানাতে গিয়ে বসবাস শুরু করলেও উত্তর দিনাজ পুরের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল। কয়েকদিন আগে এক আত্মীয়ার বিয়েতে যোগ দিতে জানিসার কোনাল গ্রামে আসে এবং তখনই তাকে আটক করা হয়। তদন্তে আগেই জানিসারের নাম উঠে এসেছিল শুক্রবার গ্রুক তাকে হেফাজতে নিয়েছে। এনআইএ জানিয়েছে মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই কাজ খুব সহজ হয়েছে। জানিসারকে গ্রেফতার করে প্রথমে ইসলামপুর এবং আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্তের কাকা আবুল কাশেম বলেন তারা জানিসারকে ভালো পুয়া হিসেবেই জানেন কিন্তু জানিসারের এই গোপন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। পরিবারের দাবি জানিসার কোনোরকম অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত নয়। আবার তারা বলছেন যে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে জানিসারের সমস্ত বন্ধুদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাই জানিসারকেও আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে কোনাল গ্রামে। গ্রামবাসীরা বলেছেন যে ছেলেকে তারা ছোটবেলা থেকে ভদ্র সভ্য এবং ভালো ছাত্র হিসেবে দেখেছেন তার বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ সত্যিই অবিশাস্য। কিন্তু এটাও ঠিক মানুষ কখন নিজের অজান্তেই অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু গ্রামবাসীরা বলেছেন জানিসারদের পরিবার অত্যন্ত শিক্ষিত পরিবার এবং পরিবারের ছেলে হয়ে কিভাবে তার নাম এই বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে জড়াল তা সত্যিই রহস্য। এখন গ্রুক কি পদক্ষেপ নেবে তার উপরে নির্ভর করছে এই কেসের ভবিষ্যৎ।

জনজাতি সমাজের কল্যাণই বিজেপির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারঃ প্রধানমন্ত্রী

নর্মদা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ জনজাতি সমাজের কল্যাণই বিজেপির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদী। তিনি বলেন, এখন আমাদের আদিবাসী সমাজের ক্রীড়াবিদরা প্রতিটি বড় প্রতিযোগিতায় উজ্জ্বল হচ্ছেন। সম্প্রতি, ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে এবং আমাদের আদিবাসী সমাজের কন্যা সেই জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালিত হয় দেশজুড়ে। এদিন গুজরাটের নর্মদা জেলার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ৯,৭০০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন পরিকাঠামো ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ন্যায় জনজাতি মহা অভিযানের আওতায় ১ লক্ষ নবনির্মিত বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান এবং ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উকর্ষ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন শুরু করেছি। জনজাতীয় গৌরব সর্বদাই ভারতের চেতনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখনই দেশের আত্মসম্মানের প্রশ্ন আসে, তখনই আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি সর্বদা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এটিকে অত্যন্ত স্পষ্টতার সঙ্গে প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ, জাতীয় উন্নয়ন এবং আদিবাসী কল্যাণ সম্পর্কিত অসংখ্য প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট এবং পরিবহন সম্পর্কিত আরও অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। আমি আপনাদের সকলকে, বিশেষ করে গুজরাট এবং দেশের আদিবাসী পরিবারগুলিকে, এই উন্নয়নমূলক কাজ, পরিষেবা উদ্যোগ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য অভিনন্দন জানাই।

মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের অনুমতি লোকপালের

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ নদিয়ার করিমপুরে সম্প্রতি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও প্রাক্তন সাংসদ পিনাকি মিশ্রের বিয়ের রিসেপশন সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। তবে সেই রিসেপশনের কিছুদিনের মধ্যেই মহুয়াকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক ও আইনি অধ্যায় শুরু হল। লোকপাল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মহুয়া মৈত্র এবং অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করবে। তবে প্রসিকিউশন শুরু করার অনুমতি এখনও দেওয়া হয়নি। আদালত অভিযোগ গ্রহণ করলে তার পরেই প্রসিকিউশনের পরবর্তী ধাপ নির্ধারণ করা হবে। লোকপাল স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিযুক্ত রেপুটেড পাবলিক সার্ভেন্ট-এর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের আবেদনই এই মুহূর্তে বিবেচনার বিষয়।

রাহুল-খাড়গের উপস্থিতিতে দিল্লিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ বিহারে হল না পরিবর্তন। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র উপরই আস্থা রাখল বিহারবাসী। ধরাশায়ী আরজেডি-কংগ্রেস। এখানেই শেষ নয়, কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধীর জন্য এই হার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গিয়েছে, রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা যে ১১০ আসনকে ছুঁয়ে গিয়েছে সেখানে কোনও আসনে নির্বাচনের ফল তাঁর পার্টির পক্ষে নেই। এবার, বিহারে দলের খারাপ পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা করতে বৈঠক ডাকলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৈঠকে উপস্থিত রাহুল। জানা গিয়েছে, শুক্রবার নির্বাচনে ভরাডুবির পরে শনিবারই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নিজের বাসভবনে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডেকেছেন। পর্যালোচনা সভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল এবং সিনিয়র নেতা অজয় মাকেন উপস্থিত ছিলেন। বিহারের ফলাফল ঘোষণার পরেই, কংগ্রেস ' মাত্রায় ভোট চুরি'কে এই ফলের জন্য দায়ী করেছে। এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে রাহুল লেখেন, দল এবং ইন্ডিয়া ব্লক এই পরাজয়ের একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করবে এবং ' বাঁচাতে আরও কার্যকর প্রচেষ্টা করবে'। পাশাপাশি তিনি বিহারের ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। যদিও, এরপরেও ফলাফলে নিজের হতাশা লুকাননি তিনি। তাঁর দাবি, শুরু থেকেই এই নির্বাচনে ভোট চুরির কারণে পিছিয়ে ছিল বিরোধীরা। একই কথা শোনা যায় খাড়গের গলায়। তিনি বলেন, মানুষের রায় মাথা পেতে নেবে কংগ্রেস। তিনি আরও বলেন, মানুষের রায় মেনে নিলেও যারা সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে তার বিরুদ্ধে লড়াই চলাবে কংগ্রেস। কংগ্রেসের পরাজয়ের পর্যালোচনার কথা স্বীকার করে খাড়গে বলেন, 'আমরা নির্বাচনের ফলাফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করব এবং ফলাফলের কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করব। বিহারের সেইসব ভোটারদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যারা মহাগটবন্ধনকে সমর্থন করেছেন।' বিহার নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের জন্য লজ্জাজনক। কংগ্রেসকে প্রায়ই আইএনডিআইএ ব্লকে ' লিংক' হিসেবে দেখা হয়। এমনকী রাহুল গান্ধীর বিজেপির বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি'র অভিযোগও সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফায়দার পথে বিজেপি,আরজেডি-র হাতে নেই প্রয়োজনীয় ৪২ আসন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ঝড়। খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে বিরোধী জোট। খাতা খুলতে পারেনি জন সুরাজ। এই অবস্থায় বিজেপি এবং জেডিইউ জোটের জয়ে বড় লাভ হতে চলেছে সংসদে। জানা গিয়েছে, বিহারে এনডিএ-র এই জয়ের পরে আসন্ন রাজ্যসভার নির্বাচনে ১০ আসনেই সহজ জয় পেতে চলেছে শাসক জোট। এই ১০টি আসনের মধ্যে বর্তমানে আরজেডির দখলে রয়েছে ৩টি। এর অর্থ হল বিহার থেকে রাজ্যসভায় এনডিএ তাদের সামগ্রিক আসন সংখ্যা আরও তিনটি বাড়াতে পারবে। ২৪৫টি আসনের মধ্যে রাজ্যসভায় এনডিএ-র ১৩৩টি আসন রয়েছে। পাঁচটি আসনের মেয়াদ আগামী বছর শেষ হবে। আরও পাঁচটি আসনের মেয়াদ ২০২৮ সালে নির্বাচন হবে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের বর্তমান মেয়াদ ২০২৯ সালের মে মাসে শেষ হবে।

আরজেডি-র প্রেমচাঁদ গুপ্ত এবং এডি সিং, ডেপুটি চেয়ারম্যান জেডিইউ-র হরিবংশ এবং রামনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় লোক মোর্চার সাংসদ উপেন্দ্র কুশওয়াহার মেয়াদ আগামী বছর শেষ হবে। জানা গিয়েছে, পাঁচটি আসনের নির্বাচনে প্রতিটি আসনে জেতার জন্য দলগুলির অন্তত ৪২ জন বিধায়কের সমর্থন প্রযেজন হবে। ২০২টি আসন নিযে, এনডিএ প্রথম পছন্দের ভোটে সহজেই চারটি আসন পাবে। যেহেতু আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাগটবন্ধনের একটি আসন জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৪২টি ভোট নেই, তাই এনডিএ দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে পঞ্চম আসন জিততে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

২০২৮ সালে, আরজেডির ফায়াজ আহমেদ, বিজেপির সতীশচন্দ্র দুবে, মনন কুমার মিশ্র, শম্ভু শরণ প্যাটেল এবং জেডিইউ-র খিরু মাহাতোর মেয়াদ শেষ হবে।

'টার্গেট করেই হামলা মৌলবাদীদের', বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ইউনুসের দাবি ওড়ালেন হাসিনা

ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশের জমানা বদলে গিয়েছে। হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। নিকটতম প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধারাবাহিক ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, তাতে আঙুল উঠছে সেখানকার অন্তর্বর্তী সরকারের দিকেই। গত আগস্টে হাসিনা সরকারের পতনের পর আপাতত সেখানে নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে চলছে অন্তর্বর্তী সরকার। আর তাদের শাসনে মোটেই সুরক্ষিত নয় হিন্দু, খ্রিস্টানদের মতো সংখ্যালঘুরা। লাগাতার তাঁদের উপর হামলা চলছে। যদিও ইউনুসের দাবি, এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কোনও সাম্প্রদায়িক অশান্তি নয়, বরং রাজনৈতিক কারণ কিংবা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের শিকার হতে হচ্ছে হিন্দুদের। কিন্তু তাঁর এই দাবি একেবারে ফুকারে উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেন, মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সেখানে মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে এবং নির্দিষ্ট নিশানা করেই সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চলছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের জেরে গদিচ্যুত হওয়ার পর শেখ হাসিনা আপাতত ভারতের 'রাজনৈতিক আশ্রয়ে' রয়েছেন। গণহত্যার অপরাধে তাঁর বিচার শেষ হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে। আগামী সোমবার, ১৭ নভেম্বর রায় ঘোষণা হবে হাসিনা, তকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

খান-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হওয়ার সত্ত্বেও নিজেদের শক্তি প্রদর্শনে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে আওয়ামি লিগ। বৃহস্পতিতে লকডাউন, রবিতে শাটডাউনের ডাক দিয়েছে। এমনই টালমাটাল সময়ে এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাকার দিতে গিয়ে ফের ইউনুস একের পর একে তোপে বিঁধেছেন মুজিবকন্যা। হাসিনার স্পষ্ট কথা, আমার শাসনকালে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সর্বোচ্চ সুরক্ষা এবং তাঁদের বিশ্বাস অটুট রাখতে আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলাম। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আবহ ছিল, গণতন্ত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। কিন্তু এখন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সেখানে ভয়ে ভয়ে বাস কেন। তাঁদের মন্দিরে হামলা হচ্ছে, দোকানপাটে লুট চলছে, পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এখনকার অন্তর্বর্তী সরকার তাঁদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। আমি বলতে চাই, ইউনুস সরকার হিন্দুদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করছে। আগেও একই

৭ কোটি ৫৫ লক্ষ এনিউমারেশন ফর্ম বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ এস আই আর এর কাজের জন্যে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক লক্ষ ৫০ হাজার ৪০৪ জন বি এল এ নিয়োগ করা হয়েছে। এরমধ্যে সর্বভারতীয় তৃনমূল কংগ্রেসের ৫৪ হাজার ৩১০ জন, ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৮ হাজার ৬৫৩ জন, সিপি আই এম এর ৩৫ হাজার ৭৪৮ জন ছাড়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১০ হাজার ২৪০ জন বিএলএ রয়েছেন বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইদিকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ এনিউমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে।

লাগাতার জঙ্গি হামলায় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতিও ইসলামাবাদে ফিদায়েঁ হামলায় পুলিশের জালে চার টিটিপি সদস্য

ইসলামাবাদ, ১৫ নভেম্বর ঃ গত মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামাবাদে একটি আদালতের বাইরে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণ হয়। তাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১২ জনের। সেই হামলার দায় স্বীকার করেছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। ওই ঘটনায় এবার চার টিটিপি সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পাকিস্তানের পুলিশ। পাক সরকার একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, শুক্রবার ইনটেলিজেন্স ব্যুরো বিভাগ এবং পাক পুলিশের সন্ত্রাস দমন বিভাগের যৌথ অভিযানে ৫ টিটিপি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। ইসলামাবাদে হামলার ঘটনায় তারা জড়িত ছিল। মঙ্গলবার ইসলামাবাদের একটি আদালত চত্বরের পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আচমকা বিস্ফোরণ হয়। তারপরই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। বিস্ফোরণের জেরে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িও। জানা যাচ্ছে, ঘটনার সময় সেখানে বহু মানুষের ভিড় ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু আইনজীবীও। বিস্ফোরণের পরই সেখানে হুলস্থূল পড়ে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয় অন্তত ১২ জনের। আহতের সংখ্যা বহু। পরে এই হামলার দায় স্বীকার করে টিটিপি।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাথাব্যাথার অন্যতম বড় কারণ এই বিদ্রোহী টিটিপি গোষ্ঠী। খাইবার পাখতুনখোয়া, বালুচিস্তান-সহ পাক-আফগান সীমান্ত এই জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখান থেকে প্রায়শই পাক সেনাবাহিনীর উপর চলে মারণ হামলা। এদিকে, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি। সেখানেও চিনা আধিকারিকদের উপর বহুবার হামলা চালিয়েছে এই জঙ্গিরা। ওই অঞ্চলে লাগাতার জঙ্গি হামলায় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতিও। প্রসঙ্গত,পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে পাশ হল সংবিধান সংশোধনী বিল। ফিল্ড মার্শাল থেকে একেবারে সেনা সর্বাধিনায়ক হলেন অসিম মুনির। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করতেও নতুন একটি বিল পাশ করানো হয়েছে বলে খবর। এবার কি তাহলে ফের সেনাশাসনে চলে যাবে পাকিস্তান? এই প্রশ্নটিই এখন উঠতে শুরু করেছে। এখানে বলে রাখা ভালো, পাকিস্তানে সেনার শাসন নতুন নয়। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফ। বুধবার পাক পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন সংক্রান্ত বিল পাশ করে শাহবাজ সরকার। এর ফলে সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল থেকে মুনির হলেন সেনা সর্বাধিনায়ক বা চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস। এর আগে এরকম কোনও পদ পাক সেনাবাহিনীতে ছিল না। সংবিধান সংশোধনের করে নতুন এই পদ সৃষ্টি করা হল। এর পাশাপাশি নতুন বিলে মুনিরের জন্য বিশেষ আইনি রক্ষাকবচও দেওয়া হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করতেও নতুন একটি বিল পাশ করিয়েছে পাক সরকার। এই বিলে সংবিধান সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার ভার সুপ্রিম কোর্টের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নতুন গঠিত সাংবিধানিক আদালতে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।

বিরসা মুন্ডার সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ মুন্ডা আদিবাসী ও সমাজ সংস্কারক বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে দেশজুড়েই। সেইসঙ্গে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে, - ''জয় জোহার''মুন্ডা বিদ্রোহের বীর নেতা, ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার সার্ধশতবর্ষ পূর্তিতে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।রাজ্য জুড়ে এই বিশেষ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে।তাঁর জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হযেছে।আদিবাসী সমাজের এই প্রাণ পুরুষের নাম যুক্ত আছে জঙ্গলমহলে আমাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁকে সম্মান জানাতে উত্তরবঙ্গে তাঁর নামাঙ্কিত একটি কলেজও আমরা করেছি। উল্লেখ্য, বিরসা মুন্ডা ছিলেন এক সমাজ সংস্কারক ও মুন্ডা আদিবাসী। তকালীন ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও অবিচারের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। রাঁচি অঞ্চলের উলিহাতু গ্রামের বাসিন্দা এতদসত্ত্বেও ভারত জু।ই তিনি আদিবাসী মুন্ডাদের সংগঠিত করে মুন্ডা বিদ্রোহের সূচনা করেন। সেই কারণেই বিদ্রোহীদের কাছে তিনি বিরসা ভগবান - নামেই পরিচিত

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

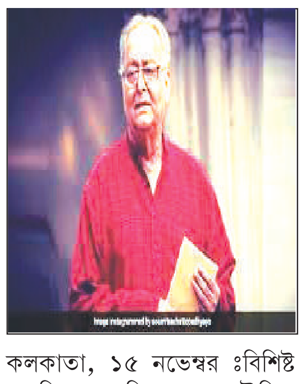

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃবিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যাযের প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় লিখেছেন যে, - প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা, কবি, নাট্যকার ও আবৃত্তিশিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। এটা আমাদের গর্ব, আমরা তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ' - এ ভূষিত করতে পেরেছিলাম। উল্লেখ্য, ভারতীয় ও বাঙালি চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে কিংবদন্তী তিনি, তবে আবৃত্তিশিল্পী হিসেবেও তার নাম অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজি রায়ের ৩৪ টি সিনেমার মধ্যে ১৪ টিতেই অভিনয় করেছেন তিনি। ১৯৫৯ সালে প্রথম সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত 'অপুর সংসার'- ছবিতে অভিনয় করেন। পরবর্তীতে মৃণাল সেন, তপন সিং, অজয় করের মতো পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

মুজাফফরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু

পাটনা, ১৫ নভেম্বর ঃ বিহারের মুজাফফরপুরে শুক্রবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত। ঘটনায় আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁদের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মধ্যরাতে হঠা ধোঁয়া ও আগুনের শিখায় ভরে ওঠে গোটা ঘর। মুহূর্তের মধ্যে আগুন বাড়ির অধিকাংশ অংশ গ্রাস করে নেয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ও পুলিশ ছুটে আসে, তবে ততক্ষণে বাড়িটি প্রায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ দমনে শূন্য সহনশীলতার বার্তা, বিহার নির্বাচনে ' বিকাসবাদ,জয়-দ্বিমুখী বার্তা গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের

যোধপুর,১৫নভেম্বরঃযোধপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ ও নির্বাচন-দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান তাপমাত্রাকে একসঙ্গে বিশ্লেষণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তাঁর কথার সুর ছিল স্পষ্ট, দৃঢ় এবং সতর্কতামূলক। একদিকে শ্রীনগরের থানায় সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ, অন্যদিকে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক বার্তা-সব কিছুকেই তিনি এক সুতোয় গেঁথে দিলেন। তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান ও গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা।শেখাওয়াতের মতে, শ্রীনগরের বিস্ফোরণ যতই দুর্ভাগ্যজনক হোক, ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দৃঢ়তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে সময়মতো পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। তিনি জানালেন, দিল্লি বিস্ফোরণের আগেই নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সতর্ক হয়ে উঠেছিল। বিস্ফোরক উদ্ধারের পর থেকেই গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির নড়েচড়ে বসা ছিল পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকে নস্যা করার উদ্দেশ্যে। তাঁর দাবি, সরকার এবং নিরাপত্তা বাহিনী মিলেই এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতেই ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার সম্ভব হয়েছিল, যা না হলে দেশের ওপর আসতে পারত ধ্বংসের ঘনঘটা।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু এর পেছনে যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল, তা সফল হওয়ার আগেই রুখে দেওয়া গেছে। ভারত সরকার সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। দেশের

ভেতরে হোক বা বাইরে, যে-ই এই ধরনের মানসিকতা ছড়াতে চেষ্টা করবে, তাকে ধ্বংস করেই দেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, সন্ত্রাসবাদকে কোনও কারণেই প্রশ্রয় দেয় না ভারত, বরং আগাম প্রস্তুতি নিয়ে তা দমন করার ক্ষমতা দিনের পর দিন আরও সুদৃ। করছে সরকার।অন্যদিকে, বিহারের বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও মুখ খুললেন শেখাওয়াত। তাঁর মতে, এই নির্বাচনে মূলত লড়াই হয়েছিল জঙ্গলরাজ বনাম বিকাসবাদ-এর। বিহারের জনগণ তাদের দায়িত্ববোধ এবং দূরদর্শিতা প্রমাণ করেছে এনডিএ-কে বিপুল ভোটে জয় এনে দিয়ে। তিনি বলেন, বিজেপি এবং এনডিএ-র সমস্ত শরিক ঐক্য প্রদর্শন করেছে। জনগণের সামনে ছিল স্পষ্ট পছন্দ-অতীতের অরাজকতার রাজনীতি নাকি উন্নয়নের পথ। বিহারের মানুষ বিকাসবাদকেই বেছে নিয়েছে।শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক বয়ানের যুদ্ধ নিয়েও তিনি সরব হন। তাঁর দাবি, মিথ্যের ওপর ভর করে ভোট আদায়ের চেষ্টা, ' চুরি'র অভিযোগ কিংবা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়েই বিভ্রান্তির রাজনীতি-এসবকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। বিহারের ফলাফল দেশের সামনে এক স্পষ্ট বার্তা এনে দিয়েছে-ভারতের রাজনীতিতে জায়গা পাবে উন্নয়নমুখী বাস্তববাদী রাজনীতি, মিথ্যার ভিত্তিতে তৈরি বর্ণনার দিন শেষ।শেখাওয়াত বলেন, বিহার নির্বাচন দেখিয়ে দিল এই দেশে মিথ্যার রাজনীতির স্থান নেই। উন্নয়ন হবে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু, এবং মানুষ তা-ই চায়। জনগণ বুঝিয়ে দিয়েছে যে যারা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রাজনৈতিক রুটি সেকতে চায়, তাদের জায়গা ভারতীয় গণতন্ত্রে সঙ্কুচিত হচ্ছে। তাঁর কথায়, নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক সমীকরণ বদলায় না, বদলায় দেশের ভাবনার দিকও। আর সেই দিকনির্দেশনাতেই আজ উন্নয়নই হল একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ।শ্রীনগর থেকে বিহার-দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনাকে একসঙ্গে রেখে শেখাওয়াতের বক্তব্য আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে। সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক বয়ানের রূপান্তর-প্রত্যেক জায়গাতেই ' সহনশীলতা' এবং ' ঐক্য'-র বার্তা দিতে চাইছে সরকার। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান যেমন প্রশাসনিক শক্তির প্রতিফলন, তেমনই বিহার নির্বাচনে ' জয় জনমতের নতুন দিশার নির্দেশক।দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতির এই দ্বৈত বার্তা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও এর অন্তর্গত সুর একটাই-আধুনিক ও শক্তিশালী ভারতের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ। শেখাওয়াতের বক্তব্য তাই শুধু একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়, বরং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বার্তার সম্মিলিত রূপ। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রতি সরকারের অবস্থান যেমন কঠোর, তেমনই উন্নয়ন ও স্বচ্ছ রাজনীতির প্রতি জনগণের প্রত্যাশাও আজ আরও বেশি জোরালো।ফলে বলা যায়, সন্ত্রাসবাদ দমনের পাশাপাশি গণতন্ত্রে উন্নয়নমুখী রাজনীতির জয়-এই দুই পথেই এগোচ্ছে ভারত। আর সেই পথকে আরও দৃঢ় করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও জনগণের অবস্থান একই সুরে মিলেমিশে উঠছে বলে মনেহয়।

৮ তম বর্ষের বিশ্ব রসগোল্লা দিবস পালন জয়নগরে

জয়নগরঃবাঙালির কাছে বেড়ানো ও খাওয়ার আলাদা গুরুত্ব।আর মিষ্টির মধ্যে রসগোল্লা বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় খাবার। রসে ভেসে থাকা তুলতুলে নরম ছানার গোল্লা দিয়ে শতকের পর শতক ধরে বিশ্বের মন জয় করে চলেছে বাঙালি। রসগোল্লার সঙ্গে মিশে গিয়েছে বাঙালির ঐতিহ্য। সেই মিষ্টি দীর্ঘ আইনি ল।ই শেষে ২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর জিআই স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল। প্রতি বছর শিশু দিবসের পাশাপাশি এই দিনটি বাঙালির কাছে বিশ্ব রসগোল্লা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। অভিনব স্বাদের হরেক রসগোল্লা দিয়ে শুক্রবার এই দিনটি উদযাপনে মেতেছে জেলা থেকে শহর ও শহরতলির মিষ্টির ভিয়েন ঘরগুলি।কোথাও রাস্তায়রসগোল্লা দিয়ে বিনামূল্যে মিষ্টিমুখের আয়োজন। ১৪ই নভেম্বরে বিভিন্ন রকমের রসগোল্লা দিয়ে দিনটি উদযাপনের করছে জয়নগর, বহরু, দক্ষিণ বারাসাতের বিভিন্ন মিষ্টি দোকানগুলি। তালিকায় আছে সাদা রসগোল্লার সঙ্গে পেস্তা, কমলা, ব্ল্যাক কারেন্ট, স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, কেশর, গন্ধরাজ, বাটারস্কচ, আনারস, আম, চকোলেট, গুড় আর ও নানা রকমের। সারা বছর রসগোল্লা পাওয়া গেলেও, এই দিনে

ক্রেতাদের উৎসাহ থাকে চোখে পড়ার মতো। রসগোল্লা দিয়ে এক উৎসবের আয়োজন। একদিন ধনতেরাস বা ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মতোও এই দিনটি নিয়েও একদিন মাতবে মানুষ।রসগোল্লায় কাঁচালঙ্কা, পুদিনার স্বাদগন্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রেতারা দারুণ উৎসাহিত। জয়নগরের মিষ্টি বিক্রেতা রাজেশ দাস বলেন,বিশ্ব রসগোল্লা দিবস এবছর ৮ তম বর্ষ।ভিন্ন ধরনের রসগোল্লার স্বাদ তুলে দিয়ে আমরা এই দিনটি পালন করছি।জয়নগরের আরেক মিষ্টি ব্যবসায়ী তিলক কয়াল বলেন,রসগোল্লা সারা বছর ক্রেতারা কিনে নিয়ে যায়।তবে এই দিনটিতে আর ও নতুন ধরনের রসগোল্লা তুলে ধরা হয়।বহড়ুর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী গনেশ দাস ৮ ম বর্ষের রসগোল্লা দিবসে ১৪ রকমের রসগোল্লা তুলে ধরেছে ক্রেতাদের জন্য।আর রসগোল্লা প্রেমী মানুষ জন শীতের প্রথম আমেজে চুটিয়ে রসগোল্লা খেয়ে ও খাইয়ে দিনটি উদযাপন করলো।

একাধিক দাবি নিয়ে বি এল ও দের ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন জয়নগরে

জয়নগরঃসারা রাজ্য জুড়ে এস আই আরের কাজ চলছে।আর এই কাজে কয়েক হাজার বি এল ও যুক্ত।তারা কাজ করছে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে। কিন্তু তাদের কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধার সামনে পড়তে হচ্ছে। আর সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য শুক্রবার জয়নগর এক নং বিডিও অফিস বহড়ুতে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন জমা দিল এই ব্লকের বি এল ওরা।তাদের দাবী গুলো হল- প্রত্যেক পার্টে একজন করে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ,আমাদের কাজের জন্য আপাতত অন্তত আংশিক সাম্মানিক প্রদান করতে হবে।প্রত্যেক পার্টে একজন সহযোগী বি এল ও নিয়োগ করতে হবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন ডিউটি সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি কাজের অতিরিক্ত চাপের জন্য অতিরিক্ত সময় দিতে হবে।উল্লেখ্য,জয়নগর এক নং ব্লকে ২৫০ জন বি এল ও হিসাবে কাজ করছে।এদিন তারাজয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাসের কাছে তাদের দাবী গুলো তুলে ধরলেন। এব্যাপারে জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস বলেন, ওনারা খুব ভালো কাজ করছেন।ওনাদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তার সমাধানের ব্যাপারে ওনারা আমার কাছে লিখিত আকারে জানিয়েছেন। আমি ওনাদের দাবি গুলো গ্রহন করেছি এবং তা উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান হয় সেটা দেখবো।

লোহার রডের মার, বাগনানে আহত যুবকের মৃত্যু, অভিযুক্ত ৪

হাওড়া, ১৫ নভেম্বর, ঃবকেয়া টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে এক যুবককে মারধর এবং মাথায় রড দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ উঠেছে বাগনান এলাকায়। অভিযুক্ত হয়েছেন চারজন। খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার।চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, একটি মোটরসাইকেল সারানোর দোকানের কাজের টাকা বাকি রেখে শেখ আব্দুর রহমান নামে ওই যুবক অন্য একটি দোকানে ফের বাইক সারাতে দেন। সেটা দেখতে পান আগের দোনাকের মালিক। এর পরেই ওই দোকানদার-সহ কয়েকজন ওই যুবককে ঘিরে ধরে মারধর করে। বচসার সময় হঠাই লোহার বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।আহত যুবককে কলকাতার এসএসকেএম

বিহারের জনাদেশে জঙ্গলরাজ-দুর্নীতির প্রত্যাখ্যান, উন্নয়নের জয়গান-নাড্ডার কণ্ঠে এনডিএ-র বিজয়বার্তা

নয়াদিল্লি,১৫নভেম্বরঃবিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক মহলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জনগণের মনোভাব। নয়াদিল্লিতে বসে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সেই মনোভাবকেই আরও জোরালো করে তুললেন। ভোট গণনা চলাকালীনই তিনি এনডিএ-র বিপুল জয়ের জন্য বিহারের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে জানিয়ে দিলেন-বিহারের মানুষ বিরোধী জোটের তথাকথিত জঙ্গলরাজ এবং দুর্নীতিকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ফুটে উঠল জনমতের প্রবাহ, যা এই নির্বাচনে নতুন রাজনৈতিক বার্তা রেখে গেল।নাড্ডা এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ লেখেন, এনডিএ-র যে ঐতিহাসিক সমর্থন দেখা যাচ্ছে, তা নিছক রাজনৈতিক নয়, বরং উন্নয়ন এবং জনসেবার প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রতিফলন। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নির্দেশনা এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিহারের সাধারণ মানুষের জীবনে যে স্থিতিশীলতা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দিয়েছে, তারই স্বীকৃতি মিলেছে এই নির্বাচনে। নাড্ডার বক্তব্যে উঠে এসেছে সেই রাজনৈতিক আস্থা, যা

বছরের পর বছর ধরে পরিবর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেও জনগণকে উন্নয়নমুখী পথের প্রতি আগ্রহী করেছে।এনডিএ-র এই জয়কে তিনি এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিক্ষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই বিজয় শুধু সংখ্যা নয়, বরং জনমতের এক নিরঙ্কুশ অভিমত। নাড্ডার মতে, বিহারের মানুষ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন- অরাজকতা, দুর্নীতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং অব্যবস্থাপনার অতীতকে তারা আর ফিরে দেখতে চান না। বিরোধী মহাজোটের শাসনকালকে ' বলে যে পরিচিতি গড়ে উঠেছিল, তা জনগণ আবারও প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের সিদ্ধান্তই স্পষ্ট করে দিয়েছে- ভারতের রাজনীতিতে উন্নয়ন, সুশাসন এবং স্বচ্ছতা আজ সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য এজেন্ডা।নাড্ডা লিখেছেন, এনডিএ-র প্রতি বিপুল সমর্থন একটাই প্রমাণ করে- বিহারবাসী সুশাসন, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের পথকে বেছে নিয়েছে। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক বাস্তবতার এক নিখুঁত প্রতিফলন পাওয়া যায়। বিহারের জনগণ এই নির্বাচনে দেখিয়ে দিয়েছেন যে রাজনৈতিক জবাবদিহি আজ আর এ।িয়ে যাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী জোটের প্রচার, অভিযোগ এবং সাজানো রাজনৈতিক বয়ান শেষ পর্যন্ত মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং তারা বাস্তব উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা-এই সমস্ত ক্ষেত্রের কাজের ফলকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।এই নির্বাচনের ফলাফল শুধু বিহারের রাজনীতির ভবিষ্য নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে চলেছে। নাড্ডার বক্তব্য অনুযায়ী, বিহারের মানুষ নিশ্চিত করেছেন যে তারা ভবিষ্যতের পথচলায় উন্নয়নকেই সঙ্গী করতে চান। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে যে বিশাল জনাদেশ তাঁরা দিয়েছেন, তা এনডিএ-র প্রতি জনগণের বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করেছে।তাঁর বার্তা কেবল বিজয়ের উচ্ছ্বাস নয়, বরং ভবিষ্যতের দায়িত্ববোধও তুলে ধরে। বিহারের মতো জনবহুল ও জটিল সামাজিক কাঠামোর রাজ্যে ভোটারদের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এক স্পষ্ট নির্দেশ- উন্নয়নই হবে আগামী দিনের রাজনীতির প্রধান পরিচয়। উন্নয়নকে ঘিরেই জনগণ আশা-আকাঙ্ক্ষা সাজাবে, এবং সেই প্রত্যাশার জবাব দিতে পারলে তবেই মিলবে স্থায়ী সমর্থন।অতএব, নাড্ডার মন্তব্যে প্রতিফলিত হল সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা-স্বচ্ছতা, সুশাসন ও উন্নয়নের পক্ষে দাঁড়িয়েছে বিহারের মানুষ। বিরোধী জোটের অতীত শাসনের অরাজকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমতের সই দিয়ে বিহার আবারও জানিয়ে দিল যে তাদের অগ্রাধিকার এজেন্ডা বদলে গিয়েছে। উন্নয়নের দিশাই আজ জনগণের কাছে সবচেয়ে ব। রাজনৈতিক মানদণ্ড।এই নির্বাচনী ফলাফল তাই কেবল এক রাজনৈতিক জোটের জয় নয়, বরং গণতান্ত্রিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার এক নতুন অঙ্গীকার।

বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী, দেশজুড়ে পালিত জনজাতীয় গৌরব দিবস

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ জনজাতি সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার, ১৫ নভেম্বর দিনটি দেশজুড়ে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জনজাতি আন্দোলন এবং বিদ্রোহকে স্মরণ করতে এবং তাঁদের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে তুলে ধরতে ১১-টি জাদুঘর স্থাপন করছে। জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক 'আদি সংস্কৃতি' এবং 'আদি বাণী'-র মতো অন্যান্য ডিজিটাল উদ্যোগের মাধ্যমে আদিবাসী শিল্পকলা, ভাষা এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১৫০-তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০-তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। জনজাতি গৌরব দিবসে সমগ্র দেশ আমাদের মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায় তাঁর অতুলনীয় অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বিদেশী শাসনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।উপনিবেশ-বিরোধী এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুণ্ডার (যিনি ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) জন্মবার্ষিকী স্মরণ করার জন্য ভারতে প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর দিনটি জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে পালিত হয়। দেশজু।ে এই বছরব্যাপী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে, ১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বরের এই এক পক্ষকাল বিশেষভাবে পালিত হচ্ছে। বিরসা মুণ্ডা এবং ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে অন্যান্য ভারতীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের নেতাদের ত্যাগ ও সংগ্রামকে স্মরণ করা হচ্ছে।

শিশু দিবসে শিশুদের সঙ্গে আলাপচারিতা রাষ্ট্রপতির, ভালো মানুষ হওয়ার উপদেশ দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ শিশু দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শিশুদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রাষ্ট্রপতি শিশুদের সঙ্গে তাঁদের শখ, আগ্রহ এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আলাপচারিতা করেন।এদিন রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। এই আলাপচারিতা শিশুদের জন্য একটি আনন্দদায়ক এবং অনুপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতা হয়, যেখানে তারা রাষ্ট্রপতিকে তাদের স্বপ্ন সম্পর্কে জানায় এবং রাষ্ট্রপতি তাদের ভালো মানুষ হওয়ার উপদেশ দেন। এই বিশেষ উপলক্ষে, রাষ্ট্রপতি শিশুদের দেশের ভবিষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের আত্মবিশ্বাসী, সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।রাষ্ট্রপতি মুর্মু শিশুদের সঙ্গে কিছু আনন্দের মুহূর্তও ভাগ করে নিয়েছেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন বেশ কয়েকজন শিশু বন্দে মাতরম পরিবেশন করে এবং কবিতা আবৃত্তি করে, যা একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করে।

বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম, পরিস্থিতি সামাল দিতে শুল্ক প্রত্যাহার ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৫ নভেম্বর ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কারণে আমেরিকায় ক্রমাগত বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম। ফলে দেশে সাধারণ মানুষের মনে বাড়ছে অসন্তোষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কয়েকটি খাদ্যপণ্যের উপরে শুল্ক প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন ট্রাম্প।বিভিন্ন পণ্যের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ায় আমেরিকায় দাম বেড়ে গিয়েছে খাদ্য পণ্যের। দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় বইছে। বিপাকে পড়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নেমে প।ছেন ট্রাম্প। শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গোরুর মাংস, কফি এবং আম-কলার মত বিশেষ কিছু ফল-সহ বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি, ট্রাম্পের নতুন নির্দেশে, চা, ফলের রস, কোকো, মশলা, কলা, কমলালেবু, টমেটো এবং কিছু সারের উপর থেকে শুল্ক কমানো হয়েছে। এর মধ্যে বহু পণ্য আমেরিকায় উৎপাদন হয় না। এগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় বলে খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত আগরতলায়, সচেতনতামূলক র‍্যালি

আগরতলা, নভেম্বর ১৫ ঃ দেশের অন্য রাজ্যের মত ত্রিপুরায় সরকারর মধ্য দিয়ে পালিত বিশ্ব ডায়াবেটিস হল। ডায়াবিসিস সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি করতে প্রতি বছর নভেম্বর বিশ্ব এই দিনটি উদযাপন করা হয়। নিঃশব্দ ব্যর্থতা বলে পরিচিত এই রোগের ফলে দৃষ্টি শক্তি, কিডনিকল হৃদরোগসহ প্রভাব দেখা দিতে পারে। তাই সময়মতো রোগের চিকিসা ও চিকিৎসার গুরুত্ব ধরতে হবে এদিন বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।এই বছর দিবসটি- ডায়াবেটিস এবং ভাল থাকুন, যেখানে শারীরিক, সামাজিক ও সামাজিক সামাজিক সামাজিক তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।রাজ্যে মূল অনষ্ঠানটি হয় আগররতলা নজরুল কলাক্ষেত্রে ডায়াবিস ওয়েলফেয়ার সোসাই উদ্যোগে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র পুলিশ রেড্ডি নাল্লু। এবং উপস্থিত ছিলেন ডায়াবেটিস ওফেয়ার সোসাইটির ওয়েল ডাঃ স্বপন সরকার, প্রবীণ সাংবাদিক সুবল কুমার দেব সহ অন্যান্য বিশেষেরা।আলোচনা সাভার পর শহর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক চিন্তামূলক র‍্যালি বের হয়। সাদা পতাকা পড়ে র‍্যালিটার নেভিগেশন সুচনা করেন রাজ্যপাল।

১৮ দিনের শিশুর রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য যোধপুরে

যোধপুর, ১৫ নভেম্বর ঃরাজস্থানের যোধপুর জেলার রাতানাডা এলাকার নেহরু কলোনিতে শনিবার ভোরে ১৮ দিনের এক শিশুর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর সময় শিশুটি তখন ছিল তার মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে। শিশুটির বাবা পুনমরাম সানসির থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।তিনি অভিযোগে জানান , তাঁর দুই শ্যালিকা শিশুটিকে খুন করেছে বলে সন্দেহ। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে শিশুটিকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই প্রথম পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল নেহরু কলোনিতে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। এফএসএল দলও এসে নমুনা সংগ্রহ করেছে। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত ঘটনাস্থল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি।স্থানীয়দের দাবি, পরিবারে নিত্যদিন অশান্তি চলত। প্রাথমিক সন্দেহ, শিশুটির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের মানসিক চাপ কমাতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা এবং শান্ত সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, কারণ আপনি আরও সংবেদনশীল হবেন। শুভ দিন হবে

বৃষঃ হৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে সব দিক দেখে নিন। বিবাহের যোগ

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের খেলাধুলো এবং যোগাযোগ দক্ষতা দেখে মানুষ মুগ্ধ হবেন। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। শুভ রং লাল।

কর্কট রাশি ঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীযরা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক জমায়েত প্রত্যেককে এক ভালো মেজাজে রাখবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবে, যা সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে।

কন্যা ঃ আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা।

তুলাঃঅন্যদের প্রতি আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা আপনাকে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে খোলামেলা কথোপকথনের পথ প্রশস্ত করবে।

বৃশ্চিকঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং উসাহ আপনার চারপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে। শুভ রং লাল

মকরঃ বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। কাজের যোগ।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে নতুন শক্তি এবং উৎসাহ আসবে।।

মীনঃ আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না। এটি এড়ানো নিশ্চিত করুন অন্যথায় আপনাকে পরে অনুতাপ করতে হতে

আবহাওয়া

কনকনে শীতের আমেজ এখনও উধাও দক্ষিণবঙ্গে, তবুও ঠান্ডা আমেজে ফুরফুরে বঙ্গবাসী। খুব ভোরে ও রাতের শীত বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে। সকালের দিকে বিভিন্ন জেলা ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশার আস্তরণে, শিশির জমছে ঘাসে। শনিবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে, এদিন কল্লোলিনী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.২ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমী শীতল হাওয়ায় শীতের আমেজ বজায় থাকবে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, রবিবার থেকে বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিনটি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা রয়েছে তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি আসতে পারে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে পূবালী বাতাস ঢুকবে জলীয়বাষ্প ও গরম হওয়া নিয়ে। এর সংমিশ্রণে কোথাও কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনাও বাড়বে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে। আগামী ৬-৭ দিন শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

ব্লু লাইনে দেড় ঘণ্টার ভোগান্তি-অসন্তোষ চরমে

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ শনিবার সকালেই ফের বিপাকে পড়লেন ব্লু লাইনের যাত্রীরা। সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া সিগন্যালিং সমস্যার জেরে দক্ষিণেশ্বর-বরানগর অংশে মেট্রো পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট ধরে যাত্রীদের দুর্ভোগ চলতে থাকে। অবশেষে সকাল ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। তবে ততক্ষণে দেরি, ভিড়, অনিশ্চয়তা-সব মিলিয়ে নাজেহাল অফিস যাত্রীরা। মেট্রো সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বরে সিগন্যালিং বিপত্তি ধরা পড়ে। সিগন্যালের সমস্যা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগর পর্যন্ত আপ এবং ডাউন উভয় দিকের ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। বরানগর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক থাকায় যাত্রীরা সেই অংশে উঠতে পারলেও দক্ষিণেশ্বর-বরানগর রুটের যাত্রীরা পড়েন সবচেয়ে বড় সংকটে। অনেককেই বাধ্য হয়ে বিকল্প বাস বা অ্যাপ ক্যাবের সাহায্যে অফিস বা গন্তব্যে পৌঁছতে হয়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানান, সমস্যা দ্রুত ঠিক করার চেষ্টা চলছে এবং খুব শীঘ্রই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে-এই আশ্বাসই দেওয়া হয় যাত্রীদের। তবে প্রতিদিনকার সমস্যায় অতিষ্ঠ যাত্রীরা এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারেননি। বরং ব্লু লাইন নিয়ে তাঁদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে। উল্লেখ্য, কবি সুভাষ স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলছে মেট্রো পরিষেবা। এরই মধ্যে আগেই জানানো হয়েছিল যে ২৭২টি ট্রেনের মধ্যে ৩২টি মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনেই যাত্রা শেষ করবে এবং কবি সুভাষ পর্যন্ত যাবে না। নতুন তিনটি রুট উদ্বোধনের পর থেকেই যাত্রীরা দাবি করছেন, ব্লু লাইন যেন উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে। পুজোর সময় যদিও পরিষেবা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, তবে তার পর থেকেই ফের দেরিতে মেট্রো পৌঁছনো, দরজা ঠিকমতো বন্ধ না হওয়া, একাধিক স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা-এই সমস্যাগুলি নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই বলছেন, এখন যেন ভোগান্তির আরেক নাম ব্লু লাইন। যাত্রীরা সোশ্যাল মিডিয়াতেও ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। প্রতিদিনের দেরি এবং অনিশ্চয়তা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে বলে অভিযোগ। অফিসে দেরি পৌঁছনো তো বটেই, অনেকের মতে প্রতিদিনের এই চাপ মানসিক ক্লান্তিও বাড়াচ্ছে। যদিও যাত্রীদের ক্ষোভ তুঙ্গে, মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। পরিষেবা কখন নিয়মিত ও স্থিতিশীল হবে, সেই উত্তরও এখনো অধরা। সব মিলিয়ে, ব্লু লাইনে যাতায়াত যেন প্রতিদিনই যাত্রীদের কাছে অনিশ্চয়তা ও পরীক্ষার সমান হয়ে দাঁ।য়িছে।

আগাম জামিনের অধিকার, ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাই কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে

অনিকেত নস্কর, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ কলকাতা হাই কোর্টে গঠিত বৃহত্তর বেঞ্চ শুক্রবার এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করল, যা নাবালকদের নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। এতদিন কোনও নাবালক বা নাবালিকা অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে পারত না। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডেই ঠিক হত তাদের গ্রেপ্তারের পর জামিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এই প্রথমবার আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, প্রাপ্তবয়স্কদের মতোই নাবালকরাও আগাম জামিন বা রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে। এই রায়কে আইনজীবীদের একাংশ ও যুগান্তকারী বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। এক নাবালকের পরিবারের পক্ষ থেকে রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়ে একটি মামলা করা হয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতেই উঠে আসে নাবালকদের নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন। আবেদনকারীদের দাবি ছিল, কোনও নাবালককে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করার আগে তার নিরাপত্তা এবং পরিবার-পরিজনের কাছে থাকার অধিকার খর্ব করা উচিত নয়। একটি শিশুর অধিকার তার বাবা-মার সান্নিধ্যে বড় হয়ে ওঠা। শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া সংবিধানসিদ্ধ নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করার শামিল। এই যুক্তিই আদালতের সামনে নতুন ব্যাখ্যার সূত্রপাত করে। এর আগে হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ নাবালকদের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। সেই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা গড়ায় ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু সেখানে দুই বিচারপতির মতভেদে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। একজন বিচারপতি আগাম জামিনের পক্ষে মত দিলেও অন্য বিচারপতি তার বিপক্ষে অবস্থান নেন। ফলে বিষয়টি নিষ্পত্তির স্বার্থে তৈরি হয় তিন বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ-বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত, বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ককে নিয়ে। ২০২১ সাল থেকে টানা চার বছর ধরে এই মামলার বারংবার শুনানি হয়। নানা বিধান, শিশু আইন, আন্তর্জাতিক নীতিনির্দেশিকা, নাগরিক অধিকার আইন-সব দিক পর্যালোচনা করার পর শুক্রবার অবশেষে বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে। এদিন রায় ঘোষণার সময় বিচারপতি সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি ঘোষ স্পষ্ট মত দেন যে নাবালক অভিযুক্তদের আগাম জামিন প্রাপ্তির অধিকার থাকা উচিত। তাদের যুক্তি, যদি প্রাপ্তবয়স্করা অপরাধের অভিযোগের পর আগাম জামিন চাইতে পারে, তাহলে আইনের চোখে সমান নাগরিক অধিকার পাওয়া নাবালক-নাবালিকাদের কাছে কেন সেই সুযোগ থাকবে না? অপরদিকে বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, নাবালকদের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থাই প্রধান হওয়া উচিত, তাই আগাম জামিন তাদের জন্য বিপজ্জনক নজির তৈরি করতে পারে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির মতের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত রায় বহাল থাকে। রায় অনুযায়ী, এখন থেকে কোনও নাবালক বা নাবালিকা অভিযুক্ত হলে তারা সরাসরি আদালতে গিয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে পারবে। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে আর সেই আবেদনের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। ফলে অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়ার আতঙ্ক কাটবে, একই সঙ্গে পরিবার ও অভিভাবকদের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকার অধিকার বজায় থাকবে। শিশু সুরক্ষা ও নাগরিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই রায়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনজীবী মহলের বড় অংশ। কেন্দ্র এবং রাজ্যের আইনজীবীরাও আদালতে জানিয়েছিলেন, নাবালকদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার স্বার্থেই আগাম জামিনের সুযোগ রাখার পক্ষে তাঁরা। তাঁদের মতে, প্রতিটি শিশুরই স্বাভাবিক পরিবেশে ব। হওয়ার অধিকার আছে। কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে সেই পরিবেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশের পরিপন্থী। নতুন রায় সেই অধিকারকেই আরও দৃঢ় করে দিল। এই রায় শুধু নাবালকদের অধিকারের পরিসর বাড়াল না, বরং ভারতের শিশু আইনকে আরও আধুনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করল। দীর্ঘ চার বছরের বিচার প্রক্রিয়ার শেষে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ নজির গড়ল। ভবিষ্যতে নাবালকদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ কীভাবে পুলিশ ও প্রশাসন মোকাবিলা করবে, তা নিয়েও এই রায়ের প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, নাবালক অপরাধীদের ক্ষেত্রেও বিচারব্যবস্থা মানবিকতার সঙ্গে ব্যালেন্স রেখে এগোতে চায়। নাবালকদেরও মিলল আগাম জামিনের অধিকার, ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাই কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে রায় অনুযায়ী, এখন থেকে কোনও নাবালক বা নাবালিকা অভিযুক্ত হলে তারা সরাসরি আদালতে গিয়ে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে পারবে। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে আর সেই আবেদনের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। ফলে অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়ার আতঙ্ক কাটবে, একই সঙ্গে পরিবার ও অভিভাবকদের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকার অধিকার বজায় থাকবে। শিশু সুরক্ষা ও নাগরিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই রায়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনজীবী মহলের বড় অংশ। কেন্দ্র এবং রাজ্যের আইনজীবীরাও আদালতে জানিয়েছিলেন, নাবালকদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার স্বার্থেই আগাম জামিনের সুযোগ রাখার পক্ষে তাঁরা। তাঁদের মতে, প্রতিটি শিশুরই স্বাভাবিক পরিবেশে ব। হওয়ার অধিকার আছে। কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে সেই পরিবেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশের পরিপন্থী। নতুন রায় সেই অধিকারকেই আরও দৃঢ় করে দিল।

এসআইআর ফর্মের নামে ওটিপি প্রতারণা, আট তরুণ-তরুণী আটক

যুধাজিৎ কুন্ডু, বারাসত, ১৫ নভেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার কদম্বগাছিতে শনিবার সকালে ভোটারদের এনিউমারেশন ফর্ম ফিলআপ করিয়ে ওটিপি সংগ্রহের অভিযোগে আট জন তরুণ-তরুণীকে আটক করল পুলিশ। নির্বাচন কমিশনের বারংবার সতর্কবার্তার পরেও মানুষের সহজ সরলতাকে টার্গেট করে প্রতারণার চেষ্টা-এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা কদম্বগাছি রেল টিকিট কাউন্টারের সামনে। স্থানীয়রা জানান, সকাল থেকেই হেমন্ত বসু এলাকায় একটি ব্যানার টাঙিয়ে 'ফর্ম ফিলআপ' নামে একটি স্টল খোলা হয়। সেখানে কয়েক জন তরুণ ও তরুণী নিজেদের সংগঠনের সদস্য পরিচয় দিয়ে মানুষের এনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করানোর দাবি করতে থাকেন। কিন্তু সেই ফর্ম ফিলআপের নামে তাঁরা ভোটারদের মোবাইল নম্বর নিয়ে রেজিস্ট্রেশনের কথা বলে ওটিপি চাইতে শুরু করেন। এখানেই স্থানীয়দের সন্দেহ জন্মায়। সুধাংশু মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি জানান, বহু মানুষ দাঁড়িয়ে ফর্ম ফিলআপ করাচ্ছেন। আমিও জানতে এগোই। আমাকেও বলে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ওটিপি লাগবে। তখন বললাম, ফোনটা ব্যাগে আছে। ওরা বলে, ফোন আনুন, ওটিপি এসেছে। পরে ফোন বের করে দেখি সত্যিই ওটিপি এসেছে। সুধাংশুর কথায়, যখন তিনি জানতে চান কেন ওটিপি প্রয়োজন, তখন তাঁকে বলা হয়-রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু ভোটার এনিউমারেশন ফর্ম পূরণে রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনও ওটিপির প্রয়োজন নেই-এই বিষয়টি এলাকায় অনেকেই জানতেন। ফলে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। স্থানীয়দের অনেকে সেই মুহূর্তে ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে একই ধরনের দাবি শুনে বিস্মিত হন। বুঝতে দেরি হয় না, কোনও না কোনও প্রতারণা চক্র কাজ করছে। দ্রুত থানায় খবর পাঠানো হয়। তার মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দারাই আটজন তরুণ-তরুণীকে ঘিরে ফেলেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের আটক করে কদম্বগাছি ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, তাঁরা নাকি দিল্লি থেকে এসেছেন এবং নামে একটি সংগঠনের সদস্য। কিন্তু ওই সংগঠন আদৌ কোথায় নিবন্ধিত, কী কাজ করে, কারা এর মূল পরিচালনাকারী-এসব এখনও অস্পষ্ট। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই দলটি কয়েক দিন ধরেই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। নির্বাচন কমিশন যে স্পষ্ট জানিয়েছে বিএলও ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে এনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করানো যাবে না-এই নিয়ম তারা প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করছিল। কমিশনের তরফে বহুবার ঘোষণা করা হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই এনিউমারেশন ফর্ম বা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে ব্যক্তিগত তথ্য, মোবাইল নম্বর বা ওটিপি কাউকে দেওয়া যাবে না। কারণ এর ফলে ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে প্রতারণা বা ফিশিংয়ের ঝুঁকি থাকে। কদম্বগাছির এই ঘটনায় নতুন করে সামনে এল সেই আশঙ্কাই। প্রতারণার উদ্দেশ্য কি ছিল- মোবাইল নম্বর সংগ্রহ, নাকি ব্যক্তিগত তথ্য হাতানো-তা তদন্ত করে দেখবে পুলিশ। আটক তরুণ-তরুণীরা দিল্লি থেকে এসেছে বলে দাবি করলেও তাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য নিয়ে রহস্য ঘন হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসআইআর নিয়ে এমনিই আতঙ্কে আছে। সেই সুযোগে এভাবে ওটিপি নিয়ে প্রতারণার চেষ্টা লজ্জাজনক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের মোবাইল, ল্যাপটপ ও ব্যবহৃত নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাদের দিল্লিতে কোনও সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না, কিংবা বড় কোনও চক্রের অংশ কি না-তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে নির্বাচন কমিশন আবারও পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে- বিএলও-র বাইরে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন এনিউমারেশন ফর্ম পূরণের কাজ করতে পারবে না। কোনও পরিস্থিতিতেই মোবাইল নম্বরে আসা ওটিপি অন্য কাউকে দেওয়া উচিত নয়। কমিশনের মতে, ভোটার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে এমন প্রতারণা চক্রকে দমন করা জরুরি। কদম্বগাছির ঘটনার পর আশঙ্কা বা।ছে-এ ধরনের প্রতারণা কি অন্য জায়গাতেও চলছে? প্রশাসন বলছে, মানুষের সতর্কতাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আর পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উড়ালপুলে সেনার বাস দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ বাগুইআটি উড়ালপুলে শনিবার সকালে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় সেনার একটি বাসকে কেন্দ্র করে। রঘুনাথপুরের দিক থেকে কলকাতামুখী উড়ালপুলে ওঠার সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই হাইটবারে ধাক্কা মারে বাসটি। প্রচণ্ড শব্দে মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে পড়ে উড়ালপুলের ওই হাইটবার। ভেঙে যাওয়া অংশটি সোজা সামনে থাকা একটি ছোট গাড়ির বনেটে গিয়ে পড়ে। দৃশ্যটি দেখে এক মুহূর্তের জন্য সকলে আঁতকে ওঠেন। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গাড়ির চালক অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেনার বাসটি উড়ালপুলে ওঠার মুখে সম্ভবত গতি কমাতে পারেনি। ফলে নির্দিষ্ট উচ্চতার সীমা বোঝাতে থাকা হাইটবারে জোরে ধাক্কা লাগে। ধাক্কার শক্তিতে লোহার তৈরি বারটি মাঝখান থেকে ভেঙে সামনের গাড়ির উপর গিয়ে পড়ে। হঠাৎ করে ঘটনা ঘটায় অন্যান্য গাড়িচালক এবং পথচারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তবে পরক্ষণেই সেনার বাসের যাত্রী বা সামনের গাড়ির চালকের কোনও রকম গুরুতর ক্ষতি হয়নি জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন সকলে। ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধারকার্যে এগিয়ে আসেন। সেনার বাসে থাকা কর্মীদেরও গাড়ি থেকে নামিয়ে নিরাপদ স্থানে আনা হয়। পুলিশ ও ট্রাফিক কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যানজট নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হন। কারণ হাইটবার ভেঙে পড়ায় উড়ালপুলের ওই অংশে চলাচল কিছুক্ষণের মধ্যেই অচলাবস্থা তৈরি করে। একদিকে সেনার বাস, অন্যদিকে হাইটবারের ভাঙা অংশ- মিলিয়ে এলাকায় গাড়ির দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। ট্রাফিক পুলিশ ক্রেন ডেকে ভাঙা বারটি সরানোর ব্যবস্থা করে এবং সেনার বাসটিকেও ধীরে ধীরে পথ থেকে সরানো হয়। এদিকে কেন এমন দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে কর্তৃপক্ষ। ধারণা করা হচ্ছে, বাসের উচ্চতা হাইটবারের নির্ধারিত সীমার থেকে বেশি ছিল অথবা চালক বারের অবস্থান খেয়াল করতে পারেননি। উড়ালপুলে ওঠার মুখে এমন দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের কারণ হতে পারে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। ফলে হাইটবারটি নতুন করে স্থাপন করা ছাড়াও নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠেছে। যদিও বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও ঘটনাটি ফের একবার ইঙ্গিত দিল যে উড়ালপুলের হাইটবার এবং সীমাবদ্ধতা মানা কতটা জরুরি। সতর্কতা থাকলে যে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া এই মুহূর্তগুলির মুখোমুখি হতে হয় না, সেটাই আবার প্রমাণিত হল বাগুইআটির শনিবার সকালের ঘটনায়।

আজ থেকে বাড়বে আবহাওয়ার পারদ, শীতের আমেজে বিরাম

তন্ময় সিং, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ রাজ্যে শীতের দাপট এখনও পুরোপুরি না নামলেও গত কয়েকদিনে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমে যাওয়ায় সকাল-সন্ধ্যায় শরীরে শিরশিরানি টের পাচ্ছেন সকলে। শহর থেকে মফস্বল, বহু বাড়িতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ফ্যান, বেরিয়ে এসেছে হালকা গরম জামাকাপড়। শনিবার সকালেও শীতল হাওয়ার সেই ছোঁয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়েছে। অবাধ পশ্চিমী হাওয়া বয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকের থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়েছে তাপমাত্রা। কিন্তু আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, এই শীতের ছোঁয়া খুব বেশি দিন থাকছে না। রবিবার থেকেই বদলে যাবে হাওয়ার গতিপ্রকৃতি। তাপমাত্রা বাড়বে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাড়বে বাতাসে জলীয় বাষ্পও। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় পারদ আবার স্বাভাবিকের কাছাকাছি ফিরে আসবে। শুষ্ক ও ঠান্ডা পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাব কমে গিয়ে প্রবাহিত হবে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা আর্দ্র পূবালী হাওয়া। ফলে সকালের সেই কনকনে আমেজে পড়বে সাময়িক বিরাম। রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে আরও একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস-বাড়বে কুয়াশার দাপট। উত্তর ও দক্ষিণ, দুই বঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় দৃশ্যমানতা নেমে আসতে পারে ২০০ মিটার পর্যন্ত। বিশেষ করে খুব ভোরে এবং পার্বত্য অঞ্চল ও উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে কুয়াশা ঘন হতে পারে। কোথাও কোথাও আকাশ থাকবে মেঘলা। এদিকে আবহাওয়ার বড় পরিবর্তনের পেছনে দুটি ঘূর্ণাবর্তের ভূমিকা রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া একটি ঘূর্ণাবর্ত শ্রীলঙ্কার উপকূলে প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশন। ফলে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ছে, তাপমাত্রাও উপরে উঠছে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য শুষ্ক আবহাওয়াই বজায় থাকবে। আগামী ছয়-সাত দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে তিন ডিগ্রি নীচেই থাকবে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গেই আপাতত সবচেয়ে স্থায়ীভাবে টিকে থাকবে শীতের আমেজ। কলকাতায় শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় তিন ডিগ্রি কম। রাতের তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রির আশপাশে থাকলেও রবিবার থেকে তা বাড়তে বাড়তে ১৯-২০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৪১ থেকে ৯২ শতাংশের মধ্যে। অতএব, কয়েক দিনের মনোরম শীতের দাপটের পর ফের একবার বাড়তে চলেছে পারদ। আপাতত শীতপ্রেমীদের অপেক্ষায় থাকতে হবে আরেকটু সময়।

আজ ১৬ ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, রক্ষণাবেক্ষণে কড়া নিষেধাজ্ঞা প্রশাসনের

সুমন মন্ডল, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ সংযোগকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, বা বিদ্যাসাগর সেতু, আজ রবিবার ফের দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই দিন ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সেতুর দুই দিকেই কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। মোট ১৬ ঘণ্টার এই বিধিনিষেধের লক্ষ্য সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দ্রুত ও নিরাপদে সম্পন্ন করা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই প্রতি রবিবারের ছুটির দিনে রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে বন্ধ রাখা হচ্ছে এই সেতু। এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেই আবার রাত ৯টার পর সেতু খুলে দেওয়া হবে সাধারণ যান চলাচলের জন্য। এর আগে গত রবিবারও ভোর থেকে কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল সেতু। ধাপে ধাপে সংস্কার ও মেরামতের কাজ দ্রুততর করতে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর রক্ষণাবেক্ষণকারী হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন (এইচআরবিসি) নিয়মিত কাজ চালাচ্ছে। তাদের দাবি, কাজের গতি বাড়াতে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দীর্ঘ সময় সেতু বন্ধ রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, সেতু বন্ধের সময়ে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতকারী যানবাহন বিকল্প পথ হিসেবে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে পারবেন। যাত্রীরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সে জন্য আগেভাগে পথ পরিকল্পনা করে নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যানজটের আশঙ্কা থাকায় পুলিশ ওই দিন অতিরিক্ত নজরদারি ও বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা করবে বলেও জানিয়েছে। কর্মব্যস্ত সপ্তাহের তুলনায় রবিবার রাস্তায় ভিড় কম থাকার সুবাদে ট্রাফিক পরিবর্তন আরও সহজ হবে বলেই আশা করছে প্রশাসন। রাজ্য প্রশাসনের এক কর্তার বক্তব্য, হুগলি সেতু কলকাতা শহরকে শুধু হাওড়ার সঙ্গে নয়, দূরদূরান্তের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে যুক্ত করে। প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী ও যানবাহন এই সেতু ব্যবহার করেন। সেই কারণে সেতুর সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। কেবল রবিবারের ছুটির দিনই এই কাজের উপযুক্ত সময়। তাই ধারাবাহিকভাবে প্রতি রবিবার সেতু বন্ধ রেখে সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ সেতু প্রশাসনিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবান্ন-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদর দফতর-যেতে এই সেতুই ব্যবহার করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু প্রশাসনিক আধিকারিক। তাই সেতুর মজবুতি, নিরাপত্তা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব বজায় রাখতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সেতু বন্ধ থাকায় রবিবার যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষের অসুবিধা এড়ানো যাবে না। বিশেষ করে হাসপাতালমুখী অ্যাম্বুল্যান্স বা অন্য জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে পথ পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে। কলকাতা পুলিশ আশ্বস্ত করেছে, জরুরি যানবাহনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে এবং প্রয়োজন হলে বিশেষ অনুমতিও দেওয়া হবে। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কারকাজ আগামী কয়েক সপ্তাহ আরও চলবে বলে এইচআরবিসি সূত্রে ইঙ্গিত মেলে। ফলে প্রতি রবিবারই দীর্ঘ সময়সীমার জন্য যান চলাচল বন্ধ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তবে প্রশাসন ও ট্রাফিক বিভাগের আশা, আগাম সতর্কতা ও পরিকল্পনা মেনে চললে বড় কোনও বিপত্তি হবে না। কলকাতা মহানগর ও হাওড়ার সংযোগ রক্ষাকারী এই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে দীর্ঘদিন সুস্থ রাখতে বর্তমান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যে অপরিহার্য-তা একবাক্যেই স্বীকার করছেন বিশেষজ্ঞরা। রবিবারের বিধিনিষেধ সেই কাজকে নির্বিঘ্ন করতেই প্রশাসনের একান্ত উদ্যোগ।

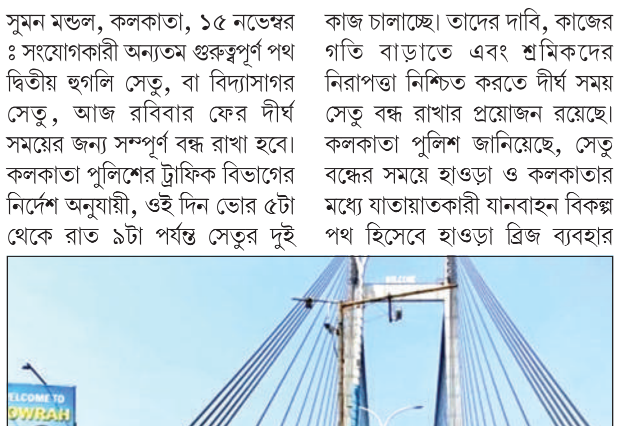

বাসন্তীতে সিএএ ফর্ম পূরণে টাকা তোলার অভিযোগ

অনিকেত নস্কর, বাসন্তী, ১৫ নভেম্বর ঃ এসআইআরের আবহে রাজ্যের নানা প্রান্তে বাড়ছে সিএএ-র জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার চাপ। আর সেই সুযোগে মানুষের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে বেআইনি অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। স্থানীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্যাম্প খুলে সিএএ ফর্ম পূরণ করার নামে আদায় করা হচ্ছে টাকা। যার জেরে এলাকায় তৈরি হয়েছে উত্তেজনা, সামনে এসেছে তৃণমূল বনাম হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি। অভিযোগ, বাসন্তীর উত্তর মোকামবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পালবাড়ি এলাকায় রীতিমতো ঘরভাড়া নিয়ে চলছিল সিএএ ফর্ম ফিলআপ শিবির। সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আর সেই সুযোগেই ক্যাম্পে উপস্থিত কর্মীরা কারও থেকে হাজার, কারও থেকে বারোশো টাকা নিচ্ছেন বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগকারীদের দাবি, সিএএ আবেদনে কোনও সরকারি ফি নেই-তবুও ফর্ম পূরণ করে দেওয়া হবে এই আশ্বাস দেখিয়ে টাকা নেওয়া হচ্ছে। অনেকে আবার অভিযোগ করেছেন, যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই, তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে আবেদন না করলে সমস্যা হতে পারে। তৃণমূল নেতৃত্ব এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। শাসকদলের অভিযোগ, মানুষের অজ্ঞতা ও আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে টাকা তুলছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা বলেন, ক্যাম্প সম্পূর্ণ বেআইনি। সরকারি ফর্ম পূরণ করতে টাকা লাগে না। ভয় দেখিয়ে আদায় করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। যদিও ক্যাম্প পরিচালনাকারীদের দাবি, কোনও অনৈতিক কাজ করছেন না তাঁরা। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, তাঁরা শুধু মানুষকে সাহায্য করছেন ফর্ম পূরণে। কেউ কাউকে বাধ্য করছেন না, ভুল বোঝাবুঝিতেই এই অভিযোগ উঠছে। তাঁদের দাবি, ফি নেওয়ার বিষয়টি ভিত্তিহীন। তবে এলাকার মানুষের অভিযোগ ও রাজনৈতিক চাপের মুখে ঘটনাটি আরও তদন্তের দাবি তুলেছে বিভিন্ন মহল। স্থানীয়দের আশঙ্কা, সিএএ আবেদন নিয়ে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির সুযোগে এ ধরনের আরও ক্যাম্প ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্য এলাকাতেও। এসআইআর সংক্রান্ত বিভ্রান্তির আবহে অনেকেই সিএএ-র নিয়মকানুন ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না-সেই দুর্বল দিকই কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিকে প্রশাসনিক মহল জানিয়েছে, সরকারিভাবে সিএএ ফর্ম পূরণে কোনও টাকা লাগে না।

এসআইআরের ফর্মের চাপেই মৃত্যু? দত্তপুকুরে প্রবীণের মৃত্যুতে তীব্র চাঞ্চল্য

সুব্রত সরকার, বারাসাত, ১৫ নভেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে এসআইআর বা স্পেশাল ইনডেন্টিফিকেশন রেজিস্টার ফর্মকে কেন্দ্র করে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন ২০০২ সালের ভোটার তালিকাভুক্ত বাসিন্দা জিয়ার আলি। কয়েক দিন ধরেই তিনি ফর্মটি কীভাবে পূরণ করতে হবে, কোনও ভুল হচ্ছে কি না- এই আশঙ্কায় পরিবার ও প্রতিবেশীদের কাছে একাধিকবার পরামর্শ চাইছিলেন। বয়সজনিত উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল তাঁর মানসিক চাপ। অবশেষে সেই দুশ্চিন্তাই কি কাল হল? বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফর্ম নিয়ে ভাবতে ভাবতেই ব্রেন স্ট্রোকের শিকার হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বর্তমানে তিনি কলকাতার এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এনিউমারেশন ফর্ম পাওয়ার পর থেকেই জিয়ার আলির মনে এক অস্বাভাবিক আতঙ্ক কাজ করছিল। বাড়ির সদস্যদের দাবি, বহু বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করলেও এসআইআর নিয়ে হঠাৎই অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। ফর্ম হাতে পাওয়ার পর থেকে ভেবেই চলছিলেন-সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করতে পারছেন তো? কোনও ভুল হলে কি বিপদে পড়তে হবে? এই আশঙ্কায় ফর্মটির একাধিক ফটোকপি করিয়ে প্রতিবার নতুন করে পূরণ করছিলেন তিনি, যাতে কোথাও কোনও ভুল না থাকে। অথচ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের নাম থাকলেও সেই তথ্যও তাঁর উদ্বেগ কমাতে পারেনি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রাতে হঠাৎই তাঁকে ঘরের মেঝেতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন সকলে। দ্রুত বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁর অবস্থাকে আশঙ্কাজনক বলে জানান। পরে তাঁকে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ব্রেন স্ট্রোকের জেরে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। জিয়ার আলির পরিবার মানসিক চাপকেই স্ট্রোকের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন। তাঁদের কথায়, কোনও উদ্বেগ নেই। আমরা বহু বছর ধরে এই এলাকায় থাকছি, ভোটার তালিকায়ও নাম রয়েছে। কিন্তু বয়সের কারণে জিয়ার আলি বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। পরিবার মনে করছে, এসআইআর নিয়ে হঠাৎ তৈরি হওয়া জনমতের বিভ্রান্তি এবং চারপাশের আলোচনা তাঁর উপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছিল। ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজাও চরমে। স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী হালিমা বিবি অভিযোগ করেছেন, কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলে এই ষড়যন্ত্র করছে। খসড়া তালিকা প্রকাশ হলে বাংলায় মৃত্যু মিছিল শুরু হবে। মানুষের হয়রানি করার ফাঁদ পেতেছে বিজেপি। তাঁর দাবি, এসআইআর প্রয়োগের আতঙ্কেই মানুষ ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েছন, দত্তপুকুরের ঘটনা তারই দৃষ্টান্ত। পাল্টা সুর তুলেছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবজ্যোতি বিশ্বাস বলেন, 'অযথা অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসআইআর হলে ভারতীয় নাগরিকরাই উপকৃত হবেন, বিপদে পড়বে তৃণমূলের অসৎ উপায়।'' তাঁর মতে, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে আতঙ্কিত করছে। এদিকে, দত্তপুকুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ চোখে পড়ার মতো। অনেকে মনে করছেন, এনিউমারেশন ফর্ম হাতে পাওয়ার পর যথেষ্ট সচেতনতা বা স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় বিভ্রান্তি বাড়ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মনে অযথা ভীতি তৈরি হচ্ছে। অতএব, জিয়ার আলির স্ট্রোকের পেছনে চিকিৎসাগত কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি এসআইআর ফর্মকে ঘিরে তৈরি হওয়া সামাজিক উদ্বেগও যে তাঁর মানসিক চাপে বড় ভূমিকা নিয়েছে, তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন, স্পেশাল ইনডেন্টিফিকেশন রেজিস্টার চালুর এই মৌসুমে আরও কত মানুষ অযথাই দুশ্চিন্তায় ভুগবেন? দত্তপুকুরের এই ঘটনা সেই বিতর্ককে আরও তীব্র করে তুলল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৫২, সংখ্যা, রবিবার ২৮ কার্তিক ১৪৩২

সত্যজিতের শর্মিলা

অপুর সংসার'-এর অপর্ণা থেকে 'নায়ক'-এর অদিতি সিনেপর্দায় শর্মিলা-ম্যাজিক। 'পথের পাঁচালি' আর 'অপরাজিত'র পর সত্যজিৎ রায়ের খুব ইচ্ছে ছিল 'অপু'কে নিয়ে আরও একটা ছবি করার। সেই মতো ভাবা হয় 'অপুর সংসার'। অপু, অপুর স্ত্রী অপর্ণা, তাদের ছেলে কাজল, অপুর বন্ধু পুলু ইত্যাদি চরিত্রে পেশাদার নয় বরং একদম নতুন মুখ খুঁজছিলেন সত্যজিৎ রায়। আর এভাবেই সত্যজিৎ রায়ের সহকারী নিমাই দত্ত, অপুকে খুঁজতে গিয়ে এক তরুণকে হাজির করেন তাঁর সামনে। সদ্য কলেজ পাশ করা সেদিনের সেই তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে কে হবে অপর্ণা! এই খোঁজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেই ১৫-১৭ বছর বয়সী মেয়েদের ফটোগ্রাফ জমা পড়ে হাজার খানেক। কিন্তু কপালে শিকে ছিঁড়ল না এদের কারওরই। অবশেষে চিলড্রেন'স লিটল থিয়েটারে নাচ করা এক ছোটখাট্টো মেয়েকে পছন্দ হয় সত্যজিৎ জায়া বিজয়া রায়ের। হলুদ রঙের ফ্রক পরা, বব ছাঁট চুলের সে মেয়ে ম্যাজিকের মতো তারপর চরিত্রে ঢুকে পড়ল। বাঙালি ঘরের হেঁশেলে কালো ধোঁয়া ও দমকা আলোর সৌন্দর্য আঁকা হয়ে থাকল সেই মেয়ের গালের টোলে। সিনেমাপ্রেমী ভারতীয় বাঁধা পড়ল অপর্ণারূপে ১৩ বছরের কিশোরী শর্মিলার সহজতায়। শর্মিলা ঠাকুর, এমনই এক দীপ্তির নাম যাকে কেবল রূপগত সৌন্দর্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মনন, বুদ্ধি আর প্রবল ব্যক্তিত্বের মোড়কে জীবনের সৌন্দর্য যিনি বছরের পর বছর বহন করে চলেছেন তাঁরই নাম শর্মিলা ঠাকুর। সম্পর্কে যিনি রবীন্দ্রনাথের বংশের একজন সদস্যা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গগনেন্দ্রনাথের পুত্র কনকেন্দ্রনাথের নাতনি হলেন শর্মিলা। তাঁর জন্মের বছর তিনেক আগেই মারা যান রবীন্দ্রনাথ। তাই চোখে না দেখলেও মায়ের মুখে গল্প শুনে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চেনা শর্মিলার। তবে, কলকাতায় নয়, শর্মিলা ঠাকুরের জন্ম হায়দ্রাবাদে। বাবা গীতিন্দ্রনাথ ও মা ইরা বড়ুয়া দুজনেই ছিলেন উদার সংস্কৃতিমনস্ক। কাজের সূত্রে এঁরা আসানসোলে এলে সেখানেই ছোটোবেলা কাটে শর্মিলা ও তাঁর দুই বোন ঐন্দ্রিলা ও রমিলার। জন'স্ ডায়াসেশন ও লরেটো কনভেন্টের ছাত্রী ১৩ বছরের শর্মিলার প্রথম সিনেমায় আসা বাবার সহযোগিতা ও উৎসাহে। সামাজিক নিয়মের রাঙা চোখকে উপেক্ষা করে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সিনেমাকে 'শর্মিলা' নামের এই রত্ন উপহার দিয়েছিল। স্বপ্নের মতো ছিল সেসব দিন। নির্বাচিত হওয়ার পর কিশোরী শর্মিলা সত্যজিৎবাবুকে বলেন, কীভাবে অভিনয় করতে হয়, সেটা আপনি দেখিয়ে দেবেন?' উত্তর এসেছিল, ও নিয়ে তোমায় একটুও ভাবতে হবে না। সেই অর্থে সত্যজিতের হাতে জন্ম নেওয়া অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর তাঁর স্মরণ অনুষ্ঠানে আজকের প্রবীণ অভিনেত্রী শর্মিলা বলেছেন সে কথা, রোমিও জুলিয়েটের পরে কয়েক দশক ধরে অপুর সংসারের অপু-অপর্ণা ছিল সবচেয়ে রোম্যান্টিক জুটি। তাঁদের জীবনের সারল্য, সহজ জীবনের ছবিই সিনেমায় প্রতিভাত হয়েছিল ১৩ বছরের শর্মিলা ও ২৩ বছরের সৌমিত্রের মধ্যে। 'অপুর সংসার' সেই অর্থে এঁদের অভিনয় জীবনের ল্যান্ডমার্ক।

ধর্মের শহর বেনারস

বেনারসের ব্রতকথা। আজ থেকে কত হাজার হাজার বছর আগে গঙ্গার তীরে গঙ্গার পলিমাটি পড়ে পড়ে এই শহরটা তৈরী হয়েছে, তা বিশেষজ্ঞরাই শুধু বলতে পারবেন। আমার কণিকামাত্র বিদ্যেতে জেনেছি যে, গঙ্গার তীর বরাবর এই শহরটা প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশী পুরনো। আনুমানিক ১৯৪৮ সালে বারানসী রাজ্য, তিন হাজার বছরের রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য ঘুচিয়ে প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। শুধু বেনারস কেন, সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো নদী বা সাগরতীরে। গড়ে উঠেছিলো নদীমাতৃক সভ্যতা। এই তিন হাজার বছর ধরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। বেনারসও তিল তিল করে বেড়ে উঠে আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। ভৌগলিকদের মতে গঙ্গা নদী উত্তর দিকে বরুণা নদী আর দক্ষিণ দিকে অসি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই এই সঙ্গম স্থলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে কাশী বা বেনারস। বরুণা আর অসি এই দুই নদীর নাম যুক্ত হয়েই এই জায়গার নাম হয়েছে বেনারস। মুনি ঋষিদের মতে সৃষ্টির আদিযুগ থেকে বরুনা আর অসি নদী এই অঞ্চলকে রক্ষা করে আসছে। ভারতের সাতটি মুক্তিতীর্থের অন্যতম এই কাশী। ভাবতে অবাক লাগে একটা শহরের দুটি নাম, কাশী ও বেনারস বা বারানসি। বেদ, উপনিষদ, বিভিন্ন পুরাণ, এমনকি রামায়ন, মহাভারতেও এই দুই নামের উপস্থিতি দেখা যায়। তবে ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে বারানসী নামেই শিলমোহর দিয়েছে। তবে কারো কারো মতে প্রাচীন কালে কাশী আর বারানসী দুটি আলাদা জায়গা ছিল। মতের শেষ নেই। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে যোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ আছে, তারমধ্যে কাশী অন্যতম। বারানসী শহর যে কতটা প্রাচীন, তা মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েনের একটা উক্তিতে টের পাওয়া যায়। তিনি, বারানসী সম্পর্কে লিখে গেছেন, বারানসী ইতিহাসের থেকেও পুরনো, ঐতিহ্যের থেকেও পুরনো, এমনকি পৌরাণিক কাহিনী থেকেও পুরনো। ফিরে যাই ভারতীয় পুরাণ ও ধর্মে। কাশীর নামকরণ নিয়ে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, কাশীতে এলে মানুষ নিবৃত্তি লাভ করে। বিষয় বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করে। একবার ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কে বড়ো এই বিষয়ে। দেবাদিদেব মহাদেব সে বিবাদ মিটিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা মহাদেবকে তার পঞ্চম মুখ দিয়ে কুকথা বলেন। ফলে মহাদেব প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তার সেই রূপ থেকেই সৃষ্টি হয় কাল ভৈরবের। তা শিবের একটি রূপ। কালভৈরব হলেন অধিপতি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া যাবে না। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপচিন্তা মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত করার ওষুধ আর নেই। যিনি নিষ্ঠা ভরে কাজ করতে পারেন তিনি সফল কর্মী। সবাইকে কর্মী হতে হবে। পরিশ্রমী কর্মী হওয়ার খুবই দরকার। জীব জগৎকে উন্নত করতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম ছাড়া জীবনে উন্নতি করার কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। সবাইকে দেশের সেবা করতে এগিয়ে আসতে হবে। ভারতমাতার জয়গান গাইতে হবে। ভারতমাতার দুঃখতে মোচন করতে হবে। জীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার একটি মাত্র পথই হল কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। সেটা করতে পারলে জীবনে উন্নতি করা অতি সহজেই সম্ভব। জীবন কোনও সময়ে স্বপ্ন ময় হত পারে না। জীবন অত্যন্ত কঠিন এবং বাস্তব। সংগ্রাম করে জীবনকে রক্ষা করতে হবে।

হালুইকর শিল্পী নবীনচন্দ্র দাশের রসগোল্লা বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পকে শ্রেষ্ঠ শিরোপা দিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার রসগোল্লার একটি সুনাম আছে। এক সময়ে কলকাতার রসগোল্লা খেতে ভালোবাসতেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে সেই সময়ে প্রায় প্রতিটি রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়িতে রসগোল্লার হাঁড়ি যেত। বাগবাজারের রসগোল্লা বেশ নাম করেছিল। নবীন চন্দ্র দাশের রসগোল্লা তখন বাজার মাত করে

দেয়। উত্তর কলকাতার সব বনেদি বাড়িতে কোনও অতিথি গেলেই তাঁকে রসগোল্লা দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির এর থেকে বাদ ছিল না। কলকাতার রসগোল্লা যেমন বিখ্যাত ছিল ঠিক সেই রকম বাংলার আমও বিখ্যাত ছিল। জামাই ষষ্ঠী আসলে আম আর রসগোল্লা নিয়ে আসা হতো। তখন নবীন চন্দ্র দাশ, কে সি দাশের দোকান ছাড়া ভালো রসগোল্লা আর কোথাও পাওয়া যেত না। কে সি দাশ প্রথম রসগোল্লাকে টিন বন্দি করে বিদেশে বিক্রি করতে শুরু করে। কে সি দাশের রসগোল্লা আজকে বিলেত, জাপান, আমেরিকা পাড়ি দিতে শুরু করেছে। আবার বহু দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কে সি দাশের গিয়ে উপস্থিত হল। কলকাতার কেসি দাশের রসগোল্লার এজেন্সি নিয়ে সাহেবরা তাদের খাবার দোকানে রাখতে শুরু করেছে। বাংলার রসগোল্লা, মিষ্টি এবং দই ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। নবদ্বীপের দইও বিখ্যাত। লাল দই একমাত্র নবদ্বীপেই পাওয়া সম্ভব হয়। এখন সবাই লাল দই করছে। কিন্তু নবদ্বীপের লাল দই করার একটা আলাদা পদ্ধতি রয়েছে। সেখানে ছোট ছোট হঁড়িতে লালদই করা হচ্ছে খুবই হল্কা কাঠের আঁচ দিয়ে। কাঠ কয়লা পুড়িয়ে হাল্কা আঁচ দিয়ে দই করা পদ্ধতি দেখার মতো। যাঁরা নবদ্বীপে গিয়েছেন তারা জানেন কীভাবে সেখানে লাল দই করা হয়ে থাকে। লাল দই করতে যে বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এরপরে আসি বর্ধমানে মিহিদানার কথায়। বর্ধমানে মিহিদান নাম খুবই বিখ্যাত। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে মিহিদানা করার পদ্ধতিটা একেবারে ভিন্ন রকমের। সীতাভোগ বর্ধমানে বিখ্যাত। তার কারণ হচ্ছে সেখানকার চাল। বিশেষ যত্নসহকারে চাল উৎপাদন করা হয়ে থাকে শুধু মাত্র সীতাভোগ তৈরি করার জন্য। সেগুলি সীতাভোগ চাল নামেই সেখানে বিখ্যাত। সীতাভোগের চাল কোনও সময়ে জড়িয়ে থাকে না। হালকা ঝুরো ঝুরো থাকে। এই চাল সেদ্ধ করলে ভাতটা নরম হয় বটে তবে একেবারে গলে যায় না। তবে সীতাভেগের চাল এমন ভাবে সিদ্ধ করা হয় যাতে একে ওপরের সঙ্গে লেগে যায় না। একটা সময় ধরে এই চালকে সিদ্ধ করা হয়। হালকা আঁচের ওপরে চালকে জলে ধুয়ে হাঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে সিদ্ধ করতে দেওয়া হয়। তারপরে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে তাকে নামিয়ে রেখে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে সীতাভোগ তৈরি করা হয়ে থাকে। সীতাভোগ ঠিক মতো তৈরি করতে গেলে তিনদিন সময় লেগে যেতে পারে বলে জানতে পারা দিয়েছে। বাংলার মিষ্টি জগত বিখ্যাত। এই রকম মিষ্টি আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিদেশে দুর্গা পুজো অনুষ্ঠানের জন্য শুধু মাত্র প্রতিমা যায় তাই নয়, বাংলার মিষ্টিও জাহাজে করে বিদেশে পাড়ি দেয়। ভীম চন্দ্র নাগের মিষ্টি বিদেশে যায়। বিশেষ করে দুর্গা পুজোর সময়ে। সেখান যে বিজয়া দশমী পালন করার সময়ে বা দেবী দুর্গার চারদিন ধরে যে পুজোর আয়োজন কালে সেখানে বাংলার রসগোল্লা, মিষ্টি, সীতাভোগ দিতে দেবী মাকে ভোগ দেওয়া রীতি রয়েছে। বহু রাজবাড়ীতে এখনও সীতাভোগ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়। এক সময়ে বর্ধমানের মহারাজার বাড়িতেও সীতাভোগ দিয়ে মায়ের পুজো করা হতো। সীতাভোগ ছিল মহা প্রসাদ। সেই মহা প্রসাদ গ্রহণ করেই তবেই বর্ধমানে রাজা পরিবারের সদস্যরা অন্নভোগ গ্রহণ করতো। বাগবাজারের সর্বজনীন দুর্গা পুজোতেও বাগবাজারের রসগোল্লাকে মহা প্রসাদ বলে গ্রহণ করে মাকে অন্নভোগের সময় দেওয়া হয়। কলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার একটি মিষ্টির দোকান ছিল। সেখানে ছোট আকারের রস বড়া পাওয়া যেত। তাকে রস কদম্ বলা হয়ে থাকে। রসগোল্লা আবিস্কার তখনও হয়নি। তারপরে নবীন চন্দ্র দাস বুদ্ধি খাটিয়ে রসগোল্লা তৈরি করলেন। সেই রসগোল্লার বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করে গিয়েছে। তবে তার সঙ্গে সীতাভোগ, মিহিদানা, লাল দই এবং বাংলার ল্যাংচা বিখ্যাত। ভীম চন্দ্র নাগের সন্দেশ বিখ্যাত হতে শুরু করে দিয়েছে। তারা একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তারা যে ছানা দিয়ে মিষ্টি প্রস্তুত করে সেই দুধের ছানা অতি সহজে আর কোথাও পাওয়া একেবারে অসম্ভব। নদিয়া এবং বর্ধমান থেকে ছানা আসে। সেই ছানা বাজারে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ভীম চন্দ্র নাগের ছানা যেসব করিগররা দিয়ে থাকে তাদের এটা বংশ পরম্পরার ব্যবসা। তারা শুধু মাত্র ভীম নাগকে এই ছানা দিয়ে থাকে। আর কাউকেই এই রকম ছানা তারা দিতে পারবে না বলে জানা গিয়েছে। ছানার পায়েস তৈরি করা হয়ে থাকে এই ছানা দিয়ে। সেটাই স্বাদে অতুলনীয়। এখন কারোর জন্ম দিনে কোনও কোনও বাড়িতে ছানার পায়েস দিয়ে জন্মদিন পালন করা হয়ে থাকে। জনাইয়ের মনোহরা বিখ্যাত মিষ্টি বলা যেতে পারে। তবে এখন দক্ষ কারিগরের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেই রকম ভালো দক্ষ মাত কয়েকজন কারিগর থাকলেও তাদের পথ ধরে আর কেউই আর মিষ্টি তৈরি করতে এগিয়ে আসছে না। তার ফলে বাংলার জেলায় জেলায় যে ধরনের বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি দেখতে পাওয়া যেত তা প্রায় বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। যেমন জয়নগরের মোয়া। এখন তো জয়নগরের আসল মোয়া পাওয়া খুবই কষ্টকর। কারণ জয়নগরের আসল মোয়া করতে গেলে বহু সময় দিতে হয়। সেই রকম খই এবং গুড় পাওয়া যায় না। বহু গাছ কাটা পড়তে শুরু করেছে। যে জয়নগরের রাস্তার দুই ধরে গাছ এবং জঙ্গল ছিল আজকে সব ফাঁকা। সেখানে বহুতল বাড়ি উঠতে শুরু করেছে। গাছ কেটে বাড়ি তৈরি হচ্ছে বসত বাড়ি। ফাঁকা জমি বলতে আর কিছুই নেই বলা যেতে পারে। কৃষি জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। চাষ আবাদ কমতে শুরু করেছে। তার ফলে জয়নগরের মোয়া বাজারে যে দেখতে পাওয়া যায় তা কিন্তু সঠিক গুড় এবং খই দিয়ে তৈরি নয়। সঠিক পদ্ধতিতে এখন জয় নগরের মোয়া তৈরি করতে গেলে এক একটি মোয়ার দাম পড়ে যাবে প্রায় ষাট থেকে সত্তর টাকার কাছাকছি। এত টাকা দিয়ে কতজনই বা মোয়ার স্বাদ নিয়ে তৈরি থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে।

পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে বাঙালির শুভ অনুষ্ঠান হচ্ছে অথচ রসগোল্লা নেই, ভাবা যায় না। খুব বোধহয় বেশি দিন আগের কথা নয় নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাবারের শেষ পাতে মিষ্টি খাওয়ার প্রতিযোগিতা হত, বিশ-পঞ্চাশ পিস রসগোল্লা খেয়েছেন কয়েকজন এমন দৃশ্যের সাক্ষী অনেকেই। বাঙালির সামাজিক ইতিহাস আর রসগোল্লা সমার্থক! পরীক্ষায় ভাল নম্বর, মিষ্টিমুখ করতে হবে, খেতে হবে রসগোল্লা, আবার কোনও বিষয়ে ফেল করলেও শুনতে হয় শেষ পর্যন্ত রসগোল্লা পেলিগ্ধ উত্তম ভোজনের পর অনেকেরই শেষপদ রসগোল্লা না থাকলে মনোভঙ্গ হয়। স্পঞ্জের মতো বস্তু, চাপ দিলে আবার আগের আকার ফিরে আসে, দাঁতের সঙ্গে খেলা করে, শ্বেত, মুগ্ধ, স্নিগ্ধ, শান্ত, অনেকগুলি একসঙ্গে থাকলে দেখেও দৃষ্টিসুখ, বিরক্তি আসে না হৃদয়ে।

রসগোল্লাহীন বঙ্গজীবনের কল্পনা অসম্ভব ঠেকলেও তার বয়স মোটে দেড় শতক। স্রষ্টা, ভালবেসে মানুষ বলেছেন 'রসগোল্লার কলম্বাস, বাগবাজারের 'নবীন দাশ' ভদ্রলোকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৫সালে, বাল্যজীবন দুঃখে অতিবাহিত হয়। পড়াশুনা শুরু করেছিলেন বটে তবে কিছুদিন পরে পড়াশুনা বন্ধ হয়। মোটামুটি ১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারের বিখ্যাত কালিদাস ইন্দ্র'র দোকানে তিনি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। তখন অবশ্য রসগোল্লার নামে শক্ত দানাদার, চিনি দিয়ে ঢাকা বা ডেলা রসগোল্লা তৈরি হত। এই ডেলা রসগোল্লা ভিতরে শক্ত, কোথাও আবার সুজি মিশিয়ে তৈরি করা হত।

১৮৬৪ সালে মায়ের পরামর্শে নবীনচন্দ্র জোড়াসাঁকোর ধারে নিজের একটি মিষ্টির দোকান খুললেন, এই দোকানটি অবশ্য সন্দেশের মিষ্টি দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন ব্রজ ময়রা ১৮৬৬ সালে প্রথম রসগোল্লা আবিস্কার করেন বলে অনেকে মনে করেন! 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৩ সনের কার্যবিবরণীতে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লুচিতকারী' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আজ খাদ্যসামগ্রীর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন। রসগোল্লার প্রত্নতত্ত্ব বলিয়া রাখি উহার বয়স ৫০/৬০বৎসরের অধিক নহে। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে রসগোল্লার জন্মভূমি। হারাধন ময়রা পালচৌধুরীদের মিষ্টি করতেন

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ব্রিটিশ রাজ ভয় পেয়েছিল

নরেন হালদার

বাবার দেওয়া নাম ছিল গন্ধর্ব নারায়ণ, ওই নামটা গ্রামের সহপাঠীরা ছোট করে 'গন্ধ' করে দিয়েছিল,খুব বিড়ম্বনায় পড়তেন, সেজন্য কলকাতায় এসে নিজের নাম দিয়েছিলেন দীনবন্ধু। ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে তাঁর লেখা 'নীলদর্পণ'নাটক প্রকাশিত হল। একটি নাটক রচনা করেই তিনি ভারতে নীলচাষ বন্ধের আন্দোলনে মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। নীলকরদের শোষণ ও শাসনযন্ত্রের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমেগ্ধ পরাধীন ভারতে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন যদি করে থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ, তবে পুরোধা বলতে হবে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ নাটককে।

কে 'নীলদর্পণ' লিখেছেন জানা গেল না,কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে 'ময়রাণী লো সই নীল গেজেছে কই' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন,পাদরি লঙ সাহেব নিজের নামে প্রকাশ করলেন,নীলকরদের বিরুদ্ধে দেশে যে আন্দোলনের সুত্রপাত সেই ঢেউ পৌঁছে গেল ইংল্যাণ্ডে,সেখানেও উঠল প্রতিবাদের প্রবল ঢেউ। সাল ১৮৫৮/৫৯,লক্ষ লক্ষ নীল চাষী ধর্মঘট করে প্রতিজ্ঞা করলেন নীলের দাদন নেবেন না,নীল চাষ করবেন না।

নীলকর সাহেবরা জোর করে চাষীদের নীল বুনতে বাধ্য করতেন, তাদের আদেশ না মানলে প্রহার, কয়েদ,ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার মত নৃশংস অত্যাচার নেমে আসত নীলচাষী ও তাদের পরিবারের উপর। চাষীদের ধর্মঘটে নীল করদের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল,যশোর,নদীয়া সহ অনেক জেলার জমিদার ও প্রজাদের সাথে নীলকরদের সংঘাত বাড়তে লাগল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের স্বজাতীয় সুতরাং প্রজারা সুবিচার পেতেন না। তাতেও চাষীরা দমলেন না, অনেকে ধনে-প্রাণে সারা হয়ে গেলেও,নিরস্ত হতেন না। অত্যাচারিত প্রজাদের পক্ষে কলম ধরলেন 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাহসী লেখনীতে গঠিত হল 'ইণ্ডিগো কমিশণ'। এই কমিশণের সদস্যরা জেলায়-জেলায় ঘুরে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কিত তথ্য জোগাড় করতে লাগলেন।

হরিশ কমিশণের সামনে নীলকরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। চারিদিকে ছিঃ ছিঃ রব উঠল,নীলকর সাহেবদের হয়ে আর্কিবিল্ড হিলস নামের এক সাহেব সুপ্রিম কোর্টে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' নামে ফৌজদারি মামলা করলেন,ভবানীপুর সুপ্রিম কোর্টের এলাকা নয় বলে সে মামলা উঠে গেল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকার সম্পাদনা করতেন শুধু নয় নীলকরদের অত্যাচারে পীড়িত মানুষের সমাগমে সর্বদা তাঁর ভবন লোকারণ্য থাকত। কারও দরখাস্ত লিখে দিচ্ছেন,কাউকে উকিলের সুপারিশের চিঠি,কারও মোকদ্দমার হাল শুনছেন,বিশ্রাম পেতেন না, 'হিন্দু পেট্রিয়ট'পত্রিকার সম্পাদনার জন্য অনেকটা পড়াশোনা করে প্রবন্ধ লেখার পর সাধারন মানুষের জন্য নিজের সবটাই ব্যয় করতেন, শোনা যায় পত্রিকা দপ্তর থেকে ফিরে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পোশাক বদল করার সুযোগ পেতেন না,অফিসে কলম ছেড়ে এসে আবার বাড়িতে লিখতে বসতেন,তাঁর এই কঠিন পরিশ্রমে মা জননী প্রতিবাদ করে বলতেন'ওরে মানুষের শরীর এত শ্রম সবে না,ওরে মারা পড়বি,ওরে কলম রাখ'।

মায়ের কথায় সন্তান বলতেন মা তোমার সব কথা শুনব কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্য যা করছি তাতে বাধা দিও না ওরা ধনে-প্রাণে সারা হল,এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পারব না। গুরুতর শ্রমে দেহ-মন যখন ক্লান্ত হয়ে যেত,সুরা পান করে অবসন্ন মনকে সতেজ করার চেষ্টা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় করেছেন সেই সময়। নীলকররা আসল গ্রন্থকার কে না পেয়ে 'ইংলিশ ম্যান'পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করে ১৮৬১সালের ১৯জুলাই লঙ সাহেবের নামে আদালতে মামলা ঠুকে দিল। এমন মোকাদ্দমা অতীতে হয় নি। লঙ সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন তিনি অনেকদিন ধরে এদেশের দেশের সংবাদপত্রের ও গ্রন্থের বক্তব্য প্রশাসনের গোচরে আনছিলেন, 'নীলদর্পণের' অনুবাদ সেই কাজের অঙ্গস্বরূপ,কিন্তু তদানীন্তন ইংরেজ জজ স্যার মর্ডান্ট ওয়েলস সেসব কথায় কর্ণপাত করলেন না। বিচারে লঙ সাহেবের একমাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হল,কিন্তু নীলকরদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের বিদ্বেষ তখন এত প্রবল মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় জরিমানার হাজার টাকা গুনে দিলেন,শোনা যায় আরও অনেক এদেশের মানুষ আদালতে জরিমানার টাকা দেওয়ার জন্য টাকা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

'নীলদর্পন'প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে,আর ১৮৬১সালের জুন মাসে মাত্র ৩৭ বছরে ইহলোক হতে অন্তর্হিত হলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,সত্য বলতে কি বিমল হৃদয়ে দেহ প্রাণ দিয়ে স্বদেশের এমন সেবা খুব কম বঙ্গসন্তান করেছেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' পাতায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ওজস্বিনী ভাষাতে প্রজাদের যে দুঃখের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন।

আওয়ামি লিগের শাটডাউন কর্মসূচীতে সাড়া মিলল

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

শেখ হাসিনার মামলার রায় ১৭ নভেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার তারিখ ১৭নভেম্বর

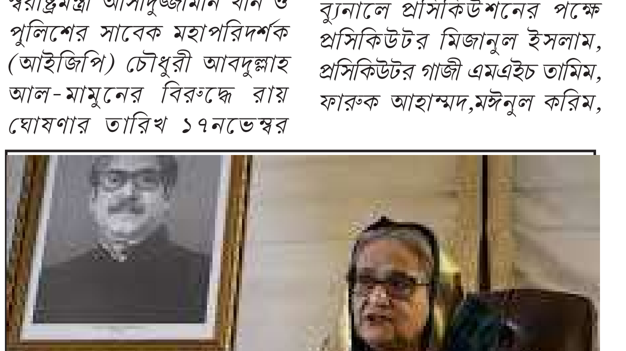

নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই তিন আসামির মধ্যে সাবেক আইজিপি মামুন 'অ্যাপ্রুভার' (রাজসাক্ষী) হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল -১এ আদেশ দেন।

ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামসহ অন্য প্রসিকিউটররা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে আসামিদের পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে,গত২৩ অক্টোবরএ মামলায় প্রসিকিউশনও আসামিদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী তাদের যুক্তিতর্ক ওসমাপনী বক্তব্য শেষ করেন।

সেদিন ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামওঅ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান প্রসিকিউশন পক্ষে মামলার সমাপনী বক্তব্য রাখেন। এসময় আসামিদের স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী মো. আমির হোসেন ট্রাইব্যুনালের কাছে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম, ফারুক আহাম্মদ,মঈনুল করিম, সুলতান মাহমুদসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিন জনের বিরুদ্ধে১৩ নভেম্বর রায়ের দিন ধার্য করেছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

গত২২অক্টোবর পর্যন্ত পলাতক আসামি শেখ হাসিনাও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত (স্টেট ডিফেন্স) এবং উপস্থিত রাজসাক্ষী (আসামি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন চলমান ছিল। প্রসিকিউশনের পক্ষে চিফ প্রসিকিউটর মামলার আসামিদের চরম দণ্ড প্রত্যাশা করে ট্রাইব্যুনালে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অন্যদিকে, আসামিপক্ষে যুক্তিতর্ক শেষ করেন স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী মো. আমির হোসেন। টানা তিন দিনের যুক্তি উপস্থাপন শেষে নিজের মক্কেলদের নির্দোষ দাবি করে আসামিদের খালাসের আবেদন করেন তিনি।

সাক্ষীদের জবানবন্দি নিয়েও যুক্তি খণ্ডন করেন আমির হোসেন। বিশেষত রাজসাক্ষী চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহবায়ক নাহিদ ইসলামসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনের সাক্ষ্য সামনে আনেন। একইসঙ্গে তাদের দেওয়া সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। এমনকি অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এ মামলার রাজসাক্ষী মামুন বাঁচতে চাইছেন বলেও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মাহমুদুর রহমান ভিন্নমতাদর্শী হওয়ায় শেখ হাসিনাকে দেখতে পারেন না বলেই জবানবন্দি দিয়েছেন। তবে তার সাক্ষ্যএ মামলায় প্রভাব পড়বে না বলেও যুক্তি দেখিয়েছেন এই আইনজীবী। পরে যুক্তি উপস্থাপন করেন রাজসাক্ষী মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ।

গত১০জুলাই ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় স্বীকার করেন সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন।

ওই দিন তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে বলেন, 'জুলাই-আগস্টে আন্দোলন চলাকালে আমাদের বিরুদ্ধে হত্যা-গণহত্যা সংঘটনের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্য। এঘটনায় আমি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছি। আমি রাজসাক্ষী হয়ে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন চলাকালে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে,তার বিস্তারিত আদালতে তুলে ধরতে চাই। রহস্য উন্মোচনে আদালতকে সহায়তা করতে চাই।'

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ অভিযোগ গঠনের সময় মামুন এসব কথা বলেন। একই দিন এই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করে আদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-ল-১। মামলা থেকে আসামিদের অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১এই আদেশ দেন।

এই মামলায় তিন জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের পাঁচটি অভিযোগ আনে প্রসিকিউশন। আনুষ্ঠানিক অভিযোগ মোট আট হাজার৭৪৭ পৃষ্ঠার। এর মধ্যে তথ্যসূত্র দুই হাজার ১৮ পৃষ্ঠার, জব্দতালিকাও দালিলিক প্রমাণাদি চার হাজার পাঁচ পৃষ্ঠার এবং শহীদদের তালিকার বিবরণ রয়েছে দুই হাজার ৭২৪ পৃষ্ঠার।

গত বৃহস্পতিবার 'ঢাকা লকডাউন' সফল হওয়ার পরেএবার নতুন কর্মসূচি শাটডাউন ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন শাসক দল আওয়ামি লিগ। দেশে গণতন্ত্র ফেরানো,অবৈধ' সরকারের ইস্তফা এবং বেআইনি' আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং দলের অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে আনা 'ভুয়ো' মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রবিবার থেকে বাংলাদেশ জুড়ে ৪৮ঘণ্টার ' কর্মসূচি ঘোষণা করল আওয়ামি লিগ। এদিন সন্ধ্যায় এই নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১৬ ও১৭নভেম্বর অর্থাৎ, শাট ডাউনের আগের দু'দিনও বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ওপ্রতিরোধ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগ। স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে মানুষ অংশ গ্রহণ করবে।

পাঠকের দরবার

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

মাছের লেজা

দিদা বলতো লেজা খায় রাজা, একথা বলার কারণ আছে। তখন এখনকার মতো একলা চলো নীতি নয় একান্নবর্তী শব্দটা মানুষকে জড়িয়ে। মামের বাপের বাড়িতে সাত জন সদস্য,বড়দাদু ওরফে মামের বাবা,দিদা,মাম,মামা আর ছোটদাদু ওরফে মামের ছোটকাকু আর ছোটপিসি দুজনে ছিলেন অকৃতদার তাই কাকীমা ছোটপিসা ছিল না। বড়মা ওরফে মামের ঠাকুরমা ছিলেন চৌধুরী বাড়ির বড়বৌ, শোভাবাজার রাজবাড়ির ছোট তরফের জাতিকা। আমি ছোটবেলা থেকে দাদুদের বাড়িতে কোনদিন মাছ কেটে আনার রেওয়াজ দেখি নি। সে সময় চলন ছিল না,আস্ত রুই ইলিশ কাতলা মুখে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসা হতো, ছোটমাছ ব্যাগে। বাজার নিয়ে এসে বড়দাদু সকালে টিফিন ওরফে প্রাতঃরাশ করতে আসতেন, ছোটদাদু শারীরিক অসুস্থতা কারণে মিতহারী মানুষ,সকালে মিষ্টি খই খেতেন দোকানে। বড় দাদু সকাল সকাল দোকান খুলে যেহেতু বাজারে দোকান, যেতেন মাছ বাজারে। এসে ব্যাগ নামিয়ে মাত্র ১০মিনিট সময় দিদার হাতে,দিদা বড় বটি আর ছাই নিয়ে ইদারা পাড়ে তৈরি,এক কোপে ধড় মাথা আলাদা করে পিস পিস করে, সেখানে কলে ধুইয়ে সোজা সেদিকের রান্না ঘরে দরজা দিয়ে ঢুকেই হিটারে নুন হলুদ দিয়ে মচমচে করে মাছ ভেজে গরম ভাত দিতেন মাম মামা আর বড় দাদুকে,বড়দাদু ছাড়া দুই মক্কেল যাবে স্কুল এ, যেহেতু দুই ভাই বোনের রুই কাতলা ইলিশ আড় ছাড়া অন্য মাছ এ আগ্রহ ছিল না,বড় মাছ এই গুলো আসতো তাদের জন্য, নাহলে হাঁড়িতে জিওনো জিওল। কুটু ততক্ষণে ছোটমাছ কাটতে চলে গেছে ইদারা পাড়ে,ওই বাড়িতে যেমন দিদা বড় মাছ কাটার সুদক্ষ ছোটদিদা ছোটমাছ কাটতে,এরপর মাছ কাটার পর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মতী লক্ষী দিদা ও বাড়ির পুরানো কাজের মানুষ। সেই সব ছাই মাছের আঁশ পরিষ্কার করে জল ঝাঁটা দিয়ে ইদারা পাড় ধোওয়াবে, সেখানে কলপাড়ে সে বাসন মাজে। গরম গলানো ঘি, মাছ ভাজা,মামের সবচেয়ে প্রিয় বেগুন ভাজা,বড়মা ততক্ষণে ভেজে ফেলেছেন,দিদা মাম মামাকে খাইয়ে স্কুল পাঠিয়ে রান্না চাপাতো সে সময়। বড়দাদু আবার সাড়ে বারোটার সময় দোকান থেকে এসে ঠিক একটার সময় মাথায় কেওকাপিন ঠেসে গরম জলে স্নান সেরে, আহ্নিক করে পায়রার ঘরে খাবার টেবিলে বসতেন। যদি সে সময় এর মধ্যে রান্না না হতো তো বাড়িতে দক্ষযক্ষ বেঁধে যেত,এই মানুষটির দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত একদা, বাড়ির নয় পাড়াতে মনদার ভয় আর সম্মান দুটোই উর্ধ্ব গগনে।দিদা বেচারা, আগে ওনার পতিদেবের পছন্দের পঞ্চপদ রেঁধে আগে তাকে দিয়ে তারপর ছেলে মেয়ের রান্না করতেন,তারাও স্কুল থেকে ফিরে খাবে। এরপর ঠটি বটি ভাজাভুজি শ্বাশুড়ি ঠাকুরঝি ঠাকুর পো'র রান্না বেলা দুটোর পর, এখানে আবার ব্যাপার আছে। ঠাকুরপো খান প্রায় শক্ত ভাত, একটা চালের গায়ে একটা লাগলে চলবে না,থালায় পড়লে রীতি মতো শব্দ হবে। জমিদারী না থাক, শৌখিনতা ছিল এবাড়িতে। বড়মা ওরফে মামের ঠাকুরমা র জন্য হিটারে বসানো নরম ভাত,যা কষ্টি পাথরের থালায় কাঁঠাল পিঁড়িতে বসে আড়মাছের লেজা মুড়ো কিংবা ইংলিশ মাছ দিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খেয়ে গেছেন। দিদার ঠাকুরপোর রোজ একটা সেদ্ধ চাই আগপাতে। সাত জনের পাত, সবার পছন্দের খাবারের যোগান দিতে দিতে আনন্দের সঙ্গে।

হঠাৎ করেই বেলডাঙা থেকে উধাও 'রোড রোমিও'রা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৫ নভেম্বর ঃ গত বেশ কিছুদিন ধরে স্কুল ছুটির পর বা স্কুলে ঢোকার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীদের নিয়মিত 'উত্যক্ত' করতো এলাকার কিছু যুবক। স্কুল কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবকেরা যখনই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় থানার দ্বারস্থ হয়েছেন, পুলিশ এসে এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে। কিন্তু সেই নজরদারি কিছুটা শিথিল হলেই ফের একবার 'রোড রোমিও'দের অত্যাচার বেড়ে যায়। বহুবার এই 'রোড রোমিও'দের সাবধান করেও কাজ না হওয়ায় এবার তাদের শিক্ষা দিতে অভিনব পন্থা নিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু বাসিন্দা। গত বেশ কিছুদিন ধরে বেলডাঙা থানার অন্তর্গত কুমারপুর ভোলানাথ মেমোরিয়াল হাই স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়া এবং সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিভিন্ন গ্রামের কয়েকজন যুবক 'ইভটিজিং' করতো বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবকেরা স্কুল শুরুর সময় এবং শেষের সময় বাইক নিয়ে স্কুলের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতো এবং যখন যে ছাত্রীকে তাদের ভালো লাগতো তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিত বিভিন্ন রকমের মন্তব্য। অভিযোগ কখনও কখনও এই 'রোড রোমিও'রা কয়েকজন ছাত্রীর হাত পর্যন্ত ধরে নিয়েছে। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার প্রতিবাদ করল 'রোড রোমিও'রা এতটাই 'উগ্র আচরণ' করতেন যে উল্টে এলাকাবাসীরা তাতে ভয় পেয়ে যেতেন। তবে এলাকাবাসীর নিজেদের সেই 'ভয়' সরিয়ে রেখে এবার 'রোড রোমিও'দের ধরে এবার 'উচিত শিক্ষা' দিয়েছেন। স্থানীয় কিছু বাসিন্দা সহ কয়েকজন ছাত্রীর অভিভাবকেরা বহুবার সাবধান করার পরও 'রোড রোমিও'রা নিজেদের না শোধরানোর কারণে দিন দুই আগে এরকমই প্রায় ২০ জন যুবককে ধরে তাদের 'উচিত শিক্ষা' দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে (আমরা এই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে বেলডাঙার ওই স্কুলের মেয়েদেরকে উত্যক্ত করার জন্য কয়েকজন যুবককে স্থানীয় একটি সেলুনে নিয়ে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওই ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে নিজেদের 'কুকীর্তি' ঢাকতে ব্যস্ত ওই যুবকেরা দ্রুত বাইক চালিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। নাম না প্রকাশের শর্তে এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'রোড রোমিও'দের শায়েস্তা করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দা এবং কিছু অভিভাবক উদ্যোগ নিলেও সেই উদ্যোগে পূর্ণ সমর্থন ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের। তাই একের পর এক 'রোড রোমিও'কে সেদিন সেলুনে বসিয়ে মাথা ন্যাড়া করানোর সময় তারা কোনও 'ট্যাঁ ফুঁ' করতে পারেননি বলেও এলাকাবাসী দাবি করেছেন। সূত্রের খবর যে স্কুলের সামনে 'রোড রোমিও'দের এই 'অত্যাচার' প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে প্রায় ৪৮০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ছাত্রী। ছাত্রীদেরকে 'উত্যক্ত' করার জন্য কিছু যুবক বিভিন্ন গ্রাম থেকে ওই স্কুলের সামনে জড়ো হতেন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন। বেলডাঙার তৃণমূল বিধায়ক হাসানুজ্জামান শেখ বলেন, 'গোটা ঘটনার কথা আমি শুনেছি। প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত তার বাড়ির ছেলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কী করছে সেদিকে নজর রাখা। তাহলে সামাজিক পরিবেশ সুস্থ থাকবে।' তিনি বলেন,' আমার নজরে এসেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত যেখানে মেয়েরা পড়াশোনা করে তার সামনে প্রায় প্রত্যেক দিনই প্রচুর যুবক সকালে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এবং বিকেলে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত আড্ডা মারেন। কেন তারা এই কাজ করেন আমার জানা নেই। প্রশাসন নিয়মিত এই ধরণের যুবকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিচ্ছে।' বেলডাঙার ওই বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহম্মদ মুস্তফা জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে কিছু যুবক স্কুল শুরু এবং শেষের সময় মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে 'কু-মন্তব্য' করত। ছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকেও আমরা জানাতে বাধ্য হয়েছি। তবে কিছু যুবক নিজেদেরকে না শোধরানোর কারণে এলাকাবাসীরা তাদের মাথা ন্যাড়া করে শাস্তি দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, দিন দুই আগে মাথা ন্যাড়া করার এই ঘটনাটি ঘটার পর থেকে ওই স্কুলের সামনে আর 'রোড রোমিও'দের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ওই স্কুলের নিকটবর্তী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনেও থেকেও 'রোড রোমিও'রা হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

মেট্রো রেলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মোবাইল কিউআর টিকিট

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে ডিজিটাল টিকিটিং বিকল্পগুলি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সাধারণ দিনে মোবাইল কিউআর টিকিটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী টিকিটিংয়ের এই সুবিধাজনক এবং সময় সাশ্রয়ী পদ্ধতিটি বেছে নিচ্ছেন। গতকাল, অর্থা ১৪.১১.২০২৫ তারিখে, AAMAR KOLKATA METRO অ্যাপের মাধ্যমে ৫৩,০০০ এরও বেশি মোবাইল কিউআর টিকিট বুক করা হয়েছিল - যা সাধারণ দিনে রেকর্ড করা সর্বোচ্চ। এটি মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপ এবং কিউআর টিকিটিং বিকল্প মোডের জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত করে। যাত্রীদের মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা সময় এবং অর্থ উভয়ই সাশ্রয় করে। মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে নিয়মিত ক্যাম্প আয়োজন করা হচ্ছে। এক লেনদেনে সর্বোচ্চ চারটি কিউআর টিকিট বুক করা যাবে। এই সুবিধা পেতে, যাত্রীদের Google Play Store বা App Store থেকে AAMAR KOLKATA METRO অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের বুকিং কাউন্টারে লাইন এড়াতে স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে, যার ফলে মূল্যবান সময় সাশ্রয় হবে। টিকিট কেনার জন্য এবং স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য ASCRM মেশিন ব্যবহার করার জন্য এবং বুকিং কাউন্টারে ভিড় কমাতে অনলাইন রিচার্জ বেছে নেওয়ার জন্যও তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

দামে বেশি, চাহিদায় শীর্ষে- ফলের বাজারে জনপ্রিয় নাগপুরের কমলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ নভেম্বর ঃ শীতের শুরুতেই মালদহের বাজারে দাপট দেখাচ্ছে বাইরের কমলালেবু। দার্জিলিংয়ের কমলা সাধারণত ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। তবে পাহাড়ের সেই কমলা আসতে এখনও সময় বাকি। এর মধ্যেই নাগপুরের কমলালেবু রমরমিয়ে বিকোচ্ছে মালদহে। প্রতি কেজি ৮০ থেকে ১০০ টাকার দাম হলেও কিনতে পিছপা হচ্ছেন না খাদ্যরসিক বাঙালি। তবে এর উলটোদিকও আছে। না জেনে শীতের এই কমলালেবু কিনে ঠকছেন অনেকে। নাগপুরের লেবুকেই দার্জিলিংয়ের কমলালেবু ভেবে কিনে নিচ্ছেন তাঁরা। যদিও বিক্রেতাদের দাবি, এই কমলা যে দার্জিলিংয়ের নয়, সেটা খদ্দেরদের নিশ্চিত করে বলেই দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা কিনছেন তাঁদের কথায়, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালে ক্ষতি কী? দার্জিলিংয়ের কমলা বাজারে না আসা পর্যন্ত নাগপুরই চলুক। মালদা শহরের উপকণ্ঠে রবীন্দ্রভবনের কাছে ইংলিশবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি চত্বরে রয়েছে মূল ফলের আড়ত। সেখান থেকেই ফলমূল পৌঁছে যায় খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে। ফলের আড়তদাররা জানান, দার্জিলিং পাহাড়ের কমলালেবু মালদার বাজারে আসতে এখনও দেরি আছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে মালদার বাজারে তার আমদানি হবে। তার আগে নাগপুর থেকে এই লেবুগুলি আনা হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন বাজার- রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, রাজমহল রোড, রথবাড়ি মোড়, ফোয়ারা মোড় ও অতুল মার্কেট এলাকায় ছড়িয়ে থাকা অস্থায়ী ফলের দোকানগুলোতেও জোরকদমে বিক্রি হচ্ছে নাগপুরের কমলালেবু।

বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের বার্তা বিজেপির

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১৫ নভেম্বর ঃ বিরসা মুন্ডা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুন্ডা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আমরাও আদিবাসীদের বঞ্চনার প্রতিবাদে শাসক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাব। শনিবার বিরসা মুন্ডার সাধশর্ত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বারোমেশিয়া গ্রামে ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী নেতা সুকল মাড্ডি, দলের জেলা সহ সভাপতি স্বরূপ রতন সিনহা, রূপা মণ্ডল, মহিলা মোর্চার জেলা সভা নেত্রী রশ্মি দে। ধ্রুব সাহা বলেন, আমরা ভোটের জন্য এখানে রাজনীতি করতে আসিনি। আমরাই দেশের রাষ্ট্রপতি করেছি দ্রৌপদী মুর্মুকে। ছত্রিশগড় ও ওড়িশা দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী। আদিবাসী সমাজকে সম্মান জানাতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা মনে করি আদিবাসী সমাজ যখন বিকশিত হবে তখন দেশ উন্নত হবে। রাজ্যের শাসক দল আদিবাসী সমাজকে বার বার বঞ্চিত করেছে। আমরা আগামী দিনে আদিবাসী সমাজকে সামনের সারিতে এনে এগিয়ে যেতে চাই। বারোমেশিয়া গ্রামে শিক্ষকের দ্বারা আদিবাসী ছাত্রী খুনের ঘটনা তুলে ধ্রুব সাহা বলেন, আদিবাসী মহিলারা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হচ্ছেন। বারোমেশিয়া গ্রামে আদিবাসী ছাত্রীকে খুন করা হয়েছে। আমরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আমরা চাই খুনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের খুঁজে বের করতে হবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মহিলাদের উপর অত্যাচার হলে যমরাজ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের এখানেও সেটাই হবে আগামী দিনে। আমরা বিরসা মুন্ডার আশীর্বাদ নিয়ে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে কাজ করে যাব।

হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের সাইবার সেল উল্লেখযোগ্য কাজের নজির গড়লো

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, ১৫ নভেম্বর ঃ আমাদের দেশে যখন উন্নত প্রযুক্তির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছে গেছে তেমনি কিছু অসাধু ব্যক্তি এই সুযোগ-সুবিধাকে মাধ্যম করে মোবাইল চুরি এবং সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। এই প্রতারণা চক্রকে প্রতিহত করতে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেনের উদ্যোগে প্রতিটি থানায় সাইবার সেল গঠন করা হয়েছে, এই সেলে কর্মরত অভিজ্ঞ কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে মোবাইল উদ্ধার সাথে সাথে সাইবার জালিয়াতির মাধ্যমে খোয়া যাওয়া অর্থ কেও উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের ফিরে পাওয়া প্রকল্পের মাধ্যমে আজ পুলিশের পক্ষ থেকে সিঙ্গুর থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অগ্নিশ্বর চৌধুরী জানান, আজ সিঙ্গুর থানার পক্ষ থেকে ৩৫ টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি বলেন এই নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ১৫৭ টি উদ্ধার হওয়া ফোন গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গত ২০২৪ সালে এই উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনের সংখ্যাটা ছিল ১০৪ টি। এছাড়াও সিঙ্গুর থানার পক্ষ থেকে ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত সাইবার জালিয়াতিতে ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা গেছে, যেখানে ২০২৪ সালে এই অংকটি ছিল মাত্র ৭৯ হাজার ২৯৭ টাকা। তিনি বলেন হুগলি জেলার বিভিন্ন থানাতে সাইবার ইউনিট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছে, যা আগামী দিনেও আরো এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসি সুদীপ্ত সাধুখাঁ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক বৃন্দ।

বিরসা মুন্ডার সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে বর্ধমানে তিন দিনের 'জয় জোহার' মেলা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর ঃ মুন্ডা বিদ্রোহের বীর নেতা 'ধরতি আবা' ভগবান বিরসা মুন্ডার সার্ধশত

জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমানের কালনা ব্লকের সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রসুলপুর মাঠে তিন দিনের 'জয় জোহার মেলা'-র সূচনা হলো শনিবার। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলার জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক ও বহু সাধারণ মানুষ। আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের ভিড়ে রসুলপুর মাঠ উপচে পড়ে। মেলাকে ঘিরে জমে ওঠে কেনাবেচা ও নানা বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এ বছরের জয় জোহার মেলার আয়োজন করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় তিন দিনের এই মেলার দায়িত্বে রয়েছে মেমারি-২ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি ও আদিবাসী নেতা দেবু টুডু, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানী এ সহ সরকারি আধিকারিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। মেলার প্রথম দিন ধামসা-মাদলের তালে বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জনদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন মন্ত্রী। মেলায় সরকারি প্রকল্পভিত্তিক বিভিন্ন স্টল স্থাপন করা হয়েছে। তিন দিনে আদিবাসী মানুষদের জন্য খেলাধূলা, প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে। উদ্যোক্তাদের মতে, শুধু পূর্ব বর্ধমান নয়, আশপাশের জেলা থেকেও বিপুল সংখ্যক মানুষ তিন দিনের এই মেলায় যোগ দেবেন। এদিন কালনার পূর্বস্থলী এলাকার সাহাপুরের মুন্ডা পাড়ায় ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১ তম জন্মদিন পালিত হয়। বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিকসহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওই আদিবাসী পাড়ায় ইতিমধ্যেই একটি আদিবাসী কমিউনিটি হল নির্মিত হয়েছে। এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে বরাদ্দ করেছেন ৩৮ লক্ষ টাকা। সারাদিন ধরে সেখানে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উদ্‌যাপন চলে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মালবাহী আনলোডিংয়ে ১২.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৫ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মালবাহী আনলোডিং-এর ক্ষেত্রে তার উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রেখেছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে মোট ১,০৩৫ টি মালবাহী রেক আনলোডিং করা হয়েছে, যা আগের বছরের একই মাসে ৯২১ টি রেকের তুলনায় ১২.৩৮ শতাংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মাস জুড়ে, এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য তেল, খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটোমোবাইল, ট্যাঙ্কার এবং অন্যান্য পণ্য সহ বিস্তৃত পরিসরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সুগম পরিবহন নিশ্চিত করেছে। এই চালানগুলি তার এক্তিয়ার জুড়ে বিস্তৃত বিভিন্ন পণ্য শেডে দক্ষতার সাথে আনলোড করা হয়েছিল। পণ্য পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির চাহিদা পূরণ করে। ২০২৫-এর অক্টোবর মাসে, শুধুমাত্র আসামে ৫৬০টি রেক আনলোড করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২৬৯ টি ছিল প্রয়োজনীয় পণ্য বহনকারী। একই সময়ে, ত্রিপুরায় ৯১ টি, নাগাল্যান্ডে ২১টি, অরুণাচল প্রদেশে ৯টি, মণিপুরে ২২টি, মেঘালয়ে ১ টি এবং মিজোরামে ১১টি রেক আনলোড করা হয়েছে। তদুপরি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন, পশ্চিমবঙ্গে ১৭০টি এবং বিহারে ১৫০টি রেক আনলোড করা হয়েছিল, যার মধ্যে অপরিহার্য এবং আবশ্যকীয়

উভয় ধরণের সামগ্রী ছিল। প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য পণ্যের অবিচ্ছিন্ন পরিবহণ জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং একই সাথে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন ও শক্তিশালী করে। সমস্ত স্তরে নিয়মিত তত্ত্বাবধানের ফলে পণ্য আনলোডিং-এর সময় কমানো এবং সামগ্রিকভাবে পণ্য আনলোডিং-এর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জয়নগরের মোয়াকে বাঁচাতে ৩৫ টি খেজুর গাছ বসালেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৫ নভেম্বর ঃ শীত পড়ে গেছে, আর শীতের জনপ্রিয় জয়নগরের মোয়া ও প্রস্তুতের পথে। আর এই মোয়া তৈরির প্রধান উপাদান খেজুর গাছ

থেকে উৎপাদিত নলেন গুড়। যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে খেজুর গাছ। আগে জয়নগর ও বকুলতলা থানার এলাকার তুলসিঘাটা, ফুটিগোদা, সাহাজাদাপুর, নিমপীঠ, শ্রীপুর, বহড়ু, বনমালিপুর, মিঠানি, ময়দা, কাকাপাড়া, তাজপুর, জোড়াপুল, দক্ষিন বারাশত সহ একাধিক জায়গায় রাস্তার পাশে, নয়নজুলির পাশে অবহেলা, অনাদরে খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে বয়সের কারনে, জঙ্গল থেকে বসতি স্থাপনের কারনে খেজুর গাছ নস্ট হয়ে গেছে। আর তার ফলস্বরুপ নলেন গুড়ের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। আর তাই এবার সরকারের পাশাপাশি নড়েচড়ে বসেছে জয়নগরের মোয়া কারবারিরা। আর জয়নগরের প্রাচীন মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস তার ব্যবসার ৩৫ বছরকে সামনে রেখে শনিবার জয়নগর বিধানসভার ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসিঘাটা কাটা খালের পাশে ৩৫ টি খেজুর গাছ বসালেন। এদিন এই গাছ বসাতে এগিয়ে আসেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এই উপলক্ষ্যে সেখানে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীণা মন্ডল, জয়নগর অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, শিক্ষক কনক কান্তি ঘোষ, ভবানী সরকার, এদিনের অনুষ্ঠানে আয়োজক খোকন দাস, রাজেশ দাস সহ আরো অনেকে। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, খেজুর গাছ ক্রমশ কমে যাওয়ায় ভালো মানের জয়নগরের মোয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন খাদ্য প্রেমীরা। আর এই মোয়াকে বাঁচাতে বেশি করে খেজুর গাছ লাগাতে হবে আমাদের। সাথে গাছ গুলির পরিচর্যার দিকে ও নজর দিতে হবে। খোকন দাস নিজে এগিয়ে এসেছেন। ওনার এই কাজকে স্বাগত জানাই। পাশাপাশি চাইবো তার মতো আরও মোয়া ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এসে খেজুর গাছ বসাক ও পরিচর্যা করুক, যাতে আগামী দিনে নলেন গুড়ের ভাঁড়ার শেষ না হয়। আর আমি জয়নগর বিধানসভার একাধিক হোবগা খাল আমি কিছুদিন আগে সংস্কার করিয়েছে সেচ দফতর সহায়তায় সেই খালের পাশে লাইন দিয়ে অনেক খেজুর গাছ বসানো যেতে পারে। মোয়া ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসলে আমি তাদের পাশে থেকে এই খেজুর গাছ বসানোর কাজে সহায়তা করবো। এদিন এই ব্যাপারে খোকন দাস বলেন, ১৯৯০ সালে আমি জয়নগরে মা কালি সুইটস এর হাত ধরে জয়নগরের মোয়া তৈরির কাজ শুরু করি। আর সেই কাজ ৩৫ বছরে পড়লো। আর তাই ৩৫ তম বর্ষের জন্মদিনটা খেজুর গাছ বসানোর মধ্যে দিয়ে পালন করলাম। খেজুর গাছ কমে গেছে, বয়স জনিত কারনে বহু গাছ মারা গেছে, নতুন করে এই গাছ হচ্ছে না। তাই জয়নগরের মোয়া কে বাঁচাতে আসল নলেনগুড়ের তৈরি মোয়া খাদ্যপ্রেমী মানুষের হাতে তুলে দিতে আমি এই খেজুর গাছ বসানোর উদ্যোগ নিই। আর এই গাছ গুলোর পরিচর্যা ও আমি করবো। আর খোকন দাসের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন খাদ্য প্রেমিক মানুষজন।

কার্তিক পূজা উপলক্ষ্যে হুগলি গ্রামীন পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গাইড ম্যাপ প্রকাশ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৫ নভেম্বর ঃ বাঁশবেড়িয়ায় কার্তিক পুজোতে ঘিরে সাজ সাজ রব চুঁচুড়া থেকে বাঁশবেড়িয়া। বিখ্যাত কার্তিক পুজোকে ঘিরে সাড়া পড়ে গেছে। সোমবার কার্তিক পূজা সেই উপলক্ষ্যে হুগলি গ্রামীন পুলিশ দর্শনের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এইসঙ্গে বাঁশবেড়িয়া

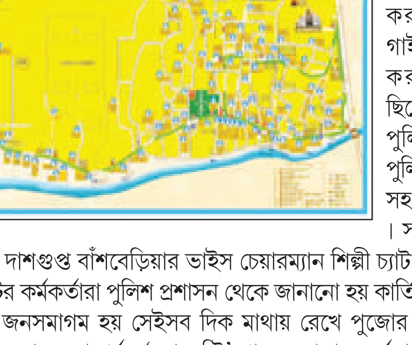

হংসেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনে হুগলি গ্রামীন পুলিশের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় ও পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয় উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডিএসপি সহ পুলিশ অফিসাররা। সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত বাঁশবেড়িয়ার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চ্যাটার্জী কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির কর্মকর্তারা পুলিশ প্রশাসন থেকে জানানো হয় কার্তিক পুজো উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় সেইসব দিক মাথায় রেখে পুজোর দিনগুলো বিকাল থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত 'নো এন্ট্রি' থাকবে রাস্তায়। দর্শনার্থীদের হেঁটে হেঁটে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। কোনো গাড়ি রাস্তায় যাবে না বেশ কিছু পার্কিং জোন দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ থাকছে সঙ্গে মহিলা পুলিশও থাকছে সাদা পোশাকে। এছাড়া অনেক মহিলা পুলিশ থাকবে পুলিশের বাইক বাহিনী থাকছে ওপর থেকে ড্রোনের নজরদারি থাকবে। মন্ডপগুলো ও রাস্তায় এবার প্রচুর সিসি ক্যামেরা মুড়ে দেওয়া হয়েছে। পথে থাকবে কড়া নজরদারি গঙ্গার ওপার থেকেও দর্শনার্থীরা প্রত্যেকবার আসেন প্রতিমা দর্শন করতে শিশুদের জন্য পরিচিতিপত্র সহ ব্যাচ দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে, মেডিকেল ক্যাম্প থাকছে। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চ্যাটার্জি জানালেন এবার কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ৮৫ টি পুজো থাকছে বাঁশবেড়িয়ায় ৬০ টি পূজো হচ্ছে চুঁচুড়ায় ২৫ টি পুজো থাকছে সবরকম ব্যবস্থা দর্শনার্থীদের জন্য, বাঁশবেড়িয়া সুন্দরভাবে আলোক মালায় সেজেছে ডিজে ও মাইক উচ্চস্বরে বাজালেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ এবার বিসর্জনে ৪৫ টি পুজো থাকবে।

রাস্তা সংস্কারের কাজে ভোগান্তি, নজরদারির অভাবে বাড়ছে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১৫ নভেম্বর ঃ শীতের আমেজ পড়তেই পর্যটকদের ভিড়ের আশায় বুক বাঁধছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সাম্প্রতিক বেশ কিছু দুর্ঘটনার জেরে শিল্পে ভাটা পড়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তা বাড়ছে তাঁদের। দিঘা-ওডিশা সীমানা থেকে অলঙ্কারপুর পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলায় ওই রাস্তাটি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। তার উপর নজরদারির অভাব ও অকেজো পথবাতির সমস্যায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অভিযোগ, ত্রিফলা সমস্যার জেরে মাঝেমধ্যেই ঘটছে ছোটবড় দুর্ঘটনা। অবশ্য, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। পথে দিঘা যাতায়াতের যানবাহনের চাপ সামাল দিতে দিঘা- শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্যদের উদ্যোগে দিঘা বর্ডার থেকে দিঘা বিদ্যাভবন পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছে। পূর্ত দপ্তর (সড়ক)। সে জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২২ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সামনে দেড় কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে পূর্ত দপ্তর। সম্প্রতি শুরু হয়েছে বাকি অংশ সম্প্রসারণের কাজ। জানা গেছে, এক বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হবে। রাস্তা সম্প্রসারণের কাজের জন্য চলছে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। পাশাপাশি এলাকার পথবাতিগুলিও অকেজো হয়ে রয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। আরও অভিযোগ, রাস্তার যে অংশে কাজ চলছে, তা গার্ডরেল বা ফিতে দিয়ে ঘিরে না-রাখার ফলে রাতের অন্ধকারে প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে বাইক ও ছোট গাড়ি। পর্যটন মরশুমে গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়বে। ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যার পাশাপাশি যানজটের দুর্ভোগ বাড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। তা ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়মিত যাতায়াতে সমস্যার কথাও উল্লেখ করছেন অনেকেই। সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শিবু বিশ্বাস বলেন, 'কাজের অংশ ঘিরে রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এ বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) আবুনুর হোসেন জানিয়েছেন, ভিড়ের সময়ে পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।

NIT No. WB/HZP/BI/CGP/APAS/NIT-15/25-26

E-Tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed contractors for execution of total **14(Fourteen)Nos**. different works. Last date of submission of Bid proposal (online): **05/12/2025 at 6:00 PM.** Bid opening date & time for Technical Proposal(Online): **08/12/2025 at 01.00 PM**. For details visit the office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
Chamrail Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪৬_২০২৫/কে/১০২৭; তারিখ: ১২-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **টেন্ডার নং ঃ ৪৬_২০২৫। কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে - ২ বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি, কিষাণগঞ্জ, কাটিহার এবং বালুরঘাট ডিপোতে রোলিং স্টক সম্পর্কিত নন-কোর কার্যকলাপ যেমন বৈদ্যুতিক ফিটিংস, ফিক্সচার ইত্যাদি পরিষ্কার করার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যাটারি ইত্যাদির মতো আন্ডারগিয়ার জিনিসপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৯৮,০২,৬৭২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৯৯,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE
In the Court of the Ld. 4th Civil Judge (Jr. Divn) at Howrah
Misc. Case No 91/2023
(Arising out of Title Suit No (1908/2015)
Md Afroz Gani Afroz Gani and ors, Petitioner.
VS
Md Sajid and Ors, Opp. parties.

Notice is hereby given that Md Asfaque Alam Son of Late Sk Md. Khurshid Alam residing at 419 G.T. Road. P.S. Golabari District Howrah-1 and others have filed the instant case in respect of schedule property against 1) Manirul Son of Not known residing at Bankra Beluganj P.S. Domjur District Howrah (2) Md Basir Son of not known residing at Bankra, Belu-ganj, P.S. Domjur District Howrah before the Ld. 4th Civil Judge (Jr. Divn) at Howrah being Misc. case No 91/2023 in respect of schedule mentioned property. If anybody interested regarding the suit property to appearing before the Ld. court personable or by agents within 30 days from the date of publication of this notice failing matter will be heard exparte.

All that piece and parcel of land and property measuring a Thirteen and therein and one third satak of land out of total 30 (thirty) satak situated in Dag No 1264/2105, Khatian No 292 and dag no 1264 khatian No 1267 both in mouza Bankra Police Station Domjur District Howrah with structure thereon which is butted and bounded by;
North: Dag No 1265. South: Road.
East: Dag No 2105 and 1264. West: D.B. Road.

Swapan Kumar Naskar
Signed
Seris tadar-in-charge
4th Civil Judge (Jr. Divn) at Howrah
Sheristadar Civil Judge (Jr. Divn.)
4th Court, Howrah

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **পরিমল চন্দ্র রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **মণিচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য**
ঠিকানাঃ **সেন পাড়া, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **পরিমল চন্দ্র রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **3474** নং বহি **....**
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **3474, 04.09.2024**
নামজারি কেস নংঃ **MN/___/0702/___**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪- পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
পরিমল চন্দ্র রায়, plot-742, L.R. Khatian no. 2656
সুকান্ত নগর কলোনী, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **পরিমল চন্দ্র রায়**
পিতা ঃ মৃত নিখিন চন্দ্র রায়
ঠিকানাঃ সুকান্ত নগর কলোনী, জলপাইগুড়ি

NIT No. WB/HZP/BI/CGP/APAS/NIT-14/25-26

E-Tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed contractors for execution of total **15 (Fifteen)Nos.** different works. Last date of submission of Bid proposal(online): **26/11/2025 at 6:00 PM**. Bid opening date & time for Technical Proposal (Online): **29/11/2025 at 01.00 PM.** For details visit the office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
Chamrail Gram Panchayat

Khandari Gram Panchayet.
Jambedia , Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No – 01/APAS/2025-26

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 2 (two) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **15th December, 2025 at 11:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং -এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫৩; **তারিখ ঃ** ১৩-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **কাজের নাম ঃ** এসএসই/এসআইজি/কিষাণগঞ্জের আওতাধীন কর্মরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনকে সংকেত সহায়তা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪০,০১,৮৪৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৮০,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা হবে** ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1990PLC048885
রেজি. অফিস- ১৪ তল, সুট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন নং.- +৯১-২২-৬৬৩০১১৫৬ ইমেলঃ **abhishek@paflin**, ওয়েবসাইটঃ : www.pafl.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩০.৯.২৫) (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩০.৬.২৫) (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩০.৯.২৪) (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে (৩০.৯.২৫) (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি (৩১.০৩.২০২৫) (পরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১৫২৫০.২৭	১৫০৪৫.৭৫	১৪১২১.৬৭	৩০,২৯৬.০২	৫৮৪৭৪.২৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম*)	৩৫৫৯১.৩৪	৭৪৪৭.০৮	৪৬৫২.৪৫	৪৩০৩৮.৪২	১০৮৫১.৬৭
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে*)	৩৫৫৯১.৩৪	৭৪৪৭.০৮	৪৬৫২.৪৫	৪৩০৩৮.৪২	১০৮৫১.৬৭
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে*)	৩৩৭৬৪.০০	৬৯৪৪.৯০	৩৫৮৬.৮৮	৪০৭০৮.৯০	৫৮৭০.৭৩
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	৩২৬৮৬.৭৭	৯০৭৫.০৫	৩৫৮৬.৮৮	৪১৭৬১.৮২	৩৮৭০.৩৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল ফেসভ্যালু ১০ টাকা প্রতি	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	৬.৪৩	১.৭৯	০.৭১	৮.২২	০.৭৬

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে CSE লিমিটেডের কাছে দাখিল করা হয়েছে। উল্লিখিত ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pafi.in-এ পাওয়া যাবে।

প্রিমিয়ার অটো ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- **অভিষেক গুপ্তা**
ডিরেক্টর
DIN: 0569803

তারিখঃ ১৪.১১.২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

যুদ্ধবিরতি বহুদূর, ইউক্রেনে ফের বড়সড় ড্রোন হামলা রাশিয়ার, মৃত ৮

রাশিয়ার আক্রমণে আবারও রক্তাক্ত ইউক্রেন। রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ-সহ দক্ষিণের কয়েকটি শহরে মুহুর্মুহু ড্রোন এবং মিসাইল হামলা চালায় রুশ সেনা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা বহু। আদৌ কি দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সম্ভব? এই প্রশ্নটিই এখন উঠতে শুরু করেছে।

ইউক্রেনের সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে, এদিন শয়ে শয়ে মিসাইল, ড্রোন নিয়ে রাজধানী কিয়েভ এবং দেশের দক্ষিণের কয়েকটি শহরে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৮ জনের। আহত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রুশ আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু বাড়িঘর, সরকারি ভবন এবং স্কুল। বিভিন্ন জায়গায় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, রুশ সেনা ৪৩০টি ড্রোন এবং ১৮টি ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ফের ইউক্রেনে আক্রমণে করেছে। এটি ছিল এখনও পর্যন্ত রাজধানী কিয়েভের উপর সবচেয়ে বড় হামলাগুলির মধ্যে অন্যতম।

উল্লেখ্য, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করলেও বিশেষ সমাধানের রাস্তা বের হয়নি। দু'দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠকও করেন তিনি। কিন্তু তা-ও কোনও রফাসূত্র মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ফের একপ্রস্থ বৈঠকে বসার কথা ছিল ট্রাম্পের। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সময় নষ্ট করতে চান না। তিনি বলেন, বলেন, আমি একটা অর্থহীন বৈঠক করতে চাই না। নিজের সময় নষ্ট করতে চাই না।

আমেরিকায় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে খাদ্যপণ্যের দাম! অসন্তোষ সামলাতে শুল্ক প্রত্যাহার ট্রাম্পের

১৫ নভেম্বর ঃ শুল্ক যুদ্ধের ফল যে ভালো হচ্ছে না, তা পরিস্থিত বুঝতে পেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকায় খাদ্যপণ্যের বৃদ্ধি তার প্রমাণ। অসন্তোষ বাড়ছে মানুষের মনে। অবস্থা সামাল দিতে নতুন নির্দেশে জারি করলেন প্রেসিডেন্ট। শুল্ক প্রত্যাহার করলেন নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের উপর।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গরুর মাংস, কফি এবং আম-কলার মতো বিশেষ কিছু ফল-সহ বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই সব পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। ক্রমাগত বাড়তে থাকা অভিযোগ সামলাতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, ট্রাম্পের নতুন নির্দেশে, চা, ফলের রস, কোকো, মশলা, কলা, কমলালেবু, টমেটো এবং কিছু সারের উপর থেকে শুল্ক কমানো হয়েছে। এর মধ্যে বহু পণ্য আমেরিকায় উৎপাদন হয় না। এগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শুধুমাত্র মূল্যবৃদ্ধি নয় এর পিছনে রয়েছে অন্য রাজনৈতিক কারণ। সাম্প্রতিক কিছু নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয়ে ট্রাম্পের বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছে। ভার্জিনিয়া এবং নিউ জার্সির ভোটারদের কাছে অর্থনৈতিক সমস্যা সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই ইঙ্গিত ট্রাম্প উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এপ্রিল মাসে, ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক আরোপ করেন। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি এই শুল্ক মূল্যবৃদ্ধির উপরে প্রভাব ফেলে না। যদিও নির্বাচনের ফলাফল অন্য কথা বলেছে। বিশেষ করে গো-মাংসের বাড়তে থাকা দাম আমেরিকার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গো-মাংসের প্রধান রপ্তানিকারক ব্রাজিলের উপর শুল্ক আরোপকে আংশিকভাবে এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করছে সাধারণ মানুষ। ইকুয়েডর, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে সম্প্রতি বাণিজ্যচুক্তি হয়েছে আমেরিকার।

মার্কিন ছাত্র রাজনীতিতে জয়ী ইজরায়েল বিরোধী কমিউনিস্ট তরুণী

১৫ নভেম্বর ঃ নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসেবে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত, মুসলিম সমাজতান্ত্রিক নেতা জোহরান মামদানির জয় উদযাপন এখনও শেষ হয়নি। সেই সেলিব্রেশনকে আরও রঙিন করে তুলল আরেক কমিউনিস্টের জয়। মার্কিন ছাত্র রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস গড়লেন কমিউনিস্ট তরুণী হান্না শভেস। ইজরায়েলি বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ হান্না ইথাকা কমন কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে জয়ী হলেন। হারালেন নির্দল প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মামদানির পর হান্নার জয়ে উচ্ছসিত আমেরিকার কমিউনিস্টরা। ২০ বছরের কমিউনিস্ট তরুণী হান্না শভেস গড়লেন নয়া ইতিহাস। মাত্র বছর কুড়ির তরুণী হান্না শভেস করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ক্যাম্পাসে পা রেখেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছেন। আর দ্রুত তার ফসলও ঘরে তুললেন। যে ইথাকা কমন কাউন্সিলে জয়ী হয়েছেন হান্না, তার অনেকটাই এই করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ছাত্র রাজনীতিকে বেশ ভালোই প্রয়োগ করেছেন তরুণী। তাঁর প্রতিপক্ষ জি.পি জুরেন্ডা অবশ্য একসময় বামপন্থায় আস্থা রাখলেও পরবর্তীতে সে পথ থেকে সরে এসেছেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিলেন কমন কাউন্সিলের ভোটে। হার মানতে হয়েছে কমিউনিস্ট হান্নার কাছে। ইথাকা কমন কাউন্সিলের নির্বাচনে ১০ আসনের মধ্যে চারটিতেই জয়ী হয়েছেন করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। ফলে আমেরিকার এই অংশে বামপন্থীদের পুনরুত্থান একেবারে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের। ভোটপ্রচারে মামদানির মতোই হান্না তুলে ধরেছিলেন ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবি। এছাড়া গৃহহীনদের অকারণে উৎখাত না করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন এই তরুণী।

শ্রীনগর থানায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) ঃ শুক্রবার গভীর রাতে শ্রীনগর থানায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আম আদমি পার্টির (এএপি) জাতীয় আহ্বায়ক এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, দেশ জবাব চাইছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখেছেন, গত রাতে শ্রীনগর থানায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক। অনেক সাহসী পুলিশ সদস্য শহীদ হয়েছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন। ঈশ্বর শহীদদের পরিবারকে এই অসহনীয় ক্ষতি সহ্য করার এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের শক্তি দিন। শোকাহত পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা। কেজরিওয়াল বলেন, সরকারকে জিজ্ঞাসা করা গুরুত্বপূর্ণঃ দেশে কী ঘটছে? সরকার, নিরাপত্তা সংস্থা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কী করছে? কীভাবে এবং কেন জাতির নিরাপত্তার সাথে এত বড় আপোস করা হচ্ছে? অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেন, দিল্লি বিস্ফোরণের গুঞ্জন এখনও কমেনি, এরমধ্যেই আরেকটি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে দেশ।

ঐতিহাসিক জয়ের পর নীতীশের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় চিরাগের

পাটনা, ১৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ বিহারে এনডিএ-র ঐতিহাসিক জয়ের পর শনিবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে দেখা করলেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী তথা লোক জনশক্তি পার্টি (আরভি)-র প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে দেখা করার পর কেঃদ্রীয.মন্ত্রী এবং এলজেপি (আরভি) প্রধান চিরাগ পাসওয়ান বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁকে অভিনঃদন জানিযেছি এবং শুভকামনা জানিযেছি। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ ঐতিহাসিক জয.পেযেছে। তাই, এলজেপি (আরভি)-এর একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অভিনঃদন জানিযেছে। চিরাগ বলেন, আমি আনঃিদত যে মুখ্যমন্ত্রী এনডিএ-তে প্রতিটি জোট শরিকের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তিনি এলজেপি (আরভি) প্রার্থীকে সমর্থন করেছিলেন। আলাউলিতে, যেখানে আমি ভোট দিই, আমি জেডি (ইউ) প্রার্থীকে সমর্থন করেছি। এটি দেখায.যে জেডি (ইউ) এবং এলজেপি (আরভি) সম্পর্কে যারা বিভ্রান্তিকর কথা বলছিল, তারা কেবল মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করছিল।

১৮ দিনের শিশুর রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য যোধপুরে

যোধপুর, ১৫ নভেম্বর (হি.স.) ঃ রাজস্থানের যোধপুর জেলার রাতানাডা এলাকার নেহরু কলোনিতে শনিবার ভোরে ১৮ দিনের এক শিশুর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর সময় শিশুটি তখন ছিল তার মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে। শিশুটির বাবা পুনমরাম সানসির থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।তিনি অভিযোগে জানান , তাঁর দুই শ্যালিকা শিশুটিকে খুন করেছে বলে সন্দেহ। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে শিশুটিকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই প্রথম পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল নেহরু কলোনিতে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। এফএসএল দলও এসে নমুনা সংগ্রহ করেছে। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত ঘটনাস্থল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। স্থানীয়দের দাবি, পরিবারে নিত্যদিন অশান্তি চলত। প্রাথমিক সন্দেহ, শিশুটির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। কিছু তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা নরবলি-সংক্রান্ত আশঙ্কাও খতিয়ে দেখছেন। শিশুটির দেহের ময়নাতদন্ত ইতোমধ্যেই মেডিক্যাল বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলেই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।তদন্তের চলছে ।

রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এসব জিনিস ভুলেও বাড়িতে আনবেন না

রাস্তায় বেরিয়ে কি জিনিস কুড়িয়ে পকেটে নেওযার অভ্যেস রয়েছে? তাহলে সাধু সাবধান। পথে চলতে চলতে মূল্যবান জিনিস পেলে তা পকেটে পুরে ঘরে ফেরা অনেকেরই অভ্যাস। কিন্তু এই আপাত নিরীহ অভ্যাসটি আপনার জন্য ভযাবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। জ্যোতিষ ও বাস্তু মতে, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এসব জিনিস আপনার গৃহে নেগেটিভ এনার্জির সঞ্চার করে। এর ফলে দুর্ভাগ্য, আর্থিক ক্ষতি বা অন্য কোনও সমস্যা প্রবেশ করতে পারে আপনার জীবনে। তাই পথে পাওয়া জিনিস স্পর্শ করার আগে দু'বার ভাবুন। কারণ এই অভ্যাস হতে পারে আপনার মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

এক্ষেত্রে কোন কোন জিনিসগুলো এ।িয়ে চলবেন জেনে নিন।কুমকুম বা সিঁদুরঃ রাস্তায় পড়ে থাকা সিঁদুর বা কুমকুম কুড়িয়ে আনা অত্যন্ত অশুভ বলে বিবেচিত। এটি মূলত তন্ত্রক্রিয়া, নজর দোষ বা দুর্ভাগ্য দূর করতে ব্যবহৃত হয। অনেকেই তা বিভিন্ন তান্ত্রিক ক্রিয়ায় রাস্তায় ফেলে ছড়িয়ে রাখে। পা দিয়ে পাড়িয়ে গেলে বা কুড়িয়ে.হাতে নিলে বড় ধরনের ক্ষতি, পারিবারিক অশান্তি বা আর্থিক দেনা দেখা দিতে পারে।

পোড়া নারকেলঃ পোড়া নারকেল সাধারণত পূজা বা বিশেষ উপাচারে ব্যবহৃত হওয়ার পর তা পুকুর বা গঙ্গায় ফেলে দিতে হয়। এটি কুড়িযে. বাড়িতে আনলে সমস্ত দুর্ভাগ্য বা অশুভ শক্তি আপনার ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষ মতে, এর ফলে পরিবারে রোগ, শোক এবং আর্থিক সংকটের আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়। চুলের গোছাঃ ছোট বাচ্চারা অনেক সময় না বুঝে রাস্তায. কুড়িযে.পাওযা. চুলের গোছা বা চুল ঘরে নিয়ে আসে। অনেক তন্ত্রসাধক এবং অশুভ শক্তি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের সমস্যা বা রোগ দূর করতে চুল ফেলে দেয। যদি কেউ সেই চুল কুড়িযে.নিজের কাছে রাখে, তবে ওই নেগেটিভ প্রভাব সরাসরি সেই ব্যক্তি বা তার পরিবারে এসে পড়ে। পুতুল রাস্তায় পড়ে থাকা পুতুল প্রায়শই তন্ত্র বা বশীকরণ কাজে ব্যবহৃত হয়। বাচ্চারা সেই পুতুল নিয়ে নিজের কাছে রাখতে পারে। আসলে এই পুতুল কারও দুর্ভাগ্য বা রোগ দূর করার জন্য তন্ত্র ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হওয়ার পর ফেলে দেওয়া হয়। এই ধরনের পুতুল কুড়িয়ে ঘরে আনলে সেই অশুভ শক্তি আপনার সংসার তছনছ করে দিতে পারে। এতে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা, এমনকী মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

জানলে চমকে যাবেন সব ঋতুতেই অনেকের কাছেই চাদর সেফগার্ড

১৫ নভেম্বর ঃ শত ব্যস্ততার পর বাড়ি ফিরে শান্তির ঘুম কে না চায়। তবে অনেকেই আছেন যারা নিজের বিছানা, বালিশ না পেলে বিনিদ্র কাটিয়ে ফেলেন রাত। আবার অনেকেই আছে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোনও ঋতুতেই চাদর গায়ে না দিয়ে ঘুমোনোর কথা ভাবতেই পারেন না। তাদের নিয়ে পরিচিত বৃত্তে হাসি-ঠাট্টাও কম হয় না। কিন্তু জানেন কি এই চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমনোর নেপথ্যে রয়েছে গভীর মনঃস্তত্ব।বিশেষজ্ঞদের দাবি, চাদর অনেকের কাছে সেফ গার্ডের মতো। গবেষনা বলছে, অনেকেরই ছোটোবেলা খুব সমস্যায় কাটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ বাবা-মায়ের মধ্যেই টানাপোড়েন। প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে ভয়, অনিশ্চয়তা। অর্থা ট্রমার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যেই নাকি এই প্রবণতা দেখা যায় সব থেকে বেশি। যুক্তি হল, অনিশ্চয়তায়

ভরা জীবনে চাদরকে এরা একটা শিল্ডের মতো মনে করে। ভাবে, চাদর থাকলে কোনও বিপদ তাঁদের ছুঁতে পারবে না। যারা ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে জেগে ওঠেন তাঁদের কাছেও চাদরটা সেফগার্ডের মতোই। চাদর গায়ে দিলে তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন এরা, ঘুম নামে চোখে।তবে এটাই যে একমাত্র কারণ তা একেবারেই নয়। ব্যাখ্যা রয়েছে আরও। চাদর গায়ে ঢাকা দিলে অনেকের ব্রেন চাপমুক্ত হয়। কেউ চাদর গায়ে শুয়ে পড়লে অনুভব করেন, এবার ঘুমোনোর সময়। কারও কাছে এটা শ্রেফ অভ্যেস। যদিও অনেকেই আছেন, যারা শুধু চাদর গায়ে দিয়ে নয়, মুড়ি দিয়ে ঘুমোন। যা কিন্তু একেবারেই ভালো অভ্যেস নয়। কারণ, মুড়ি দিয়ে ঘুমোলে বিশুদ্ধ বাতাস ঢুকতে বাধা পায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুসফুস। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এই অভ্যেস বদলে ফেলাই ভালো।

বাস্তুশাস্ত্র মেনে এভাবে সাজান ডাইনিং রুম, হাতেনাতে পাবেন সুফল!

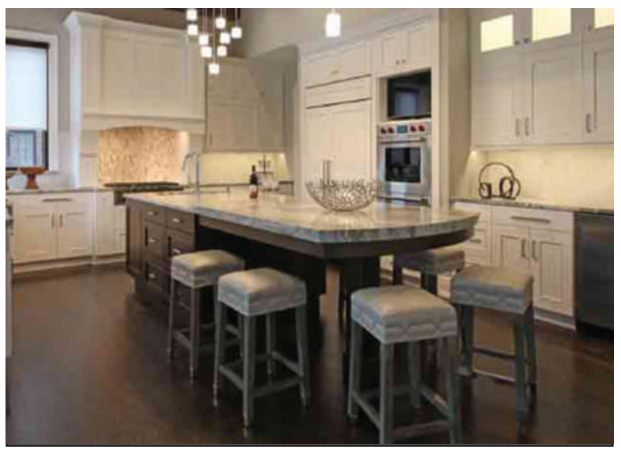

সারাদিনের ব্যস্ততা। পরিবারের সকলের একসঙ্গে সময় কাটানো প্রায় হয়ই না। তবে পরিবারের সকলের দেখা হওয়ার একটাই জায়গা তা হল ডাইনিং টেবিল। পেটপুজোর সঙ্গে হয় মনের কথা লেনদেন। তাতে পারিবারিক সম্পর্কের বাঁধন আরও শক্তপোক্ত হয়। বাস্তু মেনে ডাইনিং টেবিল সাজাতে না পারলে বিপদ। হতে পারে সর্বনাশ।

প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক, বাস্তু মেনে কোথায় রাখবেন ডাইনিং টেবিল। ডাইনিং টেবিল রাখতে হবে বাড়ির পশ্চিম দিকে। তাতে পরিবারের লোকজন একে অপরের উপর দায়বদ্ধ হয়ে উঠবেন। দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি হতে পারে।

কোনদিকে মুখ করে খেতে বসছেন, তার উপরেই পারিবারিক সুখসমৃদ্ধি এবং উন্নতি নির্ভর করে। স্বাস্থ্য কেমন থাকবে, তা-ও দিকের উপর নির্ভরশীল। বাস্তুশাস্ত্র বলছে, পূর্ব অথবা উত্তর দিকে মুখ করে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসুন। তাতেই হবে উন্নতি। তবে প্রবেশদ্বার যাতে পিছনে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

কোন ধরনের ডাইনিং টেবিল বাছবেন, তার উপরেও নির্ভর করে ভাগ্যোন্নতি। পারিবারিক উন্নতিতে অবশ্যই বেছে নিন কাঠের ডাইনিং টেবিল। পরিবারের সমৃদ্ধিতে বাড়িতে রাখুন গোলের পরিবর্তে চারকোণা টেবিল। অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে টেবিলের উপর কাচ না রাখার চেষ্টা করুন।

ডাইনিং টেবিল সাজানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ টেবিল সবসময় পরিস্কার রাখুন। ভুলেও ছুরি রাখবেন না টেবিলে। তাতে বাড়িতে নেতিবাচক শক্তির সঞ্চার হতে পারে। টেবিলের উপর গাছ রাখতে পারেন। ভুলেও কৃত্রিম প্লাস্টিকের গাছ রাখবেন না। ডাইনিং টেবিলের কাছাকাছি আয়না রাখবেন না। তাতে সংসারে অশান্তি হতে পারে। ডাইনিং টেবিলের নিচে ঝাঁটা রাখবেন না। তাতে সংসারে ব্যয় বেশি হতে পারে।

শীতের মরশুমে গিজার ছাড়া স্নানঘরের কথা ভাবতে পারেন না অনেকে।

বাতাসে শীতের আগমনি বার্তা। ক্রমশ কমছে তাপমাত্রা। এই মরশুমে গিজার ছাড়া স্নানঘরের কথা ভাবতে পারেন না অনেকে। কেউ কেউ আবার স্নান করার সময়েও গিজার চালিয়েই রাখেন। কিন্তু জানেন কি, এই অভ্যাসের জন্য আপনার বড় ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নান করার সময় গিজার বন্ধ করে নেওয়াই উচিত। ঠিক কী কারণে একথা বলেন বিশেষজ্ঞরা, চলুন তা জেনে নেওয়া যাক।

গিজার নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ না করলে বিপদে আশঙ্কা রয়েছে। গিজারের অতিরিক্ত গরম জলে হাত পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার বেশিক্ষণ চালিয়ে রাখার ফলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

গিজার বন্ধ করে দেওয়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার জল ভরে থাকে মেশিনে। তার ফলে জলের তাপমাত্রার হেরফের হয় না। বলে রাখা ভালো, স্নানের সময় জলের তাপমাত্রার হেরফের হলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার ফলে মরশুমি রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে।

অতিরিক্ত গরম জলে স্নান করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। শুষ্কতা, জ্বালা কিংবা চুলকানির সমস্যার আশঙ্কাও থাকে।

ফ্রিজে দীর্ঘদিন সবজি টাটকা রাখতে চান? জাপানি টোটকাতেই হবে কেল্লাফতে

নিত্যদিনের ব্যস্ততায় সারা সপ্তাহের বাজার একসঙ্গে করে রেখে দেওয়ার বিষয় নতুন নয়। তবে অনেক বাজার একসঙ্গে করে রাখলে তাতে সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে স্বাদে ঘাটতি পা।র বিষয় নতুন নয়। ফ্রিজে রাখা সবজি কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে ভালো রাখবেন ভাবছেন? এক্ষেত্রে মেনে চলতে পারেন এই জাপানি টোটকা। এক্ষেত্রে বলা যায় প্রযুক্তিগত দিক থেকেই শুধু নয় ঘরকন্নাতেও জাপানিরা যেন নতুন পথ দেখালেন। ফ্রিজে রাখা সবজি সংরক্ষণেও। তাই এই পদ্ধতি মেনে বাজার থেকে আনা সমস্ত সবজি আগে পরিস্কার করে ফ্রিজে তুলুন। দাগ থাকা বা তা।তা।ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এরকম সবজি তা।তা।ি রান্না করে ফেলার চেষ্টা করুন। শুধু তাই নয়, শাক, ধনেপাতার আঁটি থেকে রাবার ব্যান্ড খুলে তবেই ফ্রিজে রাখুন। নচে পচে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। একইসঙ্গে প্লাস্টিকের ব্যাগে সবজি আনলেও তাতে ভরেই ফ্রিজে রাখবেন না। বাজার থেকে আনা শাক কখনও কেটে ফ্রিজে রাখবেন

না। শাক কেটে না রাখলে তাতে আদ্রতা বজায় থাকে এবং ফ্রিজের তাপমাত্রায় তা শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে না। এই পদ্ধতি মেনে সুতির পাতলা কাপড়ে মুড়ে অথবা জিপ লক ব্যাগে ভোরে ফ্রিজে তরকারি রাখতে পারেন। এতে সব্জির মধ্যে আদ্রতা বজায় থাকবে এবং তা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে। তবে কয়েকদিন পরপর তা পালটানোর চেষ্টা করবেন। বাজার করার পর কোন কোন সবজি ফ্রিজে রাখা যাবে এবং কোনটা রাখা যাবে না তা বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে ফ্রিজে রাখতে পারেন ব্রকোলি, বাঁধাকপি, বিনস, লেটুস, বেগুনের মতো সবজিগুলি। তবে আলু, পেঁয়াজ, রসুন ফ্রিজে রাখার দরকার পা। না। তা পরিস্কার শুকনো জায়গায় রেখে দিন।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সক্রিয় শিবির

১৫ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয়.অর্থ মন্ত্রকের নির্দেশে ১০ বছর বা তার বেশিদিন ধরে নিষ্ক্রিয় ব্যাংক অ্যাকাডন্টট সক্রিয় করতে হাইলাকান্দি জেলায় সচেতনতা শিবির শুরু হয়েছে। যৌথ উদ্যোগে গত ১৩ নভেম্বর লালা উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয় ।

NAME CHANGE

I, Mamataj Mondal alias Mamtaj Mondal alias Momtaj Bibi(Old Name) W/o Tuhin Mandal residing at Vill. Chhoto Chupria, P.O. Chupria, P.S.-Hanskhali, Dist. Nadia, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Mamtaj Khatun Mandal(New Name) as declare before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia affidavit Vide No. 17263 dated 11/06/2025. Mamataj Mondal, Mamtaj Mondal, Momtaj Bibi and Mamtaj Khatun Mandal all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Tasawer Hussain (Old Name) S/o Mahfooz Alam Residing at Green Vista FL-4G, Narayanpur District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Tasauwer Hussain (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 14-11-2025. Tasawer Hussain (Old Name) and Tasauwer Hussain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,ARUN PAL S/O MANTU PAL OF PALPARA BHATJANGLA, P.O. BHATJANGLA, DIST NADIA. DECLARES BY AN AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 13/11/2025 ARUN PAL AND ARUN KUMAR PAL ARE SAME AND IDENTICAL PERSON. MY ACTUAL NAME IS ARUN PAL.

NAME CHANGE

I, Saphina Bibi (Old Name) W/o Jakir Khan Residing at Vill - Telami, P.o - Telami, P.s - Egra, District - East Medinipur, Pin - 721447, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sakina Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Saphina Bibi (Old Name) and Sakina Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, APPU AGARWAL W/O AMIT JHUNJHUNWALA Residing at Flat No-6B, Merlin Heights, 41 Hazra Road, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GAYATRI JHUNJHUNWALA as declared before the Ld. Metropoliton Magistrate at Kolkata vide affidavit No 219, Dated 07-08-2013. APPU AGARWAL and GAYATRI JHUNJHUNWALA both are same and identical person.

Change of Name & Date of Birth

I, RUBY GUIN wife of Late AMARNATH GUIN, was born on 19/08/1965, residing at AB-4/1, Rajarhat Road Deshbandhu Nagar, Rajarhat Gopalpur(m), P.O.-Deshbandhu Nagar, North 24 Parganas-700059, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as RUBI GUIN also change my Date of Birth form 18/08/1965 to 19/08/1965 as declared before notary public vide Affidavit S.L. No. 02/2025, Book No. I, Vol No. II dated 14/11/2025. RUBY GUIN and RUBI GUIN both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Dashrath Tiwari (Old Name) S/o Lalu Tiwary Residing at 2, Ahmed Mamuji Street, Liluah, Bally, District - Howrah, Pin - 711204, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Dashrath Tiwary (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Dashrath Tiwari (Old Name) and Dashrath Tiwary (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, OAJED ALI S/O MATABDI SANA Residing at Vill & P.O.-Banglani, P.S.-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as WAZED ALI SANA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated, Dated 14-11-2025. OAJED ALI and WAZED ALI SANA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Kadar Ali Sk (old name) residing at Bandakhola , Malumghacha, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KADAR ALI SK to KADAR MALLIK and henceforth I shall be known as KADAR MALLIK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/11/2025. KADAR ALI SK and KADAR MALLIK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saheb Khanrah (Old Name) S/o Rahitaswa Khanrah Residing at Vill - Wadipur Purbapara, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711411, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Saheb Khanra (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Saheb Khanrah(Old Name) and Saheb Khanra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) SEIKH ISLAM S/o- KAIFAT SEKH Residing at, Vill & Post - Durlovpur, Ps- Islampur, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SEIKH ISLAM To ISLAM SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ISLAM SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Oct 2025, ISLAM SHAIKH and SEIKH ISLAM both are Same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি Sangita Das, WO Sukanta Das, রামপুরহাট কালিতলাপাড়া, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। বিয়ের আগে আমার নাম ছিল Sangita (Rajak), DO Ganesh Rajak. বিয়ের পর আমার স্বামীর পদবি নেওয়ায় আমার নাম হয়েছে Sangita Das (Rajak), WO Sukanta Das. যেটা ইউনিয়ন ব্যাংকের পাসবুকে (Ac no 392402010369548) নথিভুক্ত রয়েছে। ১৩.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sangita Das and Sangita Das (Rajak) এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, Pronob Sikder (Old Name) S/o Late Paresh Chandra Sikdar Residing at Vill - Hijalpukur, P.o - Hijalpukur, P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743271, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Pranab Sikder (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Pronob Sikder (Old Name) and Pranab Sikder (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Tuhin Mondal (Old Name) Son Of Malek Mandal ,Residing At Chhoto Chupria ,P.o-Chupria,P.s.Hanskhali,Dist-Nadia,Pin-741502,West Bengal,Have Changed My Name And Shall Henceforth Be Known As Tuhin Mandal(New Name) As Declared Before The Ld,1st Class Judicial Magistrate Afitabit Vide No,17187 At Ranaghat Dated 11/06/25, Tuhin Mondal & Tuhin Mandal Both Are Same And Identical Person.

নাম পরিবর্তন

আমি Afuyan Ali, SO Anisur Rahaman, গ্রামঃ কানাইপুর, পোঃ অনন্তপুর কানাইপুর, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। ইউনিয়ন ব্যাংকের ৩৯২৪০২১২০০০২৫৭৪ নম্বর একাউন্টে আমার নাম Afuyan Ail Mahammad নথিভুক্ত রয়েছে। ১১.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Afuyan Ali and Afuyan Ail Mahammad এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Momota Sikder (Old Name) W/o Late Paresh Chandra Sikdar Residing at Vill - Hijalpukur, P.o - Hijalpukur, P.s - Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743271, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mamata Sikder (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 14-11-2025. Momota Sikder(Old Name) and Mamata Sikder (New Name) both are same and one identical person.

ফুল বাজারের পরিকাঠামোগত মান উন্নয়নের দাবি কোলাঘাটের ফুল চাষী, ফুল বিক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ১৫ নভেম্বর ঃ পয়সা দিয়েও মিলছে না পরিষেবা! ফুল বাজারের পরিকাঠামোগত মান উন্নয়নের দাবি ফুল চাষী থেকে ফুল বিক্রেতাদের! পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট

ফুল বাজার বিখ্যাত। কোলাঘাট রেল স্টেশনের পাশে রেলের জমিতেই বসে এই ফুলের বাজার। প্রতিদিন ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত চলে ফুলের বাজার। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া সহ বিভিন্ন জেলার ফুল চাষী থেকে ফুল বিক্রেতারা বাজারে জড়ো হন ফুল কেনাবেচার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই ফুলবাজারে পরিকাঠামো গত সমস্যা রয়েছে। ৫০ বছরের বেশি বেশি সময় ধরে কোলাঘাট স্টেশনের পাশে বসে এই ফুল বাজার। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুলবাজার হিসেবে পরিচিত কোলাঘাট ফুলবাজার। বাজারটি রেলের জায়গার ওপর হওয়ায় প্রতিদিন ফুলবাজারে আসা ফুলচাষী ও ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা আদায় করে রেল। রাজস্ব আদায় হলেও পরিকাঠামগত উন্নয়ন একেবারেই নেই বলে অভিযোগ। ফুলবাজারের পরিকাঠামোর কোনও উন্নয়ন করেননি রেল কর্তৃপক্ষ। এই ফুল বাজারের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হওয়াটা জরুরি বলে মনে করছেন ফুল ব্যবসায়ী থেকে ফুল চাষীরা। এই বিষয়ে সারা বাংলা ফুল চাষী ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক জানান, দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে কোলাঘাট রেল স্টেশনের ডাউন লাইনের পাশে রেলের জায়গায় ফুলের বাজার হয়ে আসছে। কোলাঘাট ফুলবাজার থেকে বিপুল রাজস্ব আয়ের পরেও কোনও উন্নয়ন করেননি কর্তৃপক্ষ। আমরা চাই, ফুলবাজারে আসা ফুলচাষী এবং ফুল ব্যবসায়ীদের সমস্যার সমাধানে রেল উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক। তাই ফুল বাজারের উন্নয়নের জন্য তমলুকের সাংসদ ও জেলাশাসক ইউনুস রিশিন ইসমাইলের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নিশান্ত কুমার বলেন, ফুলবাজারের স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ার কোনও পরিকল্পনা নেই রেলের। প্রাথমিক চাহিদাগুলির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। কোলাঘাট রেল স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রায় ১৪৬৯ বর্গমিটার জায়গার উপরে বসে ফুলবাজার। ফুলবাজারে রয়েছে অনুসারী সামগ্রীর অন্তত কুড়িটি দোকান। রেলের জায়গায় এই বাজার বসার দরুণ প্রতিদিন রেল কর্তৃপক্ষ ফুলচাষীদের থেকে ১০ টাকা, দোকানদারদের থেকে ২৫ টাকা ও ফুল ওজন করার লোকেদের থেকে ২৫ থেকে ৪০ টাকা করে সংগ্রহ করেন। এত বড় বাজারে কোনও শৌচাগার নেই। নেই কোনও ভ্যাট। ফুলবাজারের পাশে পড়ে থাকে অব্যবহৃত ফুল। সেগুলি পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। নাকে হাত চাপা দিয়েই চলে বেচাকেনা।

গোলা বা মড়াই তৈরি করতে বরের পরিবর্তে কৃষকরা ব্যবহার করছেন রাবারের ফিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাতার, ১৫ নভেম্বর ঃ বদলেছে সময়, আধুনিকতা বেড়েছে কৃষি ক্ষেত্রে। লাঙলের জায়গায় এসেছে ট্রাক্টর। কদর কমেছে গরুর গাড়ির, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে কৃষি যন্ত্রাংশের। শষ্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের কৃষকরা এবার ধানের গোলা বা মড়াই তৈরিতেও এনেছে পরিবর্তন। গোলা বা মড়াই তৈরি করতে বরের পরিবর্তে তারা ব্যবহার করছে রাবারের ফিতে। সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান কেনা হলেও মাঠ থেকে ধান তুলে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করেন না অনেকেই। পরে বেশি দাম পাওয়ার আশায় আর সেই ধান বাড়িতে গোলা বা মড়াই করে বেঁধে রাখেন। পূর্ব বর্ধমান এলাকায় ধানের গোলা তৈরি হয় মূলত খড়ের বর দিয়ে। কিন্তু বর্তমান সময়ে পরিবর্তনের যুগে যা আজ অতীত। বরের জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে রাবারের ফিতে। ব্যবহার করা চাষিরা বলছেন, খড়ের বর এক বছর ব্যবহার করার পরে নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলির টেকসই কম। কিন্তু রাবারের ফিতে অনেক দিন চলবে এবং টেকসই বেশি। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের মুরাতীপুর এলাকায় রাস্তার ধারে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে এই রাবারের ফিতে। এই ফিতে শুধু গোলা তৈরির কাজে না, ব্যবহৃত হচ্ছে আরও অন্যান্য কাজেও। এই জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও লোক আসছেন এই ফিতে কিনতে। খড়ের বরের থেকে রাবারের ফিতে অনেক বেশি টেকসই বলে দাবি কৃষকদের। ফলে একদিকে যেমন রাবারের ফ্রিতে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে ব্যবসায়ীরা, তেমনই লাভবান হচ্ছেন কৃষকরাও।

মায়াপুর - নবদ্বীপ যাওয়া এখন আরও সহজ! চালু হল আমঘাটা থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ নভেম্বর ঃ কৃষ্ণনগর- আমঘাটা রুটে অবশেষে শুরু হল বহু প্রতীক্ষিত ট্রেন পরিষেবা। শনিবার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শেষ হল দীর্ঘদিনের জল্পনা। রেল সূত্রে খবর, আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রী পরিষেবা চালু হবে। এই নতুন লোকাল পরিষেবা চালুর ফলে কৃষ্ণনগর শহর ও আমঘাটা অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতে বড়সড় সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষত ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আনন্দের স্রোত বইছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন থেকে আমঘাটা (হল্ট) পর্যন্ত তিন জোড়া নতুন ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালু করা হচ্ছে। সকাল, দুপুর এবং রাতে-দিনের তিন বেলায় ট্রেন চলাচল করবে। সকালে প্রথম লোকাল ছাড়বে সকাল ৬.৪৫-এ কৃষ্ণনগর সিটি জংশন থেকে এবং ৭.০০-এ পৌঁছাবে আমঘাটায়। সেখানে অল্প বিরতি নিয়ে ৭.০৮-এ ফের রওনা দিয়ে ৭.২৩-এ ফিরে আসবে কৃষ্ণনগরে। দুপুরের পরিষেবায় দুপুর ১.৩০-এ কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে দ্বিতীয় ট্রেন, যা ১.৪৫-এ আমঘাটায় পৌঁছাবে। ১.৫৩-এ আমঘাটা থেকে ছেড়ে

২.০৮- এ আবার কৃষ্ণনগরে ফিরবে লোকালটি। রাতের শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ৯.৩০- এ কৃষ্ণনগর সিটি জংশন থেকে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমঘাটা থেকে ফিরে এটি ৯.৫৫-এর মধ্যে কৃষ্ণনগরে পৌঁছাবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নতুন রেল পরিষেবা চালু হলে দুই এলাকার মধ্যে যোগাযোগ আরও সুগম হবে। বহুদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় তাঁদের মধ্যে স্বস্তির হাওয়া। রেল বিভাগও আশাবাদী-এই নতুন রুট চালুর ফলে স্থানীয় যাত্রীদের সার্বিক পরিবহণব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার, দপ্তরের শিয়ালদা ডিভিশনের এডিআরএম সহ রেলের আধিকারিকরা। বর্তমানে আমঘাটা পর্যন্ত রেল চালু হলেও আগামীতে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্তই চলবে রেল মঞ্চ থেকে এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন এদিনের প্রধান অতিথি তথা সংসদ জগন্নাথ সরকার।

এনআইএ-র জালে ধরা পড়ল জঙ্গি চিকিৎসক-আতঙ্কিত পরিবার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৫ নভেম্বর ঃ দিল্লির নাশকতার সঙ্গে হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জড়িয়েছে। এই ঘটনায় ধৃত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন চিকিৎসক। এনআইএ-এর জালে ধরা পড়েছেন আরও এক পড়ুয়া, যাকে উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি মা ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে বিয়েবাড়িতে এসেছিলেন। ফেরার পথে মোবাইল টাওয়ারের লোকেশনের সূত্র ধরে তাকে আটক করেন তদন্তকারীরা। আপাতত ধৃতকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ধৃত জানিসুর ওরফে নিশার আলম পাঞ্জাবের লুধিয়ানাতে থাকেন। তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে ডালখোলার কোনাল গ্রামে। দিনকয়েক আগে ওই বাড়িতে এক আত্মীয়র বিয়ে ছিল। সেখানেই এসেছিলেন অভিযুক্ত। সেই সময় তাকে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। সম্ভবত দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নিশার। তবে কীভাবে নাশকতার সঙ্গে যুক্ত নিশার, তা এনআইএ-র তরফে এখনও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। এদিকে, নিশারের গ্রেপ্তারিতে অবাক তাঁর পরিবারের লোকজনেরা। ঘরের ছেলের সঙ্গে 'জঙ্গি যোগ কেউ বিশ্বাসই করতে পারছেন না। যুবকের কাকা বলেন, খুবই শান্ত এবং ভদ্র ছেলে। দিনরাত পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকত। আর কোনও কিছুতেই ওর মন নেই। সে-ই কিনা বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত, মানতে পারছি না। ছেলেকে এনআইএ গ্রেপ্তার করার খবর পাওয়ার পর থেকে ডুকরে কেঁদে চলেছেন নিশারের মা। ছেলে কোনও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না বলেই মত তাঁর। বস্তুত, দিল্লি বিস্ফোরণের পর বাংলাতেও এনআইএ তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে মইনুল হাসানের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। জানা গেছে, মইনুল সময়ে সময়ে দিল্লি এবং মুম্বইয়ে কাজ করেছেন। দিল্লিতে কাজ করার সময় তিনি এক বাংলাদেশির সঙ্গে ছিলেন এবং তাদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। এনআইএ খতিয়ে দেখছে, সেই সময় কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে মইনুলের যোগাযোগ ছিল কি না। উল্লেখ্য, বিস্ফোরণের পর সরকারিভাবে বুধবার তদন্তভার নেয় এনআইএ। তদন্তে মইনুলের ফোন নম্বর পাওয়া যায়, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তারির খবর নেই।

পঞ্চাননতলার কালীমন্দিরে চুরির কিনারা করলো পুলিশ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৫ নভেম্বর ঃ হাওড়ার পঞ্চাননতলার একটি কালীমন্দিরে চুরির কিনারা করলো পুলিশ। জানা গেছে, হাওড়া থানা এলাকার এক স্থানীয় ক্লাব সংলগ্ন ওই কালীমন্দিরের সোনা ও রূপোর গয়না সহ মায়ের রূপোর জিভ চুরির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। হাওড়া থানার পুলিশ বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছে। চুরি যাওয়া অলঙ্কার উদ্ধারে সফলতাও পেয়েছে পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডের যুবক সংঘ ক্লাব সংলগ্ন কালীমন্দিরে। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার করে তা মন্দির কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে হাওড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে।

সাহাপুর গ্রামে বিরসা মুন্ডার জন্ম দিবস পালন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৫ নভেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাহাপুরের মুন্ডা পাড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১ তম জন্মবার্ষিকী। আদিবাসী সমাজের পরম গর্ব এই মহান বিপ্লবীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গোটা এলাকা যেন উৎসবের আবহে মোড়া ছিল। সকাল থেকে স্থানীয় মানুষজন, বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা, ঢাক-ঢোল ও ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রায়

সাড়ে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুন্ডা পাড়ায় একটি আধুনিক কমিউনিটি হলও তৈরি হয়েছে, যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বিলল সাহা সহ আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। অতিথিদের বক্তব্যে উঠে আসে বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী জীবন, তার আদর্শ এবং আদিবাসী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের কথা।

লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় ছুরি হাতে দুস্কৃতি তান্ডব

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৫ নভেম্বর ঃ লোকাল ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি তুললো যাত্রীরা। এখন দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে গেছে লোকাল ট্রেন।লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় চলন্ত ট্রেনে ছুরি নিয়ে উদ্যত যুবক। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও। যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি আমরা। তবে এই ভিডিও দেখে আঁতকে উঠেছেন প্রায় সকলেই। রেলের নিরাপত্তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ভিডিওতে দেখা গেছে, এক যুবক চলন্ত ট্রেনের মহিলা কামরায় উঠেছে। ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছুরি হাতে উদ্যত। চলন্ত ট্রেনের মহিলা কামরায় রয়েছেন বেশ কয়েকজন। আর এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা ভয়ে যেন সিঁটিয়ে রয়েছেন। জানা যায়, দিন কয়েক আগে দুপুর ১ টা বেজে ৪০ মিনিটের ডাউন শিয়ালদহ- ক্যানিং লোকাল শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ছেড়ে ক্যানিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ট্রেনটি তালদি স্টেশন থেকে ছাড়লে চলন্ত ট্রেনের মহিলা কামরায় উঠে পড়ে ওই যুবক। মহিলা কামরায় যুবকের প্রবেশ নিয়ে সরব যাত্রীরা। তখনই ওই যুবক ছুরি বের করে। উদ্যত হয়ে ওঠে যাত্রীদের ধমক দিতে থাকে। পরে ট্রেন ক্যানিং স্টেশনে পৌঁছলে ওই যুবক কামরা থেকে নেমে দ্রুত পালিয়ে যায়। জিআরপি তাকে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। আর এমন ঘটনায় সাধারণ মহিলা যাত্রীরা আতঙ্কিত। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন দুস্কৃতী তাণ্ডব চলছে। আর এই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জিআরপির দেখা মেলে না। রেল কর্তৃপক্ষের উচিত যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখার। তা না হলে আগামী দিনে চলন্ত ট্রেন দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে। তবে এইব্যাপারে রেলের তরফে কোনো মতামত পাওয়া যায় নি।

তিস্তা সেতুর উপর দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর ঃ বাইক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিনজনের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তিস্তা সেতুর উপর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর। ঘটনার পর থেকে খোঁজ মিলছিল না বাইকে থাকা আরও এক আরোহীর। ঘটনার প্রায় আট ঘণ্টা পর তিস্তা নদী থেকে উদ্ধার হয় আরও সেই আরোহীর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়েই ছুটে যায় পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। কীভাবে এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রাত ১১টা নাগাদ জলপাইগুড়ির বালাপাড়া সংলগ্ন তিস্তা সেতুর উপর এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাস্তার একদিক থেকে বাইকে তিনজন আসছিলেন, অন্যদিক থেকে ধেয়ে আসে একটি পিক আপভ্যান। একেবারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। একেবারে বাইক থেকে ছিটকে প।ে তিনজন। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দুজনকে দ্রুত উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ঘটনার পর থেকে আরও এক বাইক আরোহীর খোঁজ মিলছিল না। বিভিন্ন জায়গায় চলছিল খোঁজ। এদিন শনিবার সকালে তিস্তা সেতুর নিচে নদী থেকে উদ্ধার হয় জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন সুকান্ত নগরের বাসিন্দা বাপ্পা বর্মনের দেহ। পুলিশের দাবি, অভিঘাত এতটাই ছিল যে দুর্ঘটনার পরেই একেবারে সেতুর উপর থেকে ছিটকে পড়ে দেহ।

বেঙ্গল সাফারি পার্ক, রেকর্ড আয়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক, চলতি বছর উৎসবের মরশুমে এক মাসেই রেকর্ড ৭১ লক্ষ টাকা আয় করেছে। উদ্বোধনের পর এই প্রথম এত বড় অঙ্কের রাজস্ব সংগ্রহ। গত বছর দুর্গাপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত মোট আয় ছিল ৬১ লক্ষ। সেই তুলনায় এই বছরের অগ্রগতি নজিরবিহীন বলেই মনে করছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। পার্ক সূত্রে জানা গেছে, বহু প্রতীক্ষিত লায়ন সাফারি ২০২৫ সালের পুজোর আগেই শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল জু অথরিটি পরিকাঠামো সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি নির্দেশ করায় প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়। সিজিএ-র নির্দেশ মেনে সংশোধনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে আবেদন পাঠানো হয়েছে, এবং অনুমোদন মিললে ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই লায়ন সাফারি দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

'দুয়ারে লাইব্রেরি', বেলডাঙা আন্দিরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ নভেম্বর ঃ আধুনিকতার এই যুগে মানুষের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বেশ অনেকটা কমেছে। তবে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে বইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এলাকায় নেই বইয়ের দোকান। গল্পের বই তো দূরের কথা, পাঠ্যপুস্তক কিনতেও যেতে হয় অন্তত ৫ কিলোমিটার দূরে। সেখানেই স্কুলের পড়ুয়া থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ সকলের জন্য বই পড়ার সুযোগ করে দিলেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি পৌঁছে যাচ্ছে পাড়ায় বাড়ির সামনে। যেমন খুশি তেমন বইও পড়তে পারছেন পাঠকরা। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা আন্দিরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সংখ্যা ১৮৬ জন। আর তারাই বই নিয়ে হাজির হয় বিভিন্ন পাড়ায়। উদ্দেশ্যে একটাই, পাঠকরা যেন বই পড়ে। আগামী প্রজন্মকে বইমুখী করে তুলতে এই প্রয়াস। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিত দত্ত জানিয়েছেন, এলাকার মানুষকে মোবাইল থেকে দূরে রাখতেই উদ্যোগ গ্রহণ। আমাদের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি গ্রামে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। যেখানে আছে ছোট গল্প , উপন্যাস ছাড়াও থাকছে ছোট থেকে বড়দের জন্য সমস্ত ধরনের বই। এরই পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, উন্নত কৃষিকাজ, রান্না-সহ নানা ধরনের বই থাকছে সেখানে। আপাতত ৩০০টি বই রয়েছে তাঁর ভ্রাম্যমান লাইব্রেরিতে। পনেরো দিন অন্তর নতুন বই নিতে পারবেন পাঠকরা। তিনি বলেন, এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিরা এখনও মোবাইলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। বই পড়ে তাঁদের নিঃসঙ্গতা কাটবে। এই সঙ্গে অন্যদের মধ্যেও বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতেই এই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি করা হয়েছে।

এসআইআর আতঙ্কে জলপাইগুড়িতে আবারও মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর, বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করছেন বিএলওরা। এর মধ্যেই এসআইআর আতঙ্কে বাংলায় আবারও মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির সাতকুড়া এলাকায়, যেখানে মৃত ব্যক্তির নাম কমলা রায়। পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও আতঙ্কের কারণে ভুগছিলেন। তাঁকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে, এমন শঙ্কা ছিল। এই কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন পরিবার। ঘটনায় প্রবল শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়িতে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। জানা যায়, বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে সাতকুড়া এলাকা। প্রায় ৪০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন কমলা রায়। সীমান্ত এলাকায় শুরু করেন বসবাস। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। এমনকী আধার কার্ড, ভোটার কার্ড-সহ একাধিক বৈধ নথিও ছিল। কিন্তু এরপরেও বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে, এই আশঙ্কায় ভুগছিলেন বলেও দাবি পরিবারের। এই আতঙ্ক থেকেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে বছর ৫৩ এর কমলা রায় আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। গিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও। দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই আতঙ্ক চেপে বসে ছিল মনে। বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই আশঙ্কায় ভুগছিলেন। আতঙ্ক থেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। সবরকমভাবে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হন এক প্রৌঢ়। তাঁর মেয়ের নামের ফর্ম না পাওয়ায় চরম পথ বেছে নেন ভুবনচন্দ্র রায়। তিনি জলপাইগুড়ির আমবাড়ির কামারভিটার বাসিন্দা এবং স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে সংসার করতেন। পরিবারের বাকিদের নাম থাকলেও মেয়ের নাম ফর্মে না থাকায় দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন তিনি। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগে মৃত্যু ঘটেছে।

শালপাতা নিয়ে নতুন আশার আলো জঙ্গলমহলে, দিন বদলাচ্ছে বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ নভেম্বর ঃ শালপাতার থালা মানেই আমাদের ছোটবেলার নস্টালজিয়া। পাড়ার ভোজ, পুণ্যতিথি, বাড়ির অনুষ্ঠানে সাজান থাকত সবুজ-বাদামি রঙের

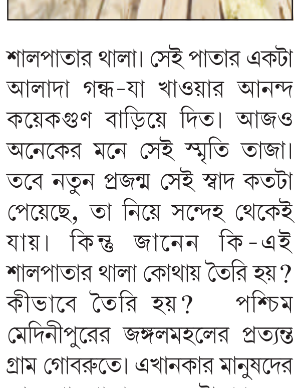

শালপাতার থালা। সেই পাতার একটা আলাদা গন্ধ-যা খাওয়ার আনন্দ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিত। আজও অনেকের মনে সেই স্মৃতি তাজা। তবে নতুন প্রজন্ম সেই স্বাদ কতটা পেয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কিন্তু জানেন কি-এই শালপাতার থালা কোথায় তৈরি হয়? কীভাবে তৈরি হয়? পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রাম গোবরুতে। এখানকার মানুষদের কাছে শালপাতা শুধু একটা পণ্য নয়, জীবন-জীবিকার প্রধান ভরসা। ভোরবেলা থেকেই গ্রামের পুরুষ-মহিলা, এমনকি তরুণ-তরুণীরাও ছুটে যান জঙ্গলের দিকে। শালগাছের বড়, মজবুত পাতাগুলো তারা যত্ন করে সংগ্রহ করেন। কোনও ডাল না ভেঙে, গাছের ক্ষতি না করে পাতা তোলায় ওদের নিয়ম। ধীরে ধীরে ভাঁজ না ফেলেই সেই পাতাগুলো আনা হয় গ্রামে। ঘরে ফিরে শুরু হয় পরের ধাপ-পাতা সারি করে শুকোনো। রোদে শুকিয়ে পাতাগুলো আরও শক্ত হয়, টেকসই হয়। তারপর একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে, খুঁটিনাটি দেখে, সেলাই করতে বসেন গ্রামের মহিলারা। সূঁচ, সুতো কিংবা মেশিন-যা আছে তাই দিয়েই তৈরি হয় গোল থালা, বাটি, কখনও প্যাকেটের মতো ভাঁজ করা পাতার পাত্র। তৈরি হওয়ার প্রতিটি ধাপে থাকে মানুষের স্পর্শ, শ্রম ও যত্ন। তাই এই থালায় খেতে গেলে খাবারটা শুধু খাবার থাকে না-থাকে প্রকৃতির গন্ধ, গ্রামের মানুষের পরিশ্রম, আর বাঙালির শেকড়ের একটা টান। আজ প্লাস্টিক আর থার্মোকলের দাপটে শালপাতার থালা হয়ত ততটা চোখে পড়ে না। তবে পরিবেশবান্ধব, স্বাভাবিক, আর একেবারে প্রাকৃতিক এই থালার গুরুত্ব নতুন করে বুঝছে পৃথিবী। আর তাই গোবরুর মতো গ্রামগুলো আবার প্রাণ ফিরে পাচ্ছে শালপাতা শিল্পকে কেন্দ্র করে। শালপাতা শুধু একটি থালা নয়-এ আমাদের স্মৃতি, আবেগ, আর গ্রামের মানুষের।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল জয়তী দাস, স্বামী কিরণ দাস সাং ও পোঃ- দুইল্যা থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৭।১০।২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৫৪৬৪ নং, ০৫০৩০৫৪৬৫ নং ও ০৫০৩০৫৪৬৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সেখ বোরহান, পিতা সেখ মুন্সি এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে. এল. ২৪ নং ভুক্ত, এল. আর. ২১৩৭ নং খতিয়ানে এল. আর. ৫৭৮ নং দাগে শালি **মোট ২০.৫৯৮ শতক** সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৯।০৬।২০১৫ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৫০৩০০৩০৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে কিরণ দাস, পিতা গুনমনি দাস, সাং ও পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত তিন ক্রেতা বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সহায়তা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫৪, তারিখঃ ১৩-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই এসআইজি মালদা টাউনের অধিক্ষেত্রের অধীনে কার্যরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনে সিগন্যালিং সহায়তা প্রদান। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৯,৯৮,৫৯৪/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৮০,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল টুম্পা রায়, স্বামী সুপ্রভাত রায় সাং- মানিকপুর, পোঃ- ডেল্টা মিল, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ০৭।০৪।২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০১৮৭৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা পালান নস্কর ওরফে বিশ্বনাথ নস্কর, পিতা ললিত মোহন নস্কর দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মানিকপুর মৌজায় জে. এল. ১৯ নং ভুক্ত, এল. আর. ৩০০৫, ৩০০৮, ৩০০৯, ৩০১০, ৩০০৭, ৩০১১ ও ৩০০৬ নং খতিয়ানে এল. আর. ৪৩০ ও ৪৫১ নং দাগে বাস্তু মোট **৮.৮৪৫২ শতক** সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ৩১।০১।২০২৪ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০০৫৮৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে সুপ্রভাত রায়, পিতা শঙ্কর রায়, সাং- মানিকপুর, পোঃ- ডেল্টা মিল, থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল, আর, ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সাহার্য

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৫৫ তারিখঃ ১৩-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই এসআইজি শিলিগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধিনে কর্মরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সাহার্য। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৭,৫২,৮৭৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫৫,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-১২-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৫-১২-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **মনোজ সরকার**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রীমতি তনুশ্রী পাল, পিতা তরনী পাল স্বামী- বঙ্কিম পাল**
ঠিকানাঃ **পূর্ব কুমার পাড়া, ডাকঘর- দেবনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-জল, বর্তমান- সেক্টর নং ৩সি, আরপিএফএইচসি ব্লক, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগণা**
গ্রহীতাঃ **শ্রী মনোজ সরকার**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **৩১৯৪ তাং. ২০।৮।২৫**
নং বহি **১** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **৩১৯৪ তাং. ২০।৮।২৫ সদর অফিস জলপাইগুড়ি**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/10984**
দলিল নং ২৯৫৩ তাং. ১৫।১০।২৫
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪-পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- বাহাদুর, সিট নং-১৩, জে.এল নং. ০৪ এল.আর খতিয়ান ৭৬২ এল.আর দাগ ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৫৭৭ জমির পরিমান-০.১৭৬০ একর
(আদেশ নং- ১০০০- I.S. /২২/ ২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **মনোজ সরকার**
পিতাঃ মৃত মলয় কুমার সরকার
ঠিকানাঃ বিবেকানন্দ পাড়া, ওয়ার্ড নং-২৪, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা-জলপাইগুড়ি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
অঞ্জলী সরকার
আমোক্তারনামা দাতাঃ **সঞ্জয় মৈত্র এবং অন্যান্য**
ঠিকানাঃ **ত্রৈলোক্য নগর বাগডোগরা, জেলা- দার্জিলিং**
গ্রহীতাঃ **অঞ্জলী সরকার**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **13291, 17.12.24**
নং বহি ——— নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **13291, 17.12.24**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/11638**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪-পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
খড়িয়া, সিট নং-122, L.R. plot- 51, L.R. Khatian 209,210,211
(আদেশ নং- ১০০০- I.S. /২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **অঞ্জলী সরকার**
স্বামীঃ শেখর বিশ্বাস
ঠিকানাঃ চেংমারী ডাঙ্গাপাড়া, মালবাজার, জলপাইগুড়ি

হাই ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন আবরণের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১৩-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** এপি-ইএল-টিআরডি-১৩-২৫-২৬, **কাজের নামঃ** চাপাগুড়ি-মাথাভাঙ্গা সেকশনের অধীনে ব্রিজ নং. ৭৩, সেকশন আগোমনি-গোলকগঞ্জ জংশনের অধীনে ব্রিজ নং. ১৭৪ এবং গুলমা-সিবোক সেকশনের অধীনে ব্রিজ নং. ২৯-এ হাই ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন আবরণের ব্যবস্থা, যা ওএলএস স্থানে সীমাবদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্সে ২৫ কেভি ওএইচই-এর জন্য উপযুক্ত (ফেস-I)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,০৫,৮৭,৬৫০.০০ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৫,০২,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহদের সেবায়

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-16/EO/25-26, Dt-13/10/2025** for **81 nos**, scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for **Tender ID-2025_ZPHD_948268_1 to 2025_ZPHD_948268_81** & One (1) no. Corrigendum Notice, Dt-15/11/2025.
Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

স্পটলাইট ভ্যানিজ্য লিমিটেড
CIN-L65993WB1981PLC034252
নিবন্ধিত অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ(০৩৩) ২২৫৪-৩১০০, ফ্যাক্সঃ(০৩৩) ২২৫৪-৩১৩০, ই-মেইলঃ sec@somanys.com, ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের অর্ধবার্ষিকী সমাপ্তির জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
[SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর ৩৩ নং নিয়ম অনুসারে]

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spotlightvanijya.com-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১৪ নভেম্বর, ২০২৫

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে
স্বা /-
মুকুল সোমানি
(পরিচালক)
DIN: 00124625

পিচে টালমাটাল টেস্টে দুই দিনে ২৫ উইকেট, তৃতীয় দিনেই শেষের আভাস

ইডেনে নতুন ইতিহাস, টেস্টে সহবাগকে টপকালো পন্থ

অনিকেত নস্কর, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৭ রান করেই থেমে গিয়েছিল তাঁর ব্যাট। কিন্তু সেই ছোট ইনিংসই ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় লিখে দিল। শনিবার দুইটি ছক্কা মেরে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের হয়ে সর্বাধিক ছয় মারার অনন্য রেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন ঋষভ পন্থ। ভেঙে দিলেন বীরেন্দ্র সহবাগের দীর্ঘদিনের কীর্তি। সংখ্যাটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট হলেও যে উচ্চতায় পৌঁছে দিল পন্থকে, তা ভারতীয় ক্রিকেটের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল। এই ম্যাচ শুরুর আগে পর্যন্ত দু'জন ভারতীয়-বীরেন্দ্র সহবাগ ও ঋষভ পন্থ-সমান ৯০টি ছয়ের মালিক ছিলেন টেস্ট ক্রিকেটে। দু'জনেই ছিলেন যৌথ ভাবে শীর্ষে। সহবাগের ছয় মারার ধাঁচ ছিল তাঁর নির্ভীক ব্যাটিং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একেবারে মিলে যাওয়া। অন্যদিকে, পন্থের স্বভাবসুলভ আগ্রাসনও তাঁর ব্যাটিংয়ের অঙ্গ। তাই ইডেনে মাঠে নামার আগে থেকেই হয়তো অনেকে আশা করেছিলেন-আজই ভারত নতুন এক ছক্কা-রাজাকে পেতে চলেছে। সেই প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দিলেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। ইডেনের চ্যালেঞ্জিং পিচে যখন ভারতের ব্যাটিং লড়াই করছিল, তখন আক্রমণের পথই বেছে নিয়েছিলেন পন্থ। দুইটি ছয় তাঁর ইনিংসে বড় রানের রূপ পায়নি, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় জায়গা পেতে সেটাই যথেষ্ট ছিল। সেই দুইটি শটের ফলে তাঁর মোট ছয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৯২-এ। সহবাগের ৯০ ছয়কে ছাপিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে টেস্ট ছয়ের তালিকার সিংহাসনে বসলেন তরুণ এই ক্রিকেটার। যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সমগ্র তালিকায় পন্থ এখনও সপ্তম স্থানে। তাঁর সামনে আছেন বিশ্বের কয়েকজন কিংবদন্তি হিটার। তালিকার শীর্ষে দৃঢ় ভাবে অবস্থান করছেন ইংল্যান্ডের বর্তমান অধিনায়ক বেন স্টোকস। টেস্টে স্টোকসের ছয়ের সংখ্যা ১৩৬-এক অপরাজেয় উচ্চতা, যা ভাঙতে কোনও ব্যাটারের সময় লাগবে বহু বছর। দ্বিতীয় স্থানে আছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। ব্যাটিংয়ের প্রতীক ম্যাকালামের ছয় সংখ্যা ১০৭। তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, যার ছয়ের সংখ্যা ১০০। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন টিম সাউদি-৯৮ ছক্কা নিয়ে। যে পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, একজন বোলার হয়েও ব্যাট হাতে তিনি কী ভয়ঙ্কর হতে পারেন। একই সংখ্যা রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিস্ফোরক

ওপেনার ক্রিস গেইলেরও-৯৮ ছয়। ঠিক পিছনেই রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক কালিস, ৯৭ ছয়ের মালিক। এঁদের পরেই সপ্তম স্থানে উঠে এসেছেন পন্থ। যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন পন্থ, তা কাকতালীয় বা সৌভাগ্যের প্রতিফলন নয়। বরং এটি ধারাবাহিক আগ্রাসী মানসিকতার নিখুঁত পুরস্কার। টেস্ট ক্রিকেটে যখন অনেক দলই রক্ষণাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয়, তখন পন্থ ব্যাট হাতে ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না কখনও। তাঁর এই অদম্য মনোভাবই তাঁকে ভারতীয় টেস্ট দলের সবচেয়ে ভিন্নধর্মী ব্যাটার করে তুলেছে। তাঁর ছয় মারার ধরণ, ফিল্ডের ওপর চাপ বাড়ানোর প্রবণতা এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে পাল্টা আক্রমণ করার ইচ্ছেই তাঁকে সহবাগের মতো আইকনদের পাশে এনে দাঁড় করিয়েছে। পন্থের এই রেকর্ড ঠিক এমন এক সময়ে এল, যখন তিনি ব্যাটে এবং নেতৃত্বে দু'দিকেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। শুভমন গিলের চোটে দ্বিতীয় দিনে তিনি দলে নেতৃত্বও দিয়েছেন, সেই চাপ নিয়েও ব্যাট হাতে নিজের স্বভাব বজায় রেখেছেন। ভারতীয় দলে তাঁর উপস্থিতি শুধুই একজন ব্যাটারের নয়-তিনি দলের গতি বদলে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রিকেটার। সহবাগের মতো বড় মাপের ব্যাটারের রেকর্ড ভাঙা কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সহবাগের ছয়ের রেকর্ড এক ধরনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল-নির্ভীক, আক্রমণাত্মক এবং দর্শক-উত্তেজক ক্রিকেটের প্রতিচ্ছবি। পন্থ সেই জায়গায় পৌঁছে দেখালেন-নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারেরাও সেই ধারা বহন করতে সক্ষম।

যুধাজিৎ কুন্ডু, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ ইডেন গার্ডেন্সে চলছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ। কিন্তু ক্রিকেটের এই কঠিনতম ফরম্যাট কেমন যেন বিপজ্জনক এক পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে কলকাতার পিচে। দু'দিনেই পড়ে গিয়েছে ২৫টি উইকেট। ব্যাটারদের না নেই আত্মবিশ্বাস, না কোনও মাটি। বেঁচেবর্তে আছে শুধু বল। পিচের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে দুটি আলাদা ট্র্যাকে দুই ইনিংস হচ্ছে- কখনও বল আচমকা নিচু হয়ে যাচ্ছে, কখনও আবার অসমান বাউন্সে ব্যাটারের গ্লাভস ছুঁয়ে সোজা স্লিপে পৌঁছে যাচ্ছে। এই অস্বাভাবিক সাহায্যই পেয়ে বোলারদের উত্থান-চমক, আর ব্যাটিং লাইনের লাগাতার পতন। দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ৭ উইকেটে ৯৩। লিড ৬৩ রানের। টেম্বা বাভুমা ২৯ রানে অপরাজিত, সঙ্গে রয়েছে করবিন বশ। ম্যাচের বর্তমান অবস্থান দেখে ক্রিকেটবিশ্ব একবাক্যে বলছে- এই টেস্ট তৃতীয় দিনই শেষ হয়ে যেতে পারে। ইডেনের পিচ যে এতটা ' রূপ নেবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। ভারতের প্রথম ইনিংস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পিচের চরিত্র। প্রথম দিনে পেস, সুইং এবং অসমান বাউন্সে উড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শীর্ষ এবং মধ্যক্রম। দ্বিতীয় দিনে ভারতও ঠিক একই পরিস্থিতির মুখে পড়ল। দলীয় ১৮৯ রানে ভারত অলআউট হয়ে যায়। লিড ছিল মাত্র ৩০। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সিমন হার্মার ৪ উইকেট, মার্কো জানসেন ৩টি এবং কোয়েটজি-মুল্ডাররা বাকি ভাগ তুলে নেন। তবে ভারতকে খেলায় ফিরিয়ে আনেন জশপ্রীত বুমরাহ। তাঁর অগ্নি-ঝড়ে প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা থামতে বাধ্য হয় ১৫৯ রানে। বুমরাহর ৫ উইকেট ছিল অতীতের সেই আগুনে বোলারের স্পষ্ট প্রত্যাবর্তন। কিন্তু ইডেনের এই পিচে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ যে লিঙ্গ-জাতি নির্বিশেষে সমান, তা বুঝিয়ে দিলেন হার্মারও। ভারতীয় স্পিনাররা যেখানে চিরাচরিতভাবে কার্যকর, সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনারও দাপট দেখিয়ে গেলেন। হার্মারের ৪ উইকেট ভারতীয় ব্যাটিংকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বল যেখানে Behaves unpredictably, সেখানে অভিজ্ঞ ভারতীয় ব্যাটাররাও বাঁচতে পারলেন না। কোনও বল হঠাৎ ঊর্ধ্বগতি পেল, কোনওটি আবার কাঁধছোঁয়া বাউন্স নিয়ে ব্যাটারের মাথা লক্ষ্য করে এগিয়ে এল। ভারতের ব্যাটিং ব্যর্থতার পর ঘুরে দাঁড়ানোর দাবি ছিল বোলারদের উপর। সেই প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় ইনিংসেও বিধ্বংসী হয়ে ওঠেন জাদেজা-কুলদীপ-অক্ষর। দ্বিতীয় ইনিংসের সপ্তম ওভারেই শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার পতন। কুলদীপ যাদবের নিচু হয়ে আসা বলে এলবিডব্লু হন রায়ান রিকেলটন। এর পর থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং যেন ধ্বংসস্তূপ। আইডেন মার্করাম জাদেজার বলে সুইপ করতে গিয়ে আউট, উইয়ান মুল্ডার স্লিপে ক্যাচ দিলেন, তার পর টনি ডে জর্জি, ত্রিস্তান স্টাবস- সবাই জাদেজার শিকার। এই ইনিংসেই জাদেজা স্পর্শ করেন টেস্টে তাঁর ২৫০তম উইকেটের মাইলফলক। অক্ষরও ভেরেনিকে এলবিডব্লু করেন, জানসেন কিছুটা পালটা আক্রমণের চেষ্টা করলেও কুলদীপের ঘূর্ণি তাঁকে ছলনা করে স্লিপে পাঠিয়ে দেয়। গম্ভীর ব্রিগেড এখন নিশ্চয়ই বুঝেছেন, যে পিচের আবদার তাঁরা করেছিলেন, তা বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। ভারতকে লিড তাড়া করতে হবে এই ভয়ঙ্কর পিচে, যেখানে ৫০ রানও পাহা। মনে হচ্ছে। শুবমান গিলের ঘা।রে চোট নতুন দুশ্চিন্তা বা।য়িছে। তিনি ব্যাট করতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার দিক থেকেও লড়াই বাকি রয়েছে। বাভুমা যদি রবিবার সকালে কিছুটা লম্বা ইনিংস খেলতে পারেন, লিড যদি ১২০-১৩০ এর কাছাকাছি পৌঁছয়, তাহলে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের সামনে এক ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ দাঁড়াবে। তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার খেলা তাই হতে চলেছে পুরো ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণের আসল মুহূর্ত। ইডেন গার্ডেন্সে দুই দিনে পড়েছে মোট ২৫টি উইকেট- টেস্ট ম্যাচের জন্য যা কার্যত অস্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই পিচ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। আন্তর্জাতিক মানের টেস্ট উইকেট কি এ রকম হওয়া উচিত? যেখানে ব্যাটাররা একে অপরকে বলছেন মর্টার-বিটের উপর ক্রিকেট খেলছি? রবিবার তৃতীয় দিনে খেলা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে তার থেকেও বড় প্রশ্ন- ম্যাচের শেষে এই পিচ নিয়ে আইসিসি, ক্রিকেট বোর্ড এবং প্রাক্তনরা কী মত দেন। আপাতত একটাই নিশ্চিত- ইডেনের পিচে দাঁড়িয়ে তৃতীয় দিনই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে।

আগামী আইপিএল ট্রেডে চমকের বন্যা, দলবদলে উত্তাপ সর্বোচ্চে

নীতীশ রানা দিল্লিতে, মারকান্ডে ফিরলেন মুম্বইয়ে

সংবাদ সংস্থা, ১৫ নভেম্বর ঃ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আইপিএল ২০২৬-এর নিলাম। তার আগে প্রতিবারের মতোই চর্চার কেন্দ্রে ট্রেড উইন্ডো। ১৫ নভেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে রিটেনশন তালিকা জমা দিতেই হবে- এই সময়সীমা সামনে রেখে একের পর এক চমকপ্রদ দলবদল ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত করে তুলেছে ক্রিকেটবিশ্বকে। সঞ্জু স্যামসন, রবীন্দ্র জাডেজা, স্যাম কারেন থেকে শুরু করে মহম্মদ সামিদের দলবদল নিয়ে আলোচনা যখন চলছে, তখন নতুন করে শোরগোল তৈরি করলেন নীতীশ রানা, মায়াঙ্ক মারকান্ডে এবং অর্জুন তেন্ডুলকর। দীর্ঘদিন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখ হয়ে থাকা নীতীশ রানা গত মরশুমে যোগ দিয়েছিলেন রাজস্থান রয়্যালসে। সেখানে ১১ ইনিংসে ২১৭ রান করে দেখিয়েছিলেন নিজের শক্তির পরিচয়। প্রায় ১৬১-এর স্ট্রাইক রেট তাঁকে করে তুলেছিল মিডল অর্ডারের আক্রমণাত্মক অস্ত্র। কিন্তু নতুন মরশুমের আগে আরও একবার জার্সি বদলালেন তিনি। ৪.২০ কোটি টাকায় নীতীশকে দলে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। রাজধানীর দল বরাবরই বড় শট খেলতে সক্ষম, বহুমুখী ব্যাটারদের দলে ভিড় করাতে আগ্রহী। সেই জায়গায় নীতীশ নতুন ভারসাম্য এনে দিতে পারেন বলে মনে করছেন ক্রিকেটজ্ঞরা। তবে রাজস্থানের ব্যাটিং শক্তি যে কমছে তা নয়। নীতীশকে ছেড়ে দিলেও তাঁরা দলে টেনে নিয়েছে দোনোভান ফেরেইরাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই আক্রমণাত্মক ব্যাটারকে দিল্লি থেকে মাত্র এক কোটি টাকায় নিয়ে নিল রাজস্থান। ফেরেইরা ২০২৪ সালে প্রথম আইপিএলে খেলেছিলেন রাজস্থানের হয়েই। পরে দিল্লিতে যোগ দিলেও আবার ফিরে এলেন পুরোনো দলে। রাজস্থানের খেলাচিন্তা লোয়ার মিডল অর্ডারে যিনি বড় শট খেলতে পারেন এমন ব্যাটার ছিলেন বহুদিনের চাহিদা-ফেরেইরা সেই জায়গায় বড় ভূমিকা নিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে আলোচিত ট্রেড নিঃসন্দেহে মায়াঙ্ক মারকান্ডেকে ঘিরে। বহুদিন ধরে জল্পনা চলছিল, কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই স্পিনারকে দলে নিতে আগ্রহী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অবশেষে শনিবার সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর পড়ল। মাত্র ৩০ লাখ টাকায় মায়াঙ্ককে দলে নিল মুম্বই। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ২০১৮ সালে মুম্বইয়ের হয়েই আইপিএলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এই লেগ-স্পিনার। বহু ঘোরাফেরার পর আবার প্রথম দলে ফিরে এলেন তিনি। গত কয়েক মরশুমে মায়াঙ্ক খুব নিয়মিত সুযোগ পাননি। মুম্বইয়ের পরিচিত পরিবেশ তাঁকে নতুন করে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একই দিনে আরেক বড় ঘোষণা এসেছে লখনৌ সুপার জায়ান্টস শিবির থেকে। মুম্বই ছেড়ে এলএসজিতে যোগ দিলেন অর্জুন তেন্ডুলকর। তিনিও ৩০ লাখ টাকায় নতুন দলে জায়গা পেলেন। স্টুয়ার্ট ল-এর কোচিংয়ে লখনৌ পেস ব্যাটারদের উন্নতি নিয়ে বিশেষ কাজ করছে। সেখানে একজন বাঁহাতি পেস বোলার হিসেবে অর্জুন নিজেকে তুলে ধরতে পারেন বলে দলের ভিতরে বিশ্বাস রয়েছে। সুযোগ পেলে তিনি কতটা ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেন, সেটাই এখন দেখার। আইপিএল নিলামের আগে এই দলবদলই স্পষ্ট করে দিল-দলগুলি এখনই পরের মরশুমের জন্য চূড়ান্ত রূপরেখা সাজানো শুরু করে দিয়েছে। বড় তারকা কেনা-বেচার পাশাপাশি বরাবরের মতোই গুরুত্ব পাচ্ছেন তরুণ এবং মাঝারি বাজেটের ক্রিকেটাররাও। দীর্ঘ দশ বছরের সম্পর্কে শেষমেশ ইতি টেনেই দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শনিবার প্রকাশিত আইপিএলের ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকায় নেই আন্দ্রে রাসেলের নাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই তারকা অলরাউন্ডারকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক যুগের অধ্যায়ের পর্দা নামাল ফ্র্যাঞ্চাইজি। শুধু রাসেলই নন, ছাড়া হয়েছে বিপুল ২৩.৭৫ কোটি টাকার ভারতীয় অলরাউন্ডার বেঙ্কটেশ আইয়ারকেও। ২০১৪ সালে রাসেলকে দলে টেনে নেওয়ার পর টানা দশ বছর কেকেআরের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। ব্যাটে-বলে বিস্ফোরক পারফরম্যান্স তাঁকে দলের প্রধান ম্যাচ-উইনারে পরিণত

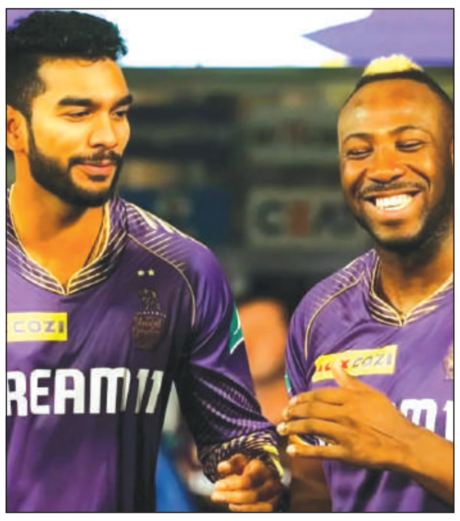

করেছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারাবাহিকতা আর দেখা যাচ্ছিল না। গত বছরও তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জল্পনা ছিল প্রবল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আস্থা রেখেছিল ম্যানেজমেঃট। তবু মূল্য দিতে পারেননি রাসেল। ব্যাট হাতে ক্রমশ ব্যর্থ, ইনজুরির সমস্যা, ফলে দলের বোঝা হয়েই উঠছিলেন তিনি। বল হাতে কয়েকটি ম্যাচে সাহায্য করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। ফলে ছোট নিলামের আগে কঠোর সিদ্ধান্তেই এগোল নাইট ব্রিগেড। আইপিএলে রাসেলের রেকর্ড অবশ্য ঈর্ষণীয়। ১৪০ ম্যাচে করেছেন ২৬৫১ রান, চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর ৮৮ রানের ইনিংস স্মরণীয়। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও তাঁর অবদান কম নয়- ১২৩টি উইকেট, যার মধ্যে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ১৫ রানে ৫ উইকেট তাঁর সেরা সাফল্য। তবু সাম্প্রতিক ব্যর্থতা ও বয়স মাথায় রেখেই রাসেলকে মুক্তি দিল কেকেআর। ইতিহাস গড়া বেঙ্কটেশ আইয়ারকেও ছেড়ে দিয়েছে দল। ২০২১ সালের আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে কেকেআরকে ফাইনালে তুলেছিলেন তিনি। পরের বছর মহা নিলামে তাঁকে ধরে রাখা হলেও ২৩.৭৫ কোটি টাকার বিশাল মূল্যে কেনা নিয়ে বিস্মিত হয়েছিল ক্রিকেট বিশ্ব। সেই মূল্যায়নের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি বেঙ্কটেশ। গত মরশুম ছিল পুরোপুরি ব্যর্থতার। ফলে তাঁকেও ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবে নিলামে অনেক কম দামে তাঁকে ফের দলে নেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না সূত্র। শুধু এই দুই তারকাই নয়, বিদেশি আরও কয়েকজন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিয়েছে কেকেআর। দলে রাখা হয়নি মইন আলি, অনরিখ নোখিয়া, কুইন্টন ডি'কক, রহমানউল্লাহ গুরবাজ এবং স্পেন্সার জনসনকে। অনেকেই ভাবছিলেন অজিঙ্ক রাহানে হয়তো বাদ পড়বেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও ব্যাটিং সাফল্যের ভরসায় তাঁকে রেখে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। হর্ষিত রানা, রিঙ্কু সিংহ, সুনীল নারাইন, বরুণ চক্রবর্তী, রমনদীপ সিংহদের মতো ক্রিকেটারের প্রতি আস্থা রেখে মিনি নিলামের আগে দল নতুন করে দিশা খুঁজছে। রাসেল-যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছে কেকেআর। এই ট্রেড উইন্ডোর বাকি দিনগুলোতে আরও চমক অপেক্ষা করছে বলেই অনুমান ক্রিকেটমহলের। এখন নজর থাকবে ১৫ নভেম্বর-ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি কাদের রেখে দিচ্ছে আর কারা নামছেন নিলামে, সেটাই আরও এক দফা আলোড়ন তুলতে চলেছে।

ক্রোয়েশিয়ার বিশ্বকাপ নিশ্চিত, জার্মানি-নেদারল্যান্ডসও দোরগোড়ায় অ্যাঙ্গোলায় মেসি-ম্যাজিকের আলো

সংবাদসংস্থা, মাদ্রিদ, ১৫ নভেম্বর ঃ ইউরোপিয়ান যোগ্যতা পর্বে শুক্রবার রাত ছিল বিশ্বকাপ সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘোরানোর রাত। বহু প্রতীক্ষার পর ক্রোয়েশিয়া নিশ্চিত করে ফেলল তাদের পরবর্তী বিশ্বকাপের টিকিট। ফারো আইল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে তারা শুধু শীর্ষস্থান শক্তই করল না, পাশাপাশি চেক প্রজাতন্ত্রের নাগালের বাইরেও চলে গেল। অন্যদিকে, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসও এক পা রেখে ফেলেছে বিশ্বকাপের মঞ্চে, শেষ ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হবে তাঁদের যাত্রা। এ দিন পৃথক এক প্রীতিম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে দাপট দেখালেন লিয়োনেল মেসি, স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্যাপন করা অ্যাঙ্গোলায় যাঁকে দেখার জন্য হাজির ছিলেন পঞ্চাশ হাজার দর্শক। ক্রোয়েশিয়া-ফারো আইল্যান্ড ম্যাচটি শুরু থেকেই উত্তেজনার সুরে বাঁধা ছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে ম্যাচের ১৬ মিনিটেই ফারো আইল্যান্ডকে এগিয়ে দেন গেজা ডেভিড। শুরুতেই ধাক্কা খেলেও দমে যায়নি ক্রোয়েশিয়া। দ্রুত মাঠে ছন্দ ফিরিয়ে তারা খুঁজতে থাকে সমতার গোল। অবশেষে সেই গোল এনে দেন দলের তরুণ তারকা জসকো গাভার্দিয়ল। তাঁর গোলেই ম্যাচে ফিরে আসে ক্রোয়েশিয়া, এবং ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও। দ্বিতীয়ার্ধে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে তারা। ৫৭ মিনিটে পিটার মুসার গোলে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া, আর ৭০ মিনিটে নিকোলা ভ্লাসিচের গোল ম্যাচের ফল অনেকটাই নিশ্চিত করে দেয়। এই জয়ের ফলে ক্রোয়েশিয়ার পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ১৯, যা চেক প্রজাতন্ত্রের থেকে ছয় পয়েন্ট বেশি। হাতে একটি মাত্র ম্যাচ থাকায় চেকদের পক্ষে আর ক্রোয়েশিয়াকে ছোঁয়া সম্ভব নয়। ফলে সম্ভাবনার হিসেব মিটিয়ে বিশ্বের অন্যতম ধারাবাহিক দলটি নিশ্চিত করে ফেলেছে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান। ইউরোপের আরও দুই জায়ান্ট জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসও শুক্রবার নিজেদের পথ আরও সহজ করে নিল। লুক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে জার্মানির ২-০ জয়ে নিক উল্টারমেড করলেন জোড়া গোল। গত দুই ম্যাচ মিলিয়ে তিনটি গোল করে তিনি হয়ে উঠেছেন দলের নতুন ভরসা। গ্রুপ শীর্ষে থাকা জার্মানির সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। একটি ম্যাচও হারেনি তারা। শেষ ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে কেবল একটি ড্র করলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের বিশ্বকাপের টিকিট। নেদারল্যান্ডসের জন্যও শুক্রবার ছিল মিশ্র অনুভূতির দিন। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও হারানো সুযোগের দাম দিয়ে ড্র করতেই হয়। সেই ড্র-ই যদিও শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে সোনার চাবি। কারণ, শেষ ম্যাচে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে মাত্র এক পয়েন্ট হলেই ডাচদের বিশ্বকাপে যাওয়া নিশ্চিত। পোল্যান্ডকে হারাতে পারলে আগেই নিশ্চিত হয়ে যেত তাঁদের পথচলা। তবু ভার্জিল ফান ডাইক ও তাঁর দলের জার্সি এখনো অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে। পৃথক সূচিতে আর্জেন্টিনা এ দিন খেলেছে অ্যাঙ্গোলায় একটি প্রদর্শনী ম্যাচ। স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্যাপন উপলক্ষে আফ্রিকার দেশটি আয়োজন করে এই ম্যাচের। শোনা যাচ্ছে, আয়োজনে অংশ নেওয়ার জন্য ১০৭ কোটি টাকা পেয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। ম্যাচটি দেখতে ভিড় করেন কমপক্ষে ৫০ হাজার দর্শক, যাঁদের বেশির ভাগই এসেছিলেন নিজ চোখে মেসিকে দেখার আশায়। তাদের প্রত্যাশা পূরণ করে মেসি উপস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ্য করে তুললেন। প্রায় গোটা ম্যাচ খেললেন তিনি এবং এক গোলও করলেন। দ্বিতীয় গোলটি লাউতারো মার্তিনেজের পা থেকে আসে। দারুণ সমন্বিত ফুটবল খেলেই ২-০ জিতে মাঠ ছাড়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কে-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor : Aloke Kumar Naskar/ Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com